INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT.

APRIL 6, 1964

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Monday, the 6th April, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, one Deputy Minister, Deputy Speaker and Seventeen Members.

Mr. Speaker :—I suppose Hon'ble Members have all got the List of Business for to-day. The first item on the List of Business is Oath or Affirmation. Any member who has not made an oath may kindly do so.

There is no such member to-day.

Next item is **question**. To-day in the list of business are the following short Notice questions to be answered by the Chief Minister.

1. Question No. 22 asked by Shri Atiqul Islam.
2. Question No. 23 asked by Shri Atiqul Islam.

I call on Shri Atiqul Islam, Member to please call out the number of his question one after another. The answers to be given by the Minister concerned orally.

Shri Atiqul Islam :—Question No. 22.

Shri M. L. Bhowmick :–মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Question No. 22-এর reply দিচ্ছি।

QUESTION	REPLY
a) Whether there is any registration, classification & gradation of contractors who works under the P. W. D. in Tripura.	No.
b) If not whether such enlistment, classification and gradation is contemplated.	Yes.

Shri Atiqul Islam :—এটার উপর আমি সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন করছি।

Mr. Speaker :—Simply you are to ask, Supplementary question when I will give my permission.

Shri Atiqul Islam :—আচ্ছা, এই গ্রেডেশান লিষ্ট এতদিন করা হয়নি কেন জানতে পারি কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এই কাজের যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় সেটা এখনও করার সুযোগ হয়নি। এখন সেটা করা হচ্ছে এবং আশাকরি এখন ক্লাসিফিকেশন-এর কাজ হতে পারে।

শ্রী আতিকুল ইসলাম :—আচ্ছা, এই ক্লাসিফিকেশনের কাজ কবে হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

Shri M. L. Bhowmick :—As early as possible.

Mr. Speaker :—Next question

Shri Atiqul Islam :—Question No. 23.

Shri M. L. Bhowmick :—

QUESTION :

(a) What are the main Bridges to be constructed in Tripura during the Third Five Year Plan period ?

REPLY :

(a) The following are the Main Bridges which are expected to be constructed during the Third Five Year Plan period.

i) Bridge over river Howrah near Agartala.

ii) Bridge over river Gumti near Udaipur.

iii) Bridge over river Burima near Bishalgarh.

iv) Bridge over river Howrah on A.A. Road at Champaknagar.

v) Bridge over river Dhalai on A. A. Road.

vi) Bridge over river Kulai on A. A. Road.

vii) Bridge over river Juri on A. A. Road.

viii) Bridge over river Deo at Kumarghat, on Kumarghat — Kailashahar Road.

ix) Bridge over Muhury on Udaipur— Sabroom Road.

x) Bridge over river Khowai at Chebri on Teliamura— Khowai Road.

xi) Bridge over river Munu on Udaipur—Sabroom Road.

xii) Construction of S. P. T. Bridge over river Lowgong on Udaipur—Sabroom Road.

(b) What is the progress of construction in each of the case ?

(b) (i) Bridge over river Howrah is nearing completion and is expected to be open to traffic shortly.

(ii) Bridge over river Gumti near Udaipur has already been started.

(iii) & (iv) - Bridges over river Burima near Bishalgarh and river Howrah at Champaknagar have already been awarded to the Contractors and are expected to be started in the next working season.

(v) & (vi) - Tenders for bridges over rivers Dhalai and Kulai have been recalled as no tenders were received at first call.

(vii) to (ix) - Tenders are under consideration for acceptance.

(x) Detailed estimates and design prepared and sent to Ministry of Transport for their approval after which tenders will be called for award of work.

(xi) Detailed estimate is under preparation. Work is expected to be started during this plan period.

(xii) S. P. T. bridge over river Lowgong is nearing completion and is expected to be opened to traffic shortly.

(c) Whether the progress is considered to be satisfactory. (c) Yes.

(d) If not the reason therefor. (d) Does not arise.

Shri Atiqul Islam :— আমরা কি আশা করতে পারি যে during the Third Plan period এইগুলির কাজ হয়ে যাবে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—আমরা আশা করতে পারি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—Next Financial Year এ আমরা কি কি কাজ আশা করতে পারি ?

Shri Manindra Lal Bhowmick : - Current Financial year এর ভিতরে Bridge over river Howrah is expected to be completed and bridge over river Lowgong is expected to be completed in this financial year.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুর বিভাগে জলাইয়া যাওয়ার রাস্তায় গোমতী, কাকুলিয়া ঘাট—আর একটা আছে নূতন বাজারে। এই পুলগুলি দেশরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা কেন ধরা হলনা এটা কিছু বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :-মাননীয় সদস্যকে আমি বলতে পারি যে এটাআমাদের সরকারও গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং আমরা এই রোডগুলির এবং পুলগুলির কাজ শেষ করে ফেলতে পারব within this financial year.

Mr. Speaker :—Then we pass on to the next item. Next is Govt. Business (Financial).

To-day on the List of Business 5 Demands viz. Demand No. 25–Electricity Schemes, No. 38-Capital Outlay on Electricity Schemes, No 26 - Public Works (including roads) No. 39 – Capital Outlay on Public Works and No. 31 – Forest, are to be disposed of.

Members have received the list of business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Minister and the Cut Motions to be moved by the Members Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when I call a particular Demand and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the cut motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 25 and 38 i. e. Electricity Schemes and Capital Outlay on Electricity Schemes together and Demand Nos. 26 and 39 i. e. Public Works (including roads) and Capital Outlay on Public Works together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature. Of course at the time of putting the motions I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 25 and 38 i. e. Electricity Scheme and Capital Outlay on Electricity Schemes together.

11-15—11-30.

Shri Manindra Lal Bhowmick :—On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 17,58,400/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964 , be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 25 (Major Head 45—Electricity scheme).

On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 36,62,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965, in respect of Demand No. 38 (Major Head 101 Capital outlay on electricity Schemes).

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand নং ২৫এ যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুরীর জন্য পেশ করেছি সেটা হচ্ছে প্রভিশান ফর রানিং দি পাওয়ার হাউস। আমাদের এই যে একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ইলেকট্রিসিটি, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাক স্বাধীনতার যুগে, মহারাজার আমলে আগরতলায় সীমাবদ্ধ ছিল, এবং স্বাধীনতার পর আমরা সেই পাওয়ার হাউসকে অগমেণ্ট করে তার কেপাসিটি বাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আগরতলা ও আরও ৪টি সাব-ডিভিশানেল হেড কোয়ার্টারে পাওয়ার হাউস স্থাপন করেছি। বর্তমানে পাওয়ার হাউসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫টি এবং আমরা এই পাওয়ার হাউসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করব। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরও একটি ডিভিশানে খুলতে চাই এবং আমবাসা ও বগাফাতে ইলেকট্রিসিটি এক্সটেণ্ড করবার পরিকল্পনা নিয়েছি। এই খাতে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা আমি এখানে হাউসেব সামনে তুলে ধরেছি ও আমরা যে এই খাতে আয় করব সেটা এষ্টিমেটেড হয়েছে ১২ লক্ষ টাকায়। হয়ত আমাদের প্রফিট আরও বেশী দেখাতে পারতাম, কিন্তু ইলেকট্রিসিটির যে অরগানাইজেশান, গভর্ণমেণ্ট তাকে কমার্শিয়েল অর্গানাইজেশান আগে গণ্য করেছেন, কাজেই এর যে ডেপ্রিসিয়েশান অন মেশিনারী এবং ইনটারেষ্টের যে রেট ধরা হয়েছে সেটা expenditureএ ইনক্লুড করা হয়েছে, এদিকে আমাদের যে আয় হচ্ছে সেটা ব্যয়ের তুলনায় কম। এমন একদিন আসবে যখন আমরা চিপার রেটে ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করতে পারব। তখন আরও অনেক জায়গায় সুদূর পল্লী অঞ্চলেও ত্রিপুরাবাসী ইলেকট্রিসিটির সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন। আমাদের ইলেকট্রিসিটি খাতে যে কেপিট্যাল আউটলে তাতে ধরা হয়েছে ৩৬ লক্ষ ৬২ হাজার ব্যয় বরাদ্দ। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে আমাদের যে existing পাওয়ার হাউস আছে সেগুলি সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছি এবং আমরা ক্রমে ক্রমে শুধু সাব ডিভিশানেল হেডকোয়ার্টারে নয়, তার সন্নিহিত অঞ্চলেও বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করতে পারব। প্ল্যানিং কমিশন আমাদের বিদ্যুৎ যাতে ত্রিপুরার সুদূর পল্লীঅঞ্চলে সম্প্রসারিত হতে পারে তারজন্য ২১৫ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছেন এবং ইতিমধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকা ১৯৬৪-৬৫ সালে খরচ করবার জন্যও প্লেনিং কমিশন রেকমেণ্ড করেছেন এবং এটা খরচও হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে তার কাজের একসিকিউশানের জন্য প্রিলিমিনারি যে সারভে কাজ সেটাও সম্পন্ন হয়েছে এবং তাতে আমাদেব যে বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষমতা তাও আরও অনেক বেড়ে যাবে। existing পাওয়ার ষ্টেশানগুলি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ১৭২৮ কিলোওয়াট এবং ১৯৬৫-৬৬ সালের শেষে এই উৎপাদন ক্ষমতা ৩১২৮ কিলোওয়াট করতে আমরা সক্ষম হব। তা ছাড়া আমরা আরও সস্তায় বিদ্যুত সরবরাহ করার জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন আমাদের উমিয়াম [আসাম] হাইড্রোপ্রজেক্ট থেকে আমরা ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎ আনবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং সেই সংক্রান্ত সার্ভে কাজ…যদিও ধরা হয়েছে কিন্তু এখনও কমপ্লিটলি শেষ হয়নি। আমরা আশা করব আগামী বৎসর ত্রিপুরায় একাজ সম্পন্ন হবে। যদি আমরা আসামের বিদ্যুৎ ত্রিপুরায় আনতে সক্ষম হই এবং যখন ঠিক ঠিক ভাবে এটাকে রূপ দিতে পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে বৃহৎ সম্ভাবনা দেখা দেবে। বর্তমানে যে বিদ্যুতের খরচ তা অত্যন্ত বেশী; এই বিদ্যুত যখন আমরা আসামের উমিয়াম থেকে আনতে পারব তখন তার খরচ অত্যন্ত কম পড়বে যাতে করে বাতে সমস্ত দরিদ্র ত্রিপুরাবাসী তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরাতে যে শিল্পের প্রয়াস আমরা কচ্ছি সে সমস্ত শিল্প আরও ভালভাবে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্থাপিত হতে পারবে এবং তার দ্বারা যে ব্যবসায়ীরা আছে তারা অধিক লাভ করিতে সক্ষম হবেন এবং আমরা ত্রিপুরার প্রায় সমগ্র অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম

হব ; কাজেই এই খাতে আমি যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এই হাউসের নিকট রেখেছি আশা করি এটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণের দিকে নজর রেখে হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই দাবী গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Aghore Deb Barman.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ ; দিনের পর দিন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অবনতির পথে চলেছে। তা ছাড়া আমরা জানি, ত্রিপুরার মধ্যে চাষোপযোগী জমি খুব কম, কাজেই আজকে আমাদের জনসাধারণের জীবিকার মান, অর্থনৈতিক মান যদি উন্নত করতে হয় তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু সেই ইণ্ডাষ্ট্রি ত মুখের কথায় গড়ে উঠবে না, ভারী শিল্প করতে হলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন। ত্রিপুরাকে সামগ্রীক ভাবে শক্তিশালী, সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার কথা চিন্তা যদি আমরা করে থাকি তাহলে অতি সত্বর বৈদ্যুতিক শক্তিকে বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে, কারণ যদি কোন জায়গাতে আমরা যে কোন শিল্প গড়ে তুলতে চাই, যেমন পেপার ইণ্ডাষ্ট্রি বা বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্রি, সেখানেই বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন। এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি করা অন্ততঃ এই ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন। গত ৯ মাসের বাজেটে পরীক্ষামূলক হিসাবে ডুম্বুর খাতে ৪০ লক্ষ টাকার মত ধরা হয়েছিল, বর্ত্তমানে সে টাকার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। জানিনা সেই স্কীম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিনা। আজকে আসাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ আনার যে পরিকল্পনা আছে এটা যদি যথেষ্ট হয় ত্রিপুরার বিভিন্ন অগ্রগতির পক্ষে, তবে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু গত বৎসর ডুম্বুর পরিকল্পনার জন্য যে টাকা রাখা হয়েছিল সে টাকা কি হল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত আশা করব মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় আমাদের সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবেন। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে অনেক ছোট ছোট ছড়া, নদী, নালা ইত্যাদি রয়েছে, এই নদীগুলি থেকে ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন যায়গায় বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং তার ফলে জল সরবরাহ করাও হবে এবং বিভিন্ন এলাকার মধ্যে মধ্যে ফসল উৎপাদন কাজ করতে পারা যাবে। আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনার দিকে বেশী নজর না রেখে আমরা যদি এই দিকে বেশী নজর দেই তা হলে নিশ্চয় ত্রিপুরার জনসাধারণের উপকার হবে। ত্রিপুরার ছড়া ও নদীগুলির মধ্যে যদি বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় আমি আশাকরি দিনের পর দিন ত্রিপুরার জনসাধারণ এর উপর যে অর্থনৈতিক চাপ পড়ছে, দিনের পর দিন যে ভাবে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, মানুষকে কাজ আমরা দিতে পারছি না, শ্রম দান করেও মানুষ জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না তার একটা উপায় হবে। ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাতে হলে, ত্রিপুরার মানুষকে সুস্থ এবং সবল যদি রাখতে হয়, তবে ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার দরকার। ইণ্ডাষ্ট্রি যদি আমরা গড়ে তুলতে চাই তা হলে প্রথমেই দরকার বিদ্যুৎ। অতএব আমরা দেখছি এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ বাজেটে রাখা হয়েছে তাহা ত্রিপুরার প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট নয়। সেই দিকে অল্প নজর দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা আজ যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থার কথা চিন্তা করলে এই টাকার অঙ্ক এত কম যে ত্রিপুরার বিভিন্ন শিল্প এই টাকা দিয়ে গড়ে উঠবে এবং মানুষকে কাজ করার একটা সুযোগ সুবিধা

করে দিতে পারব এই কথা আমি মনে করতে পারি না। ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থার পরিপেক্ষিতে এই খাতে আমাদের ব্যয় বরাদ্দ বেশী রাখা দরকার। যাতে ত্রিপুরাকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেইট হিসাবে গড়ে তোলা যায় সে দিকে নজর দেওয়া দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Umesh Lal Singh.

শ্রীউমেশ লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নং ২৫ ·· Electricity Schemes and Demand No. 36—Capital outlay on Electricity Schemes এর জন্য যে টাকা বরাদ্দ চেয়েছন তা হল যথাক্রমে ১৭,৫৮,৪০০৲ টাকা এবং ৩৬,৬২,০০০৲। আমি মনে করি, এই যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাহা আমাদের কাজের পক্ষে যথোপযুক্ত হয়েছে এবং সে জন্যই আমি এই দুইটি ডিমাণ্ড সমর্থন করছি। বিদ্যুৎ সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য বলেছেন ত্রিপুরার মধ্যে শুধু আগরতলায় বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা মহারাজার আমল থেকেই ছিল, তা ঠিক, তবে সে সময়ে শুধু মহারাজার palace এবং নিকটবর্ত্তী বাজারে বিদ্যুত সরবরাহ হত, আগরতলা সহরের অনেক অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী বৎসরের পরিকল্পনার মাধ্যমে আগরতলার ইলেকট্রিক সাপলাই অনেক বাড়ানো হয়েছে। আমাদের সরকার গৃহে গৃহে যে বিদ্যুতের প্রয়োজন সে অনুসারে বিস্তারিত ব্যবস্থা করছেন। আমরা দেখতে পাই, সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন এবং ভবিষ্যতে যাহা করবেন বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা যদি কার্যকরী করা যায় তবে ত্রিপুরার অনেক অংশে বিদ্যুত সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এই পর্য্যন্ত ত্রিপুরার চারিটি মহকুমায় যথা ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর, খোয়াই এবং উদয়পুর বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়েছে এবং এই পর্য্যন্ত ৫টি কেন্দ্র হইতে প্রায় ২৬টি জায়গায় বিদ্যুত সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি। তা ছাড়া অরুন্ধতিনগর প্রতাপগড়, কুঞ্জবন, জিরাণীয়া, অভয়নগর, ইন্দ্রনগর প্রভৃতি জায়গায় এবং উদয়পুর, কাকড়াবন, তেলিয়ামুড়া প্রভৃতি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে আগরতলা হতে এবং আরো যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তাতে বগাফা এবং আমবাসায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বগাফা কেন্দ্র হতে। বগাফায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং আমি দেখেছি আমবাসায় বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এইদিক দিয়ে বলতে গেলে আমি দেখতে পাই যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য তাতে সময় লাগবে। কারণ আমাদের অসুবিধা অনেক, যোগাযোগের অসুবিধা, জিনিষ পত্র আমদানীর অসুবিধা প্রভৃতি। আর একটি কথা, বিদ্যুত সরবরাহের ব্যাপারে যেসব মেশিন দরকার হয় সে সব মেশিন বিদেশ থেকে আনতে হয়। এই মেশিনগুলি কোন কোন সময় একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। প্রাইভেট্ concerned থেকে ইলিক্ট্রিকের ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন জায়গায় হয়েছিল। যেমন চা বাগানগুলিতে তাহাদের নিজস্ব Dynamo দ্বারা তারা ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য সব চা বাগানে সে ব্যবস্থা নেই। বিলোনিয়াতেও এইরকম একটা প্রাইভেট concerned ইলেকট্রিক কোম্পানি করেছিল। বিলোনিয়ার জনসাধারণই এই ব্যবস্থা করে ছিল। অবশ্য ইহা বর্ত্তমানে অচল অবস্থায় পড়ে আছে। বিলোনিয়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরকার একটা পরিকল্পনা করেছেন সেটা হল বগাফাতে। electrification এর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ কর

হয়েছে তা কম নয়। এই স্কীমগুলি রূপায়িত করার পক্ষে তা যথেষ্ট হবে বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব জিনিষ পত্র ও টেক্‌নিকেলমেন দরকার আমাদের দেশে সচরাচর তা পাওয়া যায় না। আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যা বলেছেন—আমাদের দেশকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজড্‌ করতে গেলে যেমন বিদ্যুত দরকার আবার বিদ্যুত উৎপাদন বাড়াতে গেলেও যথেষ্ট সময়ের দরকার এবং সেটা করার মত লোকও চাই। আমাদের ডুম্বুর জলপ্রপাত হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আমাদের সামনে এনেছেন মাননীয় সদস্য। আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাই যে ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন। জলবিদ্যুত উৎপাদনের জন্য যেসব যন্ত্রপাতী ইত্যাদি দরকার তা আনতে গেলে যে রাস্তার দরকার সেই সব রাস্তা আমাদের এখানে কয়টা আছে। মাননীয় সদস্য নিজেই বলেছেন যে আমাদের ডুম্বুর পর্য্যন্ত রাস্তা নাই। সেখানে রাস্তা করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দিল্লী থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এখানে এসেছিলেন এবং তাঁরা দেখেছেন কিভাবে রাস্তার কাজ করা যাবে এবং সেই সব জায়গায় প্রারম্ভিক কার্য্যের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ডুম্বুর স্কীম পরিত্যক্ত হয়েছে এই কথা বলা হয় নাই। এই ডুম্বুর পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য যে সব আনুসঙ্গিক কার্য্যাবলি করার দরকার সেগুলি শেষ হলেই এই স্কিমের কার্য সুরু করা হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যেই করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এই জন্য আমাদের সার্ভে সুরু হয়েছে চোরাইবাড়ী থেকে আমাদের সার্ভের কাজ সুরু হয়েছে এবং এই কাজ শেষ হলেই আমাদের পরিকল্পনার কাজ সুরু হবে। উমিয়াম থেকে শিলং ৯ মাইল দূর। সেই দিক থেকে আনতে গেলে আমরা একটা তৈরী জিনিষ আমাদের ভিতরে পাব। তার সাহায্য নিয়ে আমাদের ডুম্বুরের কাজ ঠিকভাবে হতে পারে এবং তা হলে আমরা ইকনমিকেলী বেনিফিটেড্‌ হব। ডুম্বুর কাজ করতে গিয়ে যদি সময় নষ্ট হয়ে যায় সেটা ঠিক বাঞ্ছনীয় নয়। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং সেইজন্যই আমাদের উমিয়াম থেকে বিদ্যুত সরবরাহ আনার চেষ্টা চলছে। তাতে আমরা একটা তৈরী জিনিষ পাব এবং তাদের কাছ থেকে টেকনিকেল এক্‌সপার্ট নিয়ে আমাদের কাজ করা যেতে পারবে এবং তাতে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হব। তখন আমাদের বিদ্যুত সরবরাহের কোন অসুবিধা হবে না। গ্রামের জনসাধারণের যে বিদ্যুত প্রয়োজন হবে সেটাও আমরা সরবরাহ করতে পারব এবং সিঙ্গারবিল, কাকড়াবন, মেলাঘর এইসব গ্রামের জনসাধারণের বেশ একটা সংখ্যা বিদ্যুত এর সাহায্য পাবে এবং বিদ্যুত সংসারের কাজে লাগাতে পারবে। কেরোসিন থেকে বিদ্যুতের খরচ কম হবে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুত আমরা দিতে পারবো এবং তাতে গ্রামীণ জীবনের নানা কার্য্যকলাপের জন্যও গ্রামের লোক বিদ্যুত সরবরাহ পাবে। বিদ্যুত যে জনসাধারণের উপকারে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই সেইজন্য আমরা উমিয়ামের বিদ্যুত সরবরাহকে স্বাগত জানাতে পারি। ডুম্বুরের কাজও সেই সঙ্গে চলতে থাকবে। কিছুদিন পূর্বে মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে ডুম্বুরে যাওয়ার রাস্তা নেই। এই অবস্থায় ভারী ভারী যন্ত্রপাতীগুলি সেখানে পৌঁছাতে পারে কি করে? তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর, অমরপুর থেকে নূতনবাজার তার মধ্যে কয়েকটি পুলের দরকার এবং আগরতলা থেকে অমরপুর পর্য্যন্ত পৌঁছাতে গেলে আরো দুইটি পুলের দরকার। মোটমাট ছয়টি পুলের দরকার এবং এইগুলি করা হবে বলে সরকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। বাজেটে তারজন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্ত্তমানে অমরপুর থেকে নূতন বাজার যাওয়ার কোন পথ নাই। যাও আছে তাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রাস্তা

পায়ে হেটে যেতে হলে প্রায় ৬ মাইল। যে টুকু গ্রাম্য রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়ে আছে, সেখানেও বড় একটা লম্বা গাছ পেতে রাখা হয়েছে এবং তার উপর দিয়ে যেতে হয় এবং যে allignment করা হয়েছে সেটা যদি না হয় তাহলে ডুম্বুর যাওয়া সম্ভবপর হবে না। সেজন্য ডুম্বুরকে পরিত্যক্ত করার কথা আসে না। কিন্তু উমিয়াম থেকে যদি আমাদের আরও বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় তাহলে আমাদের সাব-ডিভিসনগুলিতে যেমন কমলপুর, অমরপুর, সোনামুড়া সাবরুম তার প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযোগ থাকতে পারে এবং এটা umium দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে এবং তাতে আমাদের উপকারই হবে অপকার কিছুই হবে না। ত্রিপুরার অধিবাসীরা যারা আছে তারা ভারতবাসী। আমাদের আসামের ভাইয়েরাও ভারতবাসী, সুতরাং ভারতবাসীদের অর্থ যখন আমরা পাচ্ছি তখন আসাম থেকে তাদের সাহায্য নিলে আমাদের কোন অসুবিধার কারণ নাই। সুতরাং তাদের সাথে হাত মিলিয়ে চলতেও আমাদের কোন বাধা নাই। এই বলেই আমি আমার আসন পরিগ্রহণ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

১১-৫০ মিঃ।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 25 Electricity schemes এর সঙ্গে Demand for grant No. 38 Capital Outlay on Electricity Scheme এখানে রাখা হয়েছে। প্রথমটিতে ১৭,৫৮ ৪০০ এবং দ্বিতীয়টিতে ৩৬,৬২,০০০ টাকার দাবী করা হয়েছে। তবে আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে এটা সবাই স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই এটা করা দরকার। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নাই। এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরাকে শিল্প সমৃদ্ধ করতে কতটুকু সাহায্য করবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আজকে যদি ত্রিপুরার অবস্থা চিন্তা করে পরিকল্পনা করা হত তাহলে এই টাকা বরাদ্দ হতে পারত না। আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল। এই বিদ্যুৎ সম্পর্কে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে আমি জানি না। তবে এই বিদ্যুৎ দ্বারা অনেক কাজ হতে পারে। এটা শুধু বাতি দিবার জন্য নয়। যদি খাদ্য উৎপাদন করতে হয় এবং নানা রকম উন্নয়ন মূলক কাজ করতে হয় তা হলে বিদ্যুৎ দরকার। এমন কি রেলগাড়ীও বিদ্যুতে চলে। আমবাসা বিলোনীয়া, উদয়পুর প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে Power house দেখিয়ে তারা বলছেন যে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ হয়েছে। এটা স্বীকার করি, কিন্তু যে গতিতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে সে গতিতে করলে আরও কত বৎসর যে লাগবে তা বলা যায় না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এটা তারা করেছেন। কিন্তু আজকে ৪র্থ পরিকল্পনায় প্রবেশ করব, অথচ মাত্র এই কয়টাকে করা হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি যে আগরতলা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য অনেকগুলি যন্ত্রপাতি আনা হয়েছিল কিন্তু টেকনিসিয়ানের অভাবে সেটা কাজে লাগান হয় নি। আজকে বিদ্যুৎ আমাদের সম্প্রসারণ করা দরকার, পল্লী অঞ্চলে এবং সহরাঞ্চলে বিস্তৃত করা দরকার। যদি আমাদের সেই ইচ্ছা থাকত তা হলে বাজেটে একটা বিদ্যুৎ এক্সপার্টকে বেতন দিয়ে বসিয়ে রাখতে পারিনা কেন। আমবাসায় একটা পরিকল্পনা ছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে মেজারমেণ্ট চলছে। এই বর্ষায় কতটুকু কাজ হবে সেটা ধারনা করা যায় না। একটা সামান্য সাব-সেণ্টারকে চালু করতেই যদি এতদিন লেগে যায় তাহলে ডুম্বুর পরিকল্পনা আমরা শীঘ্রই আশা করতে পারি না। কারণ উমিয়াম বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ আনার জন্য মেজারমেণ্ট চলছে চোরাইবাড়ীতে (আমি উমিয়াম বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুত আনার বিরোধীতা করি না)। কাজেই আমাদের বাজেট রচনার সময় এটা চিন্তা করা দরকার যে আমরা যাতে বিদ্যুত

পরিকল্পনা তাড়াতাড়ি করতে পারি। এই সাজেসান তারা পাল্টাবেন। আমরা হাউসে যাঁরা প্রতিনিধি আছি তারা যদি কেন্দ্রের কাছে দাবী করি তাহলে আমরা আরও বেশী পরিমাণে টাকা পেতে পারি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে যদি আমরা দাবী করি তাহলে এটা অপরাধ হবেনা। আমাদের মন্ত্রীমহাশয়েরা এটা করেন না বলেই এইরকম হয়েছে। কাজেই কতদিনে তারা এটা করতে পারবেন এ সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের পাথর ভাঙ্গা দরকার, এর জন্য বিদ্যুৎ থাকা প্রয়োজন। কৈলাশহর, খোয়াই, কমলপুর, ধর্ম্মনগর ইত্যাদি জায়গায় কাজের জন্য যে পাথর সরবরাহ করা হয়েছিল সেগুলি যদি আমরা তাড়াতাড়ি ভাংতে পারতাম তাহলে আমাদের কাজগুলি আরও দ্রুততর হত এবং সেজন্য বিদ্যুৎ দরকার। কাজেই ত্রিপুরাকে যদি আরও সমৃদ্ধিশালী করতে হয় তাহলে বিদ্যুৎ দরকার। সুতরাং যাতে আমরা আরও বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Gopesh Ranjan Deb

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসের সামনে demand No. 25 এবং demand No. 38এ যে ব্যয় বরাদ্দ এর দাবী করেছেন আমি তার সমর্থনে আমার কথা রাখছি। আমরা এই বাজেট আলোচনা করলে দেখতে পাই demand No. 25এ ১৭,৫৮,৪০০ টাকা ধরা হয়েছে। তাতে প্ল্যানে ৩,৩৮,৩০০ আর নন্ প্ল্যানে ১৪,২০,১০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং demand No. 38 এ Capital Outlay on Electricity Schemeএ প্ল্যানে ১১,৬২,০০০ এবং নন্‌প্ল্যানে ২৫,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ইলেক্ট্রিসিটি রিসিট আমরা যা' পাচ্ছি তা আমরা দেখি যে একবারে কম নয় এবং চিন্তা করে যদি আমরা দেখি তাহলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। আমরা জানি এবং মাননীয় পূর্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে একমাত্র আগরতলায়ই বিদ্যুৎ ছিল এবং এখন আমবাসা, বগাফাতে সেগুলি হয়েছে এবং ডিভিশনাল টাউনগুলিতে যথাসময়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আগরতলায়ও বাড়ানো হয়েছে, রাধানগর থেকে অরুন্ধুতিনগর পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ধর্ম্মনগর, কৈলাশহর এবং কুমারঘাটে লাইন হয়েছে। সেই লাইনটা কোন্‌দিক থেকে আসছে জানিনা। আশা করি আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী সে দিকে একটু দৃষ্টি দেবেন। তহশীল অফিসে, থানা, ফরেষ্ট অফিসে এবং কোন কোন বাজারে কোন কিছু হয়নি। আমি আশা করছি, তাছাড়া আমরা দেখেছি, উদয়পুর সাবডিভিশনেও উদয়পুরে ইলেক্ট্রিসিটি ষ্টেশন খোলা হয়েছে এবং তেলিয়ামুড়া, জামনগর, রানীরবাজার, মোহনপুর, নরসিংগড় ইত্যাদি স্থানেও ইলেক্ট্রিসিটি খোলা হয়েছে। আমবাসাতেও যে লাইন খোলা হচ্ছে সেখানে অমরপুর পর্য্যন্ত লাইন খোলার কথা বলা হয়েছে।

আজকে একথা বিরোধী দলের সদস্যগণও অবশ্য স্বীকার করছেন যে বিদ্যুতের কাজ কিছু কিছু হয়েছে। আরও হওয়া দরকার। যে টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে তা কম ইত্যাদি কথা বলেছেন। কিন্তু এই খাতে তার জন্য কত টাকা রাখা উচিৎ ছিল? সে কথা তারা বলেননি সে দিক থেকে একটু আলোকপাত করলে খুশী হতাম। বিদ্যুত সম্প্রসারণের দাবী কে করছেনা, সবাই করছে। আমরা পরিকল্পনা যেটা করি সেটা জনসাধারণকে নিয়ে হাটেবাজারে বসে করব সেটা কিরকম যুক্তি বুঝিনা। টেকনিশিয়ান যারা

আছেন তারাই পরিকল্পনা করেন কাজেই এই যে বক্তব্য এটা যুক্তিসংগত নয়। আমরা দেখতে পাই আরও বলা হয়েছে ইলেকট্রিসিটি ষ্টেশন খুলে শুধু বাড়ীতে বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আলো জ্বালালেই চলবেনা ইণ্ডাষ্ট্রিও গড়ে তুলতে হবে। এটা সত্য কথা। তার জন্য আমরা যত কম খরচে ইলেক্‌ট্রিসিটি আনতে পারি তার চেষ্টা করছি। আসাম থেকে বিদ্যুত শক্তি আনলে পরে Cheapest rate এ আমরা বিদ্যুত সরবরাহ করতে পারব বলেই আমি মনে করি। যে ৫টি বিদ্যুত ষ্টেশান করা হয়েছে তার থেকে ইণ্ডাষ্ট্রির কাজ হচ্ছে না তা নয় ছোট ছোট মিলগুলি যথা রাইস মিল, flour মিল, মটর পার্টস মেশিনারীর মেকানিজম-এর কাজ যে চলছে তা ইলেক্‌ট্রিসিটির দ্বারাই চলছে। ইলেক্‌ট্রিসিটি দ্বারা কাজকে যাতে easy করা যায় এবং কাজকে minimise করা যায় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তারা যদি ধৈর্য্য ধরে অনুগ্রহ করে বাজেটটি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যে Capital outlay কাজ নেওয়া স্থির হয়েছে এবং বিলনিয়া, শান্তিরবাজার, সাব্রুম ইত্যাদি জায়গার জন্য ২ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আর একটা মোটা টাকা ধরা হয়েছে Extension from Jolaibari to Agartala তার জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৬ শত টাকা। আমরা আজ প্রায় ২৬টি জায়গাতে ইলেক্‌ট্রিসিটি দিতে পেরেছি আমাদের target ছিল Five Year Plan এ ৪টি বিদ্যুত কেন্দ্র খোলা সেটা আমরা করেছি এবং নূতন ষ্টেশানগুলি যে খুলেছি আশাকরি এইগুলি চালু হয়ে গেলে আরও অধিক সংখ্যক rural areaতে ইলেক্‌ট্রিসিটি সাপ্লাই করতে পারব। কাজেই আমি এই Demand এর উপর আমার সমর্থন জানিয়ে আমার আসন গ্রহণ করছি।

শ্রীসুব্রা আহ্‌মদ্‌:—ইলেকট্রিসিটি বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে আমি একথা বলতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে কলকারখানা আছে তার উন্নয়নমূলক দিক দিয়ে এবং সেই বিদ্যুত সরবরাহের দিক দিয়ে আমরা এই ১৫ বৎসরে খুব মন্থর গতিতে চলেছি। কোন কোন সদস্য এখানে বলতে যেয়ে বলছেন যে মহারাজার আমলে মাত্র ১টি ডিভিশানে বিদ্যুত কেন্দ্র ছিল এবং এখন স্বাধীনতা পাওয়ার পর আরও ৪টি ডিভিশনে বিদ্যুত কেন্দ্র খোলা হয়েছে, তাহলে আমি একথাই বলব যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ত্রিপুরা রাজ্যের যে অনুন্নত অবস্থা তার দিকে লক্ষ্য না রেখে পরিচালকমণ্ডলী পরিকল্পনা রূপায়ণ মনোযোগ সহকারে করেননি এবং যে পরিকল্পনার কাজ রূপায়িত করার জন্য যতটুকু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ছিল সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি এবং সে ভাবে লক্ষ্য না রাখাতে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিকল্পনাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী হয়নি সুতরাং অন্যান্য রাজ্য যে ভাবে দ্রুত গতিতে বিভিন্ন কলকারখানায় ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে সে ভাবে হয় নি। যেটা হয়েছে সেটা অন্য রাজ্যের তুলনায় অতি নগণ্য এবং হয়নি বললেই চলে কারণ বিভিন্ন শিল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের অনুন্নত ত্রিপুরা রাজ্যকে যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করতে হয় প্রথমে ইলেকট্রিসিটির উন্নতির কাজটা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং সে ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের চাহিদা কত এবং কি ভাবে সেটা আমাদের মেটাতে হবে তা করতে হলে আমাদের কত উৎপাদন করা প্রয়োজন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভিত্তিতে একটা টারগেট থাকা প্রয়োজন। শুধু পরিকল্পনা করলেই হয় না, সেই পরিকল্পনাকে কার্য্যে রূপায়িত করার জন্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সে ভাবে করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং সেটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের চাহিদার ভিত্তিতে করা হচ্ছে কিনা এটাই

আমার জিজ্ঞাসা। অনেক সদস্য দেখিয়েছেন অনেক ডিভিশান হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রয়োজন অনুপাতে হয়েছে কিনা এবং সে ভাবে কাজকে রূপায়িত করার জন্য প্লান প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে কিনা। না শুধু শান্তির বাজার এবং বগাফাতে করা হয়েছে বলে নিজের আত্ম সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেম। কি আমি আজকে জানতে চাই কতদিনের মধ্যে এই কাজ হবে এবং তার জন্য কি ভাবে প্লান প্রোগ্রাম করা হয়েছে। এই কাজকে রূপ দিতে গেলে অনেক রকম প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। তার জন্য কাজ করার লোক চাই। সে ভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন কিনা, তা না হলে শুধু পরিকল্পনা করলাম, ঘেরা তার করলাম, কাজ চলল না। তা হলে একটি, দুইটি, তিনটি পরিকল্পনা কেন, তিন চারটি পরিকল্পনা করলেও সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজন মিটবে কিনা সেই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। তার জন্য আমি স্বীকার মাধ্যমে অনুরোধ রাখব ঠিক ঠিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুত সম্প্রসারিত করার জন্য পরিকল্পনা যাতে করা হয়। প্রত্যেক জায়গায় ডিভিশানেল হেড কোয়ার্টারে এবং যেখানে শিল্প গড়ে তুলবার প্রয়োজন, তার দিকে লক্ষ্য রেখে ইলেকট্রিসিটি সেন্টার খোলা প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা যখন জনসাধারণের ইলেকট্রিসিটির অভাবের কথা বলি তখন সরকার তরফ থেকে শুনতে পাই অনেকে ডুম্বুরকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলে থাকেন এটা শেষ হলে পরে জনসাধারণের অভাব দূর করা যাবে এবং সেই ভেবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ডুম্বুর পরিকল্পনা প্রথম হতেই চালু করতে হবে এবং সেই ডুম্বুর পরিকল্পনার কাজ করতে যদি হয় তাহলে সেরকম পরিকল্পনা নিতে হবে যদি পরিকল্পনা সেভাবে না করে অযথা সেখানকার মানুষকে বাজেটের কথা বলে লোক দেখানো, লোক ভুলানো কাজ করা হয় তাহলে জনসাধারণের মনে এই ধারণাই হবে যে ত্রিপুরা সরকারের সমৃদ্ধশালী মনোবৃত্তি, চেতনা, চিন্তাধারার অভাব আছে। আজ ১৫ বৎসর চলেছে আমরা শুধু জনসাধারণকে ভুলিয়ে রেখেছি। কাজেই আমি অনুরোধ করব ডুম্বুর পরিকল্পনা যাতে গ্রহণ করা যেতে পারে তার যথোচিত ব্যবস্থা করা দরকার। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Rajkumar Kamaljit Singh.

শ্রীকমলজিত সিংহ :— Hon'ble Speaker, Sir আজকে আমাদের হাউসে মাননীয় উপমন্ত্রী ইলেকট্রিসিটি ডিমাণ্ড নং ২৫ এবং Capital outlay on Electricity Schemes Demand No. 38 ব্যয় বরাদ্দ-এর যে দাবী রেখেছেন, তাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমার বিরোধী পক্ষের সদস্যবর্গ যুক্তির অবতারনা করেছেন যে বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় ঠিক হয়নি; তার আমি বিরোধীতা করছি এই কারণে যে ইলেকট্রিসিটি যে স্কীম, সেটা হচ্ছে Technical affairs; ইলেকট্রিফিকেশান-এর যে কাজ সেজন্য ম্যান এণ্ড ম্যাটেরিয়েল এর দরকার এবং এইগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে অভাব আছে। সমস্ত ম্যাটেরিয়েল বাইরে থেকে আনতে হবে সুধু ভারতবর্ষই নয় ভারতবর্ষের বাহির থেকেও আনতে হয় এবং টেকনিসিয়ানের জন্যও অন্যের সরণাপন্ন হতে হয়; যদিও এখানকার স্থানীয় লোকদের ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে ১৯৫২ সালে যা ছিল আজকে তা বেড়ে গিয়ে ১৭২৮ কিলো ওয়াট দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০-৬৪ সালে তার ডাবল করতে চেষ্টা করছি। বিরোধীদলের সদস্যরা বলেছেন যে ইলেকট্রিফিকেশানের সম্প্রসারণ টেকনিসিয়ানের অভাবে অগ্রসর হচ্ছেনা—ডুম্বুর পরিকল্পনা

নেওয়া হয় নি। বাজেটে ইত্যাদি আসামের উমিয়াম পরিকল্পনা অনেক দেরী হয়ে গেল নানা কথা বলছেন। কিন্তু ১ বছর অন্তর অন্তর সেখানে গেলেন আর এসে বললেন কিছু কাজ হয়নি। কিন্তু এই কাজ করতে গেলে অর্থাৎ ডুম্বুর পরিকল্পনার কাজ করতে গেলে শুধু মাত্র ইনভেষ্টিগেশানের জন্যই কত বছর লাগবে তার ঠিক নেই। তদুপরি ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাঘাটও এই ব্যপারে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে; তার উপর ডুম্বুর থেকে কত হাজার কিলোওয়াট প্রডাক্শান হবে কত কোটি টাকা তার জন্য ব্যয়িত হবে সে টাকা ত্রিপুরা রাজ্যে consume করতে পারবে কিনা ইত্যাদি ইনভেস্টিগেট করার প্রয়োজন আছে এবং সময় সাপেক্ষ। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ আর অপেক্ষা করতে পারেনা। অতএব সত্বর ইলেক্ট্রিফিকেশান করা চাই। তার জন্য আসাম থেকে অর্থাৎ উমিয়াম থেকে ইলেকট্রিসিটি আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে বিদ্যুত সরবরাহ করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারে না, সেইজন্য জেনারেটিং ইঞ্জিনের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজও সুরু হয়েছে। মাননীয় সদস্যবর্গ যদি আমাদের বাজেটের দিকে লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন যে ১৯৬৪-৬৫ সালের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ ঠিকমত চলতে পারবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য শুধু ইঞ্জিন instalation করলেই চলবে না সেই ইঞ্জিনকে শক্তিশালী করে তার কাজ সম্প্রসারণ করতে হবে। যেমন আমাদের আগরতলাতে যে ইঞ্জিন বসানো হয়েছে সেই ইঞ্জিনকে সম্প্রসারণ করে আমরা তেলিয়ামুড়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছি। তেলিয়ামুড়াতে কোন ইঞ্জিন বসানো হয় নি বা কোন জেনারেটিং সেট নেই। আগরতলায় হাই পাওয়ার ইঞ্জিন বসিয়ে আমরা তেলিয়ামুড়া এবং নরসিংগর পর্য্যন্ত পাওয়ার সাপ্লাই করছি। আগরতলায় যে ইঞ্জিনটা আছে সেই ইঞ্জিনটার কেপাসিটি আরো বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইণ্ডাষ্ট্রিতে যে কম্পিটিশন চলছে তাতে জেনারেটিং সেট থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তাহার খরচ বেশী। তাই Natural resource থেকে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। সেইজন্যই আমাদের এই ডুম্বুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং বর্ত্তমানে যাতে অল্প খরচে আমরা বিদ্যুৎ পেতে পারি তার জন্য আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে আমরা আসামের ওমিয়াম থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা করছি; যাতে এই লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ সেখান থেকে আনা যায় তার জন্য আমরা টাকা বরাদ্দ রেখেছি। সেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ আসলে বর্ত্তমানে আমাদের আগরতলা জেনারেটিং সেট থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে কম খরচ পরবে। হাইড্রোইলেক্ট্রিকের যে খরচ তাহা আমাদের এই জেনারেটিং সেটে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে তাহা হইতে অনেক কম হবে। তার ফলে আমাদের দেশে Industry grow করবে। কারণ বিদ্যুতের খরচ সেই অনুপাতে অনেক কম পড়বে। সেইজন্যই হাইড্রোইলেক্ট্রিক আসামের ওমিয়াম থেকে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের যে ডুম্বুর পরিকল্পনা রয়েছে তাহার কাজ শেষ হতে সময় লাগবে এবং সেটাকে কার্য্যে রূপায়িত করতে আমাদের অনেক সময় লাগবে অথচ আমরা যদি ওমিয়াম থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ আনি তা হলে আমাদের Industryর কাজ ২।৩ বৎসর এগিয়ে চলবে এবং তাতে আমরা লাভবান হব। মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যবর্গ বলেছেন যে সরকার বাইরে থেকে টেক্নিসিয়ান এনে কাজ করান এবং তাতে অনেক টাকা খরচ হয় তার চেয়ে একজন দুইজন টেক্নিসিয়ান আমাদের এখানে রাখলেই চলে। কিন্তু আমি বলব যে

যখন কার্যে কোন বিশেষ প্রয়োজন হয় তখন বাইরে থেকে টেক্‌নিসিয়ান আনতে হয় বই কি। মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যবর্গ যে দলে আছে সেই দলের মধ্যে যখন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা কি বাইরের এক্সপার্ট এনে তাঁহাদের দলের সেই সঙ্কটের অবসান করেন না? সরকারেরও যখন দরকার হয় তখন বাইরে থেকে এক্সপার্ট এনে সেই কাজ সেরে নিতে হয়। যখন স্থানীয় টেক্‌নিসিয়ানরা সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না তখনই বাইরে থেকে টেক্‌নিসিয়ান আনতে হয় সেই particular কাজটা শেষ করার জন্য। সেই জায়গায় সব সময়ের জন্য টেক্‌নিসিয়ান রেখে সারা বৎসর খাওয়ানোর কি অর্থ হয়। মাননীয় সদস্যদের আমি জিজ্ঞাসা করি তারা কি তাঁহাদের দলীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বাইরে থেকে এক্সপার্ট এনে অন্ততঃ এক দুই দিনের জন্য হলেও তাঁহাদের সমস্যার সমাধান করেন না? সেই জায়গায় দুই একজন টেক্‌নিসিয়ান রেখে সারা বৎসর বসিয়ে খাওয়ানোর জন্য অকাতরে টাকা খরচ করার কি মানে হয়। অথচ তাঁরা আবার বলবেন মাথাভাড়ী শাসন। চোয়াইবাড়ীর বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্য্য সম্পর্কে গত বাজেট সেসনে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে কার্য্য সমাধা হবে। সেইখানের জনসাধারণের বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে আর কতদিন লাগবে। আমি বলছি যে সেইখানে কাজ সুরু হয়ে গেছে সেই কাজ শেষ হলেই জনসাধারণ বিদ্যুৎ সরবরাহ পাবে। তারপর বিরোধীপক্ষের সদস্য বলেছেন যে পাথর বাইরে থেকে আনা হয়, পাথর তো এখানে production হয়। আমি বুঝতে পারলাম না বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে পাথরের কি সম্পর্ক থাকতে পারে। পাথর ভাঙ্গার জন্য ইঞ্জিন বসাতে হয় এবং সেই ইঞ্জিন ইলেক্‌ট্রিকের সাহায্যে চলতে পারে। অতএব বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে পাথর ভাঙ্গার অসুবিধা হয়। অতএব বিরোধীপক্ষের সদস্যবর্গের এই কথাগুলি যুক্তিসংগত নয় এবং আমি মূল প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

১২-৩০ মিঃ

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়ে গিয়েছে তাই আমি আর বেশী আলোচনা করতে চাই না। আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই বিষয়ে যে আমরা যে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাই তাহা দেওয়ার কথা ৩২০ voltage কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যা পাই তাহা ৪০ থেকে ১২০ voltage এর বেশী হবে না, তার ফলে আমাদের আলো কম হয়, ফ্যানগুলি ঠিকমত ঘুরে না। তাতে আমাদের ক্ষতি হয়, কোন লাভ হয় না। কারণ বিদ্যুৎ consumption যাহা হওয়ার তাহা ঠিকই হয় অথচ আমরা আলো পাই কম। তাই ঠিক ঠিক ভাবে যাতে আমরা ৩২০ voltage, যাহা দেওয়ার কথা তাহা যেন fully সাপ্লাই হয় তাহার যেন ব্যবস্থা করা হয়, তা না হলে আমাদের কোন লাভ হয় না। এইটা হল একটা দিক আর একটা দিক হল বিদ্যুৎ সাপ্লাই প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে যায়। যেমন পূজার সময়ে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল। এটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার নিকট যে খবর আছে —রাণীর বাজারে ব্যবসায়ীরা সব বলছেন যে এত কষ্ট করে টাকা পয়সা খরচ করে আমরা লাইট নিলাম, আমাদের ধানের কল আছে, গমের কল আছে, হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় আর আমাদের ধানের কলগুলি বন্ধ হয়ে থাকে এবং তাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। তারপর আমাদের এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যে চার্জ নেওয়া হয় আট আনা পার

ইউনিট তা অত্যন্ত বেশী, কোথায়ও এত বেশী চার্জ নেই। সেইদিকটায় আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তারপর আমার নিকট ইন্‌ফরমেশন আছে যে অনেক লোক লাইট পাওয়ার জন্য আবেদন করেও লাইট পায় না। তাদের আবেদন মঞ্জুর করে তাহাদের লাইট দেওয়া দরকার। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Minister to give his reply.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার যে Demand No. 25 আছে তাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে যার মঞ্জুরীর জন্য হাউসের সামনে আনা হয়েছে সেইটি হল ত্রিপুরার পাঁচটা পাওয়ার ষ্টেশন চালু আছে, এইগুলির পরিচালনা করার জন্য। এই ব্যাপারে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী সেইটা আমি মনে করি যুক্তিসঙ্গত। এই পাঁচটা ষ্টেশন করেই আমরা বন্ধ রাখছি না, ক্রমেই এই বিদ্যুৎ সরবরাহ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রসারণ করবার জন্য চেষ্টা করছি। এই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ইহা মন্থর গতিতে চলছে। সেইটা আমি অস্বীকার করছি না। আমাদের সমস্ত কাজ পরিকল্পনার মাধ্যমে চলছে। মাননীয় সদস্যদের মধ্যে সকলেই জানেন যে এই বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে চলছে। আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের যে লক্ষ্য ছিল সেইটি হল এখানকার ৪০টি জায়গার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারণ করা। তার মধ্যে এই পর্যন্ত ২৩টি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্য সমাধা হয়েছে। আমরা আশা করছি যে আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনার যে লক্ষ্য, ৪০টি জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারণ করা, সেই লক্ষ্যে আমরা পেঁছিতে পারব। তবে এই পর্যন্ত যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে তা domestic purposeএ। ব্যবসায়ীরা শিল্প ক্ষেত্রে এবং কৃষকরা এই বিদ্যুৎ সরবরাহের দ্বারা বেশী লাভবান হবেন না। তবে আমি একথাও বলব যে কৃষি ব্যবস্থার দরকার, তা ছাড়া কোন দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত হতে পারে না। সেইজন্য আমাদের সরকার চিন্তা করছেন কি করে অল্প খরচে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে যাতে কৃষকরা এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরাও বিদ্যুৎ পেতে পারে। এইসব পরিকল্পনাগুলি মন্ত্রীরা করে না। Planning Commission আছে এবং সেইজন্য এক্সপার্ট আছে তাঁরাই এই পরিকল্পনাগুলি তৈরী করে দেন। বিদ্যুৎ পরিকল্পনার যে কাজ সেটাও এক্সপার্টরা তৈরী করে দিয়েছেন, তাদের দ্বারাই ইহা রচিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ পরিকল্পনার যে কাজ চলছে যে কাজ আমরা ত্রিপুরাতে করছি এবং করতে যাচ্ছি সে পরিকল্পনা রচিত হয়েছে by the experts। কাজেই যাঁরা ভাবেন যে এই সমস্ত পরিকল্পনার কাজ যারা laymen তারা করছেন তাহলে আমি বলব যে তারা ভুল করছেন। কারণ আমরা জানি টেক্‌নিক্যাল পার্সোন্যালরাই করছেন। পরিকল্পনা কমিশনে যাঁরা আছেন তাঁরা এক্সপার্টস এবং এখানে আমরা যাঁদের দ্বারা একজিকিউট করছি তাঁরাও এক্সপার্টস। আমার Demand No. 38, সেই Demand হচ্ছে যে সমস্ত schemeর জন্য যা আমরা ত্রিপুরাতে করতে যাচ্ছি। আমর এই খাতে যে টাকা ধরেছি সেটা অত্যন্ত অল্প, আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যুক্তিসঙ্গত হয়নি বলে আমাদের কোন কোন সদস্য আপত্তি করেছেন। তবে আমি বলব যে এটা যুক্তিসঙ্গত। আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি সেই কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পারব কিনা সেটা হচ্ছে বিচার্য্য। কিন্তু আমাদের সমস্ত কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করার সময় নেই। আমরা পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হব। এখানে যে

বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে সেটার রেট বাস্তবিকই হাই। এর দ্বারা ব্যবসায়ী বা কৃষক কেহই লাভবান হতে পারে না। এইজন্য আমরা আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনবার চেষ্টা করছি। তবে এই বৎসরেই আনা সম্ভব নয় কারণ এই সমস্ত কাজও থ্রু একস্‌পার্টস করতে হয়। এক্সপার্ট ত্রিপুরাতে যে কম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমাদের কাজ চালাবার মত এক্সপার্টস ত্রিপুরাতে আছে। তবে সমস্ত রাজ্যের কাজ একসাথে চালাতে চাইলে এক্সপার্টস আমাদের কম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তার মধ্যে আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনবার কাজ যাতে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় তার দিকে আমরা দৃষ্টি রাখব। আর ডুম্বুর পরিকল্পনার কাজ স্থগিত রয়েছে কিনা আমাদের কোন এক সদস্য প্রশ্ন করেছেন। আমি বলব সেটা স্থগিত হয়নি। সেটার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং দিল্লির কর্তৃপক্ষ সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে এবং মোটামুটিভাবে সেটা তাঁরা মঞ্জুরী করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। এবং এটার জন্য সরকার প্রাথমিক কাজ যথাসম্ভব আরম্ভ করবেন। মাননীয় সদস্য ইসলাম বলেছেন আগরতলায় ইলেক্‌ট্রিক লাইট অনেক বাড়ীতে যাচ্ছে না, আমরা দিতে পারছিনা। সে সম্বন্ধে আমি দেখব যারা নাকি প্রার্থী তারা যাতে তাদের বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই পান সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। তারপর তিনি বলেছেন ৩২০ ভোল্টের বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা। সেটা দেওয়া হচ্ছে না। সে বিষয়ে আমি দেখব। তারপর রাণীর বাজারে লাইট বন্ধ হয়ে যায়, কলকারখানা বন্ধ থাকে, দোকানে আলো থাকে না। সেটা হতে পারে কারণ শহরেই আমি থাকি এবং এখানে দেখি যে মাঝে মাঝে আলো বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণটা আমি খোঁজ করে দেখব। মাননীয় সদস্য বলেছেন শুধু ইলেক্‌ট্রিসিটি নয় সব কাজ আমাদের লোক দেখানো বা লোক ভুলানো। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যারা ব্যবহার করে তারা কি একথা বলছেন যে লাইট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা লোক দেখানো? রাস্তায় যে আলো দেওয়া হয় সেটাও কি তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না? সেটা কি লোক দেখানো আলো? সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। তার কি অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। তিনি কি অর্থে বলেছেন। কাজেই অভিযোগের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমরা এগিয়ে চলেছি ইলেকট্রিসিটি কাজে এবং ত্রিপুরার জনসাধারণ উপকার পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে যখনি আমরা ত্রিপুরার শিল্পগুলিকে এবং ত্রিপুরার লোকদিগকে ইলেক্‌ট্রিসিটি দিতে পারব তখনি এটা সার্থক হবে বলে মনে করব। কারণ কোন দেশই শিল্প ছাড়া উন্নত হতে পারে না। কাজেই এই দাবী বাবতে যে অর্থ মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে আশা করি হাউস তা গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— The discussion on Demand for Grant No. 25 Major Head-45 -Electricity Schemes is closed. I would now put the motion to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 17,58,400/-, (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 25-Electricity Schemes.

As many as are of that opinion will please say Ayes. (Voices :- Ayes). As many as of contrary opinion will please say Noes. (No Voice). Ayes have it, Ayes have it.

I now put to vote the Demand No. 38 - Major Head 101 — Capital Outlay on Electricity Schemes.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 36,62,000/-, (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 38 - Capital Outlay on Electricity Schemes.

As many as of that opinion will please say Ayes. (Voices :-- Ayes). As many as of contrary opinion will please say Noes. (No voice). Ayes have it, Ayes have it.

I would now pass on to the next item. I would call on the Hon'ble Minister to move his motion for Demand No. 26 & 39 together viz. Demand For Grant No. 26 - Public Works (including roads) and Demand For Grant No. 39 - Capital Outlay on Public Works.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসে ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নং ২৬ এবং ৩৯ মোভ করছি —

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,38,65,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 26 Public Works (including roads).

তারপর আমার ডিমাণ্ড নং ৩৯ পেশ করছি মেজর হেড ১০৩।

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,95,00,000/-, (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 39—Capital Outlay on Public Works.

১২-৪৫

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার ডিমাণ্ড নং ২৬ আমি পাবলিক ওয়ার্কস (ইনক্লুডিং রোড্স) খাতে ২কোটি ৩৮লক্ষ ৬৫হাজার ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসেপেশ করছি এই দাবী অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কারণ ত্রিপুরার যে সমস্ত পাবলিক ওয়ার্কস এ বছর হবে এবং রাস্তা সমেত যে টাকার প্রয়োজন রয়েছে সে প্রয়োজনের তুলনায় সেটা যুক্তিসংগত। ত্রিপুরাতে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট যে সমস্ত কার্য্য করেছে সেটা শুধু কেবল রাস্তাঘাট বাড়ীঘর তৈয়ারী করার জন্য নয়। এই সমস্ত

রাস্তাঘাট তৈয়ারী করতে গেলে পরে যে সমস্ত টুলস্, প্লেন্টস্ ইত্যাদি প্রয়োজন এবং ষ্টক্ করা প্রয়োজন তার দাবীও এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। আমরা ত্রিপুরাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে যে কতকটা উন্নতি করেছি সেটা যদি পূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারি। অবশ্য আমাদের বিরোধীদলের সদস্যগণ একথা প্রায়ই বলে থাকেন যে আমরা সবসময়ই বলে থাকি স্বাধীনতার পূর্ব্বে কি ছিল এখন কি হয়েছে। একথা আমরা নিশ্চয়ই বলব আমরা কতখানি অগ্রসর হচ্ছি তা যদি দেখাতে চাই তাহলে পূর্ব্বের সংগে তুলনা করতে হয় এবং তার কংক্রীট ষ্টেটমেন্ট হাউসে দিতে হয়। তুলনামূলক বিচার করার জন্য, পূর্ব্বের অবস্থা কি ছিল এবং কি হয়েছে তার জন্যই আমি এখানে তা একটু সংক্ষেপে বলব। মহারাজার আমলে আমরা দেখেছি যে এক সাব-ডিভিশান থেকে আরেক সাব-ডিভিশানে যেতে হলে তখন একমাত্র পথ ছিল আসাম রেলওয়ে লাইন যেটা বর্ত্তমানে পাকিস্তানে পড়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে এক সাব-ডিভিশান থেকে লোক আরেক সাব-ডিভিশানে রেলগাড়ী দিয়ে যেতেন এবং রেলগাড়ী পর্য্যন্ত পেঁছিতে যে রাস্তার দরকার সে রাস্তা অনেক সাব-ডিভিশনেই ছিল না। অনেক সময় সামান্য কতটুকু রাস্তা যা রাজ্যের ভিতর ছিল, সেই রাস্তা হল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার রাস্তা, আগরতলা হয়ে কিছুটা অঞ্চলে এই রাস্তা ছিল, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না। মহারাজার ষ্টেটের রাস্তা ছিল এবং আরেকটি ছিল জমিদারী ষ্টেটের রাস্তা। এই রাস্তা মোটামুটি ভাল ছিল কারণ এই রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া ছিল না। কৈলাসহরের সমস্ত রাস্তাই ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার রাস্তা এবং সেই রাস্তা ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা। ঠিক তেমন অনেক সাব-ডিভিশানে আমাদের রাজ্যের যে রাস্তা ছিল, ইহার নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশানে যাওয়ার মত অবস্থা ছিল না। কাজেই আমরা ছিলাম পর নির্ভরশীল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না। দেশ বিভাগের পর মাননীয় সদস্যরা সে অবস্থার কথা জানেন পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার সংগে সংগে দেখা গেল আমাদের যে একটিমাত্র রাস্তা সেটা পাকিস্তানের অন্তভূক্ত হয়ে গেল। আর এখানে গোযানের সাহায্যে সিঙ্গারবিল হয়ে আগরতলা দিয়ে বিভিন্ন যায়গার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হত। যুদ্ধের সময় সিঙ্গারবিলে এরোড্রোম সংস্থাপিত হয়। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র আসত। সে সমস্ত পরিবহনে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হল। পাকিস্তান সরকার খামখেয়ালী মত আমাদের পারমিট দিতেন তার ফলে কি অবস্থা আমাদের দাঁড়িয়েছিল মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন। সে অবস্থায় রেষ্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে কোন প্রকার যোগাযোগ আমাদের ছিল না। তখন সেই অবস্থাতে কয়েকটা বিমান ঘাটি দাঁড় করান হয় সেটার একটা হচ্ছে কমলপুরে এবং আরেকটি হচ্ছে কৈলাসহরে। তারপর ১৯৫২-৫৩ সনে আমাদের আসাম আগরতলা রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়। তার কারণ অবশিষ্ট ভারতের সংগে যদি যোগাযোগ রাখতে হয় তা হলে একটি রাস্তার প্রয়োজন। কারণ পাকিস্তানের উপর নির্ভর করতে আমরা পারছিলাম না কাজেই যোগাযোগ রাস্তার প্রয়োজন ছিল। তখন ১২৫ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মিত হল সেটাকে ত্রিপুরার লাইফ লাইন বলে থাকি। আগরতলা—আসাম রাস্তার সংগে হেডকোয়াটারগুলির লিংক রোড যে প্রয়োজন সে সমস্ত রাস্তাও তৈয়ারী হল এবং ত্রিপুরার দক্ষিণ ভাগে যে সমস্ত সাব-ডিভিশান রয়েছে—বিলোনীয়া, সোনামুড়া, সাবরুম প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশানে রাস্তা তৈয়ারী হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা হল। অবশ্য এছাড়াও রাস্তার প্রয়োজন আছে সেটা অনুভব করছিলাম বলেই আরও গ্রাম অঞ্চলে রাস্তা করেছি। ত্রিপুরার আঞ্চলিক পরিষদের আমলে গ্রাম অঞ্চলে অনেক রাস্তা করা হয়েছে এবং এতে জনসাধারণ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বা গ্রাম থেকে সহরে আসার পথ পেলেন। এইভাবে ত্রিপুরায় মোটামোটি ভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা

সুবিধা হল। বর্ত্তমানে আমরা রাস্তার যে ব্যবস্থা করেছি তার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ এখানে দিতে চাই। আমরা ২৬৯ মাইল ব্লেক টপ্ রাস্তা করেছি, ৪০৬ মাইল জিপ-এবল রোড করেছি তা ছাড়াও ১৭৬৮ মাইল আনক্লাসিফাইড রোড যেটা কোন ক্লাসিফাইড করা চলে না তা করেছি, ফুট ট্রেক বা ফুট পাথ করেছি ২৪৫ মাইল। এইভাবে ত্রিপুরায় মোটামোটি ভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা করেছি। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কাজ হয়ে গেছে একথা বলার উদ্দেশ্যে আমি এগুলি বলছি না। রাস্তা ঘাটের আরও যাতে উন্নতি করতে পারি তার জন্যও চেষ্টা করছি এবং তার কাজও চলেছে। কাজেই রোডসের দিকে যে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছি আশাকরি একথা হাউস স্বীকার করবেন। অবশ্য মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা একথা বলবেন যে অনেক প্রয়োজনীয় রাস্তা হয় নি অপ্রয়োজনীয় রাস্তা হয়েছে কিন্তু আমি বলব যে নিস্প্রয়োজনে হয়ে থাকলেও সেটা জনসাধারণের কাজে আসছে এবং সেটা তাদের কাছে নিস্প্রয়োজনে হলেও

আমাদের কাছে সেটা প্রয়োজনীয়ও হতে পারে।

কাউন্সিলে প্রায়ই শুনেছি যে বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন যে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ভোট পাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট তৈয়ারী করে দিয়েছেন রুলিং পার্টি। তাহলে আমি বলব যদিও নির্ব্বাচনের কারণে সে সমস্ত রাস্তাঘাট করা হয়েছিল, তবুও সেটা জনসাধারণের উপকারে আসছে। আপনারা কি বলতে চান যে সর্ব্বত্র সমান রাস্তাঘাট হবে। কোন কোন জায়গায় বেশী রাস্তাঘাট হয়েছে আবার কোথাও কম হয়েছে কিন্তু মোটামোটিভাবে ত্রিপুরার সর্ব্বত্র রাস্তাঘাট হয়েছে এবং মোটামোটি সংযোগ ব্যবস্থা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা স্বীকার করবেন। তারপর আমার ডিমাণ্ড নং ৩৯—কেপিটেল আউটলে অন্ পাবলিক ওয়ার্কস যেটার মেজর হেড ১০৩ বিল্ডিং এণ্ড কমিউনিকেশান—এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটাও কোয়াইট রিজনএবল কারণ বিল্ডিং বাবত আমাদের এই বাজেটে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে ৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৩৪ লক্ষ হচ্ছে প্লেন স্কীমে এবং টাকা ৪৫ লক্ষ হচ্ছে নন্‌প্লেন আইটেমসে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ্ ডিপার্টমেণ্ট যথা এডুকেশান, মেডিকেল, পুলিশ, সিভিল ওয়ার্কস ইত্যাদি বিভাগে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় মেরামত তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই বাজেটের পরিশিষ্টে আপনারা সেটা দেখতে পাবেন যে কি কাজ কোন্ ডিপার্টমেণ্টে হবে এবং নূতন কাজের জন্য যেটা আছে সেই সম্বন্ধে আমি একটু ধারণা দিতে চাই। অবশ্য আপনারা বাজেট দেখলেও সেটা লক্ষ্য করে থাকবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে তহশীলকাছারীর যে গৃহ মহারাজার আমলে দেওয়া হয়েছিল তার অবস্থা ভাল ছিলনা কাজেই সে সমস্ত গৃহ নূতন করে তৈয়ারীর জন্য এখানে ধরা হয়েছে। তা ছাড়া ষ্টাফ কোয়ার্টার এস, ডি,ও কোর্ট, অমরপুর, বিলনীয়া সাব্রুম এবং প্রভৃতির জন্য এবং ৪টি ট্রানজিট ফুড ষ্টোরেজ গোডাউন, ধর্ম্মনগরে যে রেল ষ্টেশান হবে (মোটামোটি ষ্টেশান ঘর বোধ হয় উঠে গেছে) তার নিকট ষ্টাফ, কোয়ার্টার ইত্যাদি করার জন্য এবং এডুকেশান, মেডিকেল প্রভৃতি বিভাগে আরও নূতন নূতন বাড়ীঘর উঠবে আর শিক্ষা বিভাগে যে নূতন ঘর বা দালান যে এবং উইম্যান কলেজ এবং ২টি হোষ্টেল ফর বেসিক ট্রেনিং কলেজ এ্যাট আগরতলা এবং তেলিয়ামুড়া, মেলাঘর, নবগ্রাম, মঠচৌমুহিনী যে হাই এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হবে তার জন্য এই বাজেট বরাদ্দ রয়েছে তা ছাড়াও উদয়পুর গার্লস স্কুলের একষ্টেনশানের জন্যও ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তাছাড়া আগরতলায় মিউজিয়ামএর জন্য, রবীন্দ্র ভবনের জন্য বিল্ডিং করার ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপর আপনারা যদি বলেন এই সমস্ত

গৃহের জন্য এত খরচ করে লাভ নাই, ছন বাঁশ দিয়ে করলেই চলে, আপনারা হয়ত বলবেন এর জন্য গাড়ী, বাড়ী, দালান এইসব দরকার কি ? তা হলে তো আমি নাচার। এই সমস্ত গৃহের দরকার আছে যেমন প্রয়োজন আছে তহশীলকাছারীর। ছন বাঁশ নিয়ে এইসব ঘর করলে চলবে না। এইসব কিছু জনসাধারণের স্বার্থেই করা হচ্ছে, ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্যই করা হচ্ছে আমি আশাকরি আপনারা এই দুইটি ডিমাণ্ড সমর্থন করবেন এবং এইগুলি হাউসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Atikul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পি, ডবলিউ, ডি বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমার নিকট যে সমস্ত খবর আছে ফর নেসেসারী ইমপ্রুভমেণ্ট সেইগুলি আমি এখানে বলতে চেষ্টা করব। প্রথমে আমি বলছি যে আমার জানা আছে আমাদের এখানে যে এষ্টিমেইট করা হয় তা যদি বাড়াতে হয় এবং সেইটা যদি শতকরা ৫ ভাগের বেশী হয় তবে তা সঙ্গে সঙ্গে করার কোন উপায় নাই। কারণ তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হয় for necessary approval এবং মঞ্জুরীর জন্য। তাতে অনেক সময় সেই মঞ্জুরী আসতে দেরী হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার নানা রকমের কৈফিয়ত তলব করে বসেন, তোমাদের এষ্টিমেইট খারাপ হয়েছে, আগে থেকে টাকা ঠিকভাবে ধরা হয় নি কেন ? এই সব নানা কৈফিয়ত তলব করেন এবং তার ফলে মঞ্জুরী পেতে অনেক দেরী হয়। কাজ সমাধা করতেও অনেক দেরী হয়। এই অসুবিধা হচ্ছে আমাদের এখানে ষ্টেইট পি, ডবলিউ, ডি না থাকার জন্য। যেখানে অন্যান্য প্রদেশে এটা রয়েছে, যেমন আসামে রয়েছে আমাদের এখানে থাকবে না কেন ? আমরা যদি এখানে কাজ করতে চাই এবং কাজের সুবিধা চাই তবে আমাদের এখানে ষ্টেইট পি, ডবলিউ, ডি থাকা উচিত। তারপর আমাদের এখানে P. W. D. মারফত যে সব maintaining works, Building এর কাজ করা হয় যমন white washirg, colouring etc.। এইসব কাজগুলি আমরা Departmentএর মারফত করব সেইটা ভাল কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এতে লুটের বাজার চলছে। কারণ এইসব কাজগুলি Overseer দিয়ে করানো হয়। কিন্তু সেই Overseerএর কাজটা check up করার জন্য কোন system নাই। একটা Building আছে সেইটার হয়ত কয়েকটা জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গেছে। যেই কাজ Overseer তার নিজের খুসীমত নিজের choice মত করে আসলো এবং তারপর সেই কাজ আর কেউ check up করলো না যে কয়টা জানালা ভাঙ্গা ছিল কয়টা করা হল এবং জানালার কয়টা কাঁচ ভাঙ্গা ছিল, কয়টা দেওয়া হল। ওটাকে check up করার ব্যবস্থা আমাদের নেই। ফলে Department এর throughতে কাজ করিয়ে কোন লাভ হল না। একটা জানালায় চারটা কাচ দেওয়া হয়েছে বলে bill submit কথা হল এবং সেই কাজটা কেউ check up করলো না, bill পাশ হয়ে গেল। তাতে টাকা আমাদের বেশী খরচ হচ্ছে। তার জন্য check up করার একটা method থাকা দরকার। যে Department এর building ঠিক করতে হবে সেই Department থেকে প্রথমে জেনে নিতে হবে যে কয়টা জানালা মেরামত করতে হবে, কয়টা কাচ লাগাতে হবে এবং সেই কাজটা শেষ হওয়ার পরও সেই bill টা ঐ Departmentএ পাঠাতে হবে for necessary check up and approval যে কাজটা ঠিক মত করা হয়েছে বা হয় নি। অথচ এই কাজ overseer রা নিজের খুশীমত করছেন ফলে

একটা হরিলুটের বাতাসার মত চলছে। তারপর আমরা বাহির থেকে অনেক লোক, যেমন Engineer, overseer প্রভৃতি deputation নিয়ে আসছি। অথচ আমার নিকট information আছে যে আমাদের এই ত্রিপুরার ছেলেরা B E. পাশ করে এখানে চাকুরীর জন্য চেষ্টা করে কয়েক বৎসর বসে থেকে তৎপর অন্যত্র চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছে এবং বাইরে চলে গেছে। অথচ আমরা deputationএ লোক আনছি। আমি নাম বলছি যারা এখানকার ছেলে B. E. পাশ করে এসে এখানে চেষ্টা করেও চাকুরী পায় নি। যেমন C. F. O. এর ছেলে, প্রফুল্ল চক্রবর্তীর ছেলে, নীলকণ্ঠ সিংহের ছেলে, বঙ্ক ভট্টাচার্যির ছেলে। তারা এখানে চাকুরীর চেষ্টা করে না পেয়ে বাইরে চলে গেছে। আমাদের এখানে আগরতলায় যে Polytehnic Institute আছে তাহা হতে পরীক্ষায় পাশ করে আমাদের এখানকার ছেলেরা এখানে চাকুরী পায় না অথচ আমরা বাহির থেকে deputation এ overseer আনছি। আর স্থানীয় ছেলেরা চাকুরী না পেয়ে পথে পথে ঘুরছে। আমরা Deputationএ লোক আনবো আর আমাদের এখানকার ছেলেরা বাইরে চাকুরী করতে যাবে এটা কোন রকমের রীতি হল। আমার নিকট যে খবর আছে তাতে দেখতে পাই আমাদের এখানে ডেপুটেশনে একজন ইঞ্জিনীয়ার আছেন তিনি কোয়ালিফাইড ওভারশিয়ারও নন। তার নাম শ্রীশট প্রকাশ, তিনি এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং এস, ডি, ও, তিনি এখানে ডেপুটেশনে আসেন আর আজ তিন বৎসর যাবত তাকে এখানে রাখা হয়েছে তার ডেপুটেশন টারম প্রতি বৎসর বাড়িয়ে দিয়ে অথচ তিনি কোয়ালিফাইড ওভারশিয়ারও নন। এটা কি একটা নীতি হল? আমাদের দেশের ছেলেরা এখানে চাকুরী পাবে না অথচ টেকনিক্যাল ষ্টাফ নাই বলে এ ভাবে ডেপুটেশনে লোক আনা কোন নিয়ম বা নীতি হতে পারে না। তারপর আমরা যে সব Engineer ডেপুটেশনে আনি তাদের নর্ম্মেল টারম্ হল তিন বৎসর। আমাদের এখানের হাল চাল এই সব দেখতে দেখতে তাহাদের তিন বৎসর ফুরিয়ে যায় এবং বাড়ী ফিরবার সময় হয়ে যায় তখন আর তারা কোন স্কীম এর কাজ করতে পারেন না। আমাদের এখানে কোথায় পাহাড় পর্ব্বত এইসব দেখতে দেখতে এবং এই সমস্ত জিনিষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করতেই তাদের তিন বৎসর কেটে যায়, তখন আর তারা কাজ করবেন কখন। টেকনিক্যাল ম্যান যদি আমাদের এখানে পাওয়া না যায় এবং আমাদের যদি বাহির থেকে আনতেই হয় তবে তাদের ডেপুটেশন টারম্ আরো বাড়িয়ে দেওয়া দরকার তা না হলে তাদের কাছ থেকে কোন সার্ভিস আশা করতে পারেন না। তবে আমাদের দেখতে হবে যে ত্রিপুরার ছেলেরা যেন চাকুরী পায় সকলের আগে তাদের কেইস আমাদের প্রায়রিটি দিতে হবে এবং দেখতে হবে যেন আমাদের দেশের ছেলেরা এখানে চাকুরী পায়। আমাদের দেশের ছেলেরা বি, ই, পাশ করে এখানে চাকুরী পায় না অথচ আমরা ডেপুটেশনে লোক আনছি বাহির থেকে এটা কি একটা হ্যোপি ইনসিডেণ্ট। তারপর আমার জানা আছে যে সদর ডিভিসন নং ১ যে সব সেনিটারী ইনষ্ট্রুমেণ্ট ক্রয় করতে হয় তা আমরা পূর্ব্বে কণ্ট্রাকটারের মারফতে ক্রয় করতাম। কিন্তু বর্ত্তমানে সেটা আমরা ডিপার্টমেণ্টের মারফতে ক্রয় করি কলিকাতা থেকে। সেই আমাদের ডিভিসন নং ১এ যে ষ্টোর রুম আছে তার ইনচার্জ অফিসার হলেন শ্রীশর্ম্মা তিনি এস, ডি, ও, ডিভিশন নং ১। এখন এই সব ইনষ্ট্রুমেণ্ট কলিকাতা থেকে আনা হয় অত্যন্ত হাই রেইটে। অথচ আমাদের এখানে এই আগরতলায় কতকগুলি ইনষ্ট্রুমেণ্ট পাওয়া যায় এবং কলিকাতা থেকে খরচ কমই পড়বে তবু সেইগুলি এখান থেকে ক্রয় করা হয় না। কলিকাতা থেকে হাই রেইট দিয়ে সেইগুলি ক্রয় করা হয়। এই সব মাইনর রিপেয়ারিং পূর্ব্বে আমাদের কণ্ট্রাকটারদের মারফতে করা হত সেই যায়গায় ডিপার্টমেণ্টের মারফতে করতে গিয়ে খরচ বেশী হয়।

তারপর এই সিমেণ্ট আমাদের এখানে কলকলিঘাটে আসে টন হিসাবে। তারপর সেই সিমেণ্ট আনতে হলে বস্তার দরকার। এখান থেকে বস্তা ক্রয় করে সেখানে নিয়ে যেতে হয় তখন সেই বস্তাতে বা ব্যাগে সিমেণ্ট ভর্ত্তি করা হয় তাতে প্রতি বস্তাতে সিমেণ্ট কম দেওয়া হয় এবং সেই কলকলিঘাটে যে সিমেণ্ট উদ্বৃত্ত থাকল তা আমরা কি করি, তা নিশ্চয় স্মাগলিং করা হয়। আপনারা দেখবেন প্রত্যেকটি ব্যাগে ১ মন ১০ সের করে সিমেণ্ট থাকার কথা সেই যায়গায় সিমেণ্ট কম থাকে, দেখবেন আপনারা এক এক ব্যাগে কত সিমেণ্ট পাচ্ছেন। কারণ তখন ব্যাগ হিসাবে এই মাল বিক্রি হচ্ছে। আর আমাদের এখানে এই যে বিল্ডিংগুলি করেছিলাম যেমন পুরান রিজার্ভথানা বর্ত্তমানে যেখানে ফায়ার ব্রিগেইড রয়েছে সেই বিল্ডিংটা, এই বিধান সভার বিল্ডিংটা এবং এম. বি. বি. কলেজ হোষ্টেল নং ২। এই সব বিল্ডিংগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হয়েছিল আর আজ সেখানে এক বৎসর যেতে না যেতে জল পড়ছে। এক দুইবার করে সেইগুলিকে plastering করা হয় তবুও জল পড়ছে, sink করছে। এই যে বিল্ডিংগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হল আপনারা কি সেই সব কনট্রাকটারকে জিজ্ঞাসা করেছেন কেন আজ এক বৎসর যেতে না যেতে সেইসব বিল্ডিং এ জল পড়ছে। এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে বিল্ডিং করা হল তা ডিফেক্টিভ হল কেন? আপনারা কোন ইন্‌কোয়ারী করেছেন বা তাদের বিরুদ্ধে কোন step নিয়েছেন—কেন তারা এমন ডিফেক্টিভ কাজ করল? তা করেননি। এই ভাবে পাবলিক মানী মিসইউজ হচ্ছে এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল তাহা আর ফিরে আসবে না। এই টাকাটা যে মিসইউজ করা হয়েছে এই কথা কি আপনাদের মনে হয় না? অথচ জনসাধারণের এতগুলি টাকা নষ্ট হয়ে গেল। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর চলতে পারে না? এর একটা শেষ হওয়া উচিত। তারপর রামনগর রোড নং ৩ যুডিশিয়াল কমিশনারের জন্য ষ্টাফ কোয়ার্টার করা হবে বলে একটা জায়গা ঠিক করা হল। সেই জায়গাটা ১৯৬১ ইং জুন মাসে পি. ডব্লিউ. ডি. সেই জায়গায় পজেশন নিল এবং তাতে কম্পেনসেশন দিতে হল ৩০,৫৮২৲ টাকা। এখন হঠাৎ কর্তৃপক্ষ ঠিক করল যে সেখানে যুডিশিয়াল কমিশনারের ষ্টাফ কোয়ার্টার হতে পারে না, তা কুঞ্জবনে হবে। জুন, ১৯৬১তে পি ডব্লিউ ডি জমিটা নিয়ে গেল। নেওয়ার পর জুন, '৬৩তে সেটাকে একোয়ার করা হল ৩০,৫৪২ টাকা এবং কিছু নয়া পয়সা দিয়ে। এখন হঠাৎ কর্তৃপক্ষের খেয়াল হল সেখানে জে, সি, ষ্টাফ থাকতে পারে না। এখন তারা এটা করলেন কুঞ্জবনেতে কঙ্কর টিলায়। আর এখানে ল্যাণ্ড খালি পড়ে আছে। আর যাদের ল্যাণ্ড একোয়ার করা হল তাদের এখন পর্য্যন্ত পেমেণ্ট করা হল না এবং না করায় প্রতি বছর ইণ্টারেষ্ট বাড়ছে। এখন টাকার অঙ্ক হয়েছে more than forty thausand এবং সেই টাকা কম্পাউণ্ড ইণ্টারেষ্টে দিনের পর দিন বাড়ছে শতকরা সোয়া ছয় টাকা করে। সেই টাকাটা আমি দিচ্ছিনা ফ্রম '৬২। আমি একবার একটা জায়গা একোয়ার করলাম তারপর সেটা পছন্দ হল না—আমি সেটা অন্য জায়গায় করব; আবার যেটা একোয়ার করলাম তার পেমেণ্টও করলাম না এবং তা ইণ্টারেষ্টে দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে—এই যে পাবলিক মানি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে এটার শেষ হওয়া উচিত। ধর্ম্মনগর—কৈলাশহর রোডে ১১টি বড় এস পি টি ব্রীজ করবার জন্য উইদাউট এনি টেণ্ডার উইদ-আউট এনি এডভারটাইজমেণ্ট, কণ্ট্রাক্টরকে দিয়ে দেওয়া হল। এই কণ্টাক্টগুলি করল নীরোদ বর্ম্মন, জে, এম,

চৌধুরী, সামসুদ্দিন, রাখাল দে। কাজটা খুব সম্ভবত ১২ কি ১৩ই মার্চ দেওয়া হয়েছে এবং এটা একটা মাইনর কাজ নয়। কাজটা হচ্ছে ১,৬০,০০০/- টাকার কাজ। এটা দেওয়া হয়েছে এবাভ সিডিউল রেট ৩০ এবং ৩৪ পার্সেন্ট। আমি জানি একটা নিয়ম আছে যে সিডিউল রেট থেকে যদি ১০·/. above হয় তাহলে সে কাজটির জন্য re-tender করতে হয়। এখন আমি প্রথমতঃ tender invite করলাম না। দ্বিতীয়তঃ re-tender call না করে কাজটা দিয়ে দেওয় হল। ঠিক সেই সময়েতে আরও কতগুলি কাজ এই J. M. Chaudhury এবং P. C. Dattaকে এই রাস্তায় দেওয়া হয়েছে 5% Less than the scheuled rate. কতগুলি ব্রীজ—কাঠের ব্রীজ তৈরী করতে হবে শাল গাছ দিয়ে। সব কয়টা গাছেরই size হ'ল ১০″×১২″ কিন্তু যারা above scheduled rateএ কাজ নিল তাদেরকে site এ গাছ পৌছিয়ে দেবে department এবং তার rate হ'ল প্রতি r. f t. সাড়ে ছয় টাকা। আর যারা below scheduled rate কাজ পেল তাদের গাছ তারা নিজেরা siteএ নেবে এবং তাদের বেলায় প্রতি r. f. t তে ধার্য্য হল ৪॥০ টাকা, at my own whims at the end of the financial year. এটা কি করে ঘটল। আমি সমস্ত কিছু দেখলাম না, টেণ্ডার দেখলাম না, r. f. t. বেশী দিলাম at my whims এটা কি করে সম্ভব হয়। চন্দ্রপুর-দীগলবাগ রাস্তা ধর্মনগর সাবডিভিশনে যে রাস্তা অবশ্য class XII S P.T. Bridge করবার জন্য এক কণ্ট্রাক্টরকে কাজ দেওয়া হল এবং কাজ শুরু করে একটা রানিং বিলও কণ্টাক্টর ড্র করল কিন্তু পরে ইনষ্ট্রাকশন গেল যে বীজগুলি এত বড় করলে চলবে না, ১২ ফুট ব্রীজকে ৭ ফুট করার নির্দ্দেশ দেওয়া গেল। ফলে একপাশে কতগুলি খুটি অর্থহীন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এখন এত কাজ করা হল, টাকা দেওয়া হল তারপর কাজের মধ্যখানে কাজটা বন্ধ করে দেওয়া হল। এই সম্পর্কে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট কমপ্লেন করেছেন to the then chief Executive officer, T. T. C. by telegram on 22 6.63। কিন্তু কোন অফিসার সেখানে যাননি বা কোন এনকোয়ারী সেখানে হয়নি অথচ সে কাজের জন্য payment হয়ে গেছে। ব্রীজ করা হয়েছে সেটা তখনি নড়ছিল। এই একই রাস্তায় একটি ড্রাম কালভার্ট করার কথা ছিল। Contractor সেখানকার S. D. O. কে ধরে একটি টেম্পরারী ব্রীজ করলেন কারণ তাতে লাভ বেশী কিন্তু কিছুদিন পরে সেটা ভেংগে চুরমার হয়ে গেল। এই কাণ্ড একটার পর একটা ঘটছে যার একটা শেষ হওয়া প্রয়োজন। কারণ আজকে মন্ত্রীসভা হয়েছে। পি, ডব্লিউ, ডি থেকে ইট তৈরী করবার জন্য একজনকে কণ্ট্রাক দেওয়া হল ৪ লক্ষ ইট সে তৈরী করবে। সাউদার্ণ ডিভিশন থেকে এই কণ্টাক্ট দেওয়া হল। কিন্তু সে ইট সেখানে তৈরী করল না যার ফলে ৪ লক্ষ টাকা সারেণ্ডার করা হয়েছে। কারণ সে কাঠ দিয়ে ইট পোড়াতে চেয়েছিল কিন্তু অথারিটি তাকে বলেছেন যে না তোমাকে কয়লা দিয়ে ইট পোড়াতে হবে। অথরিটি কয়লা দিয়ে না পোড়ালে ইট নিচ্ছেন না এবং কণ্টাক্টারও কয়লা দিয়ে পোড়াতে রাজী হচ্ছেন না। যার ফলে আমাদের ১৫ লক্ষ টাকা সারেণ্ডার করতে হল। আমাদের উচিত ছিল তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া যে তোমাকে কয়লা দিয়ে ইট পোড়াতে হবে। এখন কণ্টাক্টর যদি কোর্টে যায় তাহলে "আই এম সিওর" যে সে জিতবে এবং আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। At the whim অব দি অফিসার কনসাগু পাবলিক ওয়ার্কস সাফার করে, পাবলিক মানি ওয়েষ্টেজ হয়। এই কণ্ট্রাক্ট খুব সম্ভবতঃ মেসার্স ভৌমিক এণ্ড সরকার করেছেন। ডি, এল রায় নামে এক ভদ্রলোককে ইট সাপ্লায়ের অর্ডার দেওয়া হল এবং

বেশ কিছু টাকা দেওয়া হল সেই সঙ্গে সরবরাহ করা হল কয়লা। এখন এ ভদ্রলোকের কোন Brick Kiln নাই, এবং সে টাকাও ফেরত দেয়নি আজ পর্য্যন্ত। এই নামে কোন ভদ্রলোকের ঠিকানাও পাওয়া যায় না। ভদ্রলোক খুব সম্ভবতঃ আগরতলারই লোক। একলক্ষ টাকা সে এডভ্যান্স নিয়েছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই টাকাটা ফেরত পাওয়া যায় নি, ইটও সাপ্লাই দেওয়া হয় নি, ভদ্রলোকের খোঁজ পাওয়া যায় না। শিবচরণ নাথ এবং জিতুদত্ত নামে ২ জনকে আমরা একটা ওয়ার্ক অর্ডার দিলাম এবং ঠিক সেম্ ডেইটে তাদের ৬,০০০৲ টাকা পেমেণ্ট করে দিলাম। কিন্তু কোন রাস্তার জন্য টাকাটা দেওয়া হল তার কোন মেন্শন নাই। ২২-৩-৬৪ তারিখে এই টাকাটা দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2-30 p. m. The member continuing will have the floor.

Mr. Speaker :—Yes, discussion will continue —Shri Atikul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি পি, ডব্লিও, ডির উপর আলোচনা করছিলাম, আমি বলেছিলাম তখন যে শ্রীশিবচরণ নাথ এবং জিতু দত্ত নামে ২জন ভদ্রলোককে ২২।৩।৬৪ তারিখে ৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করার সাথে সাথে। এটা কোন আইনের আওতায় পড়ল। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেমেণ্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে কি করে এটা সম্ভব আমি বুঝতে পারি না। কোন্ কোন্ রাস্তার জন্য তাকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হল তার উল্লেখ সেখানে নাই। অমল ভট্টাচার্য্য বলতে এক ভদ্রলোক তাকে ১৮ হাজার টাকা পেমেণ্ট করা হল এই ২৩।৩।৬৪ তারিখে তাকে কাজ দেওয়া হল Spun Pipe tank এবং Emergency repairing of the Primary Health Centre at Sonamura. Spun pipe বা Tankএর কোন কাজই করে নাই। হস্পিটেল রিপেয়ারিংএর কাজ কিছু কিছু করেছে, আর কোন কাজই সে করে নাই। কিন্তু আমরা তাকে ১৮ হাজার টাকা পেমেণ্ট করে দিলাম। আপনারা যদি enquiry করেন হয়ত এক দুই তারিখ এদিক সেদিক হতে পারে। নবগ্রাম Higher Secondaryতে যে কনষ্ট্রাকশান হচ্ছে এবং সেখানে যে ইট ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত খারাপ এবং inferior qualityর ইট সেটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। Contractor Shib Charan Nath, Priyadas Chakrabortyর সিনাইহানির ইটের ভাটার তৃতীয় শ্রেণীর ইট দিচ্ছে। এ বিষয়ে enquiry হতে পারে, দেখা যাবে সেটা ইনফেরিয়ার কোয়ালিটি না বেটার কোয়ালিটি। প্রমোদ নগর থেকে তুইবোলবাড়ি পর্য্যন্ত গ্রুপ নং ১, প্রমোদনগর থেকে সেম রাস্তা নং ২ এবং চেবরী থেকে প্রমোদনগর—এই রাস্তাগুলির স্পেশাল রিপেয়ারিং, temporary bridgeএবং earth cutting করার কথা। ৪৫ হাজার টাকার এই কাজ Negotiationএ দেওয়া হয়েছে যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মা নামে এক ভদ্রলোককে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে এত বড় একটা কাজ কি করে অন নিগোসিয়েশানে দিয়ে দেওয়া হল। তাহলে আইন করার কি মানে আছে ? কৈলাসহর—আগরতলা রোডের মধ্যে কুমারঘাটে একটা ব্রীজ ছিল সেটা গত বর্ষার জলে ভেসে গেছে। এখন নদীর এপার ওপার মটর পার হতে পারছেনা, সেটা আজও হয়নি। আরেকটি কথা হচ্ছে J. C's. কোর্ট বিল্ডিংএর ভিত কাটা হল, আরথ্ ফিলিং করা হল, এই সমস্ত করার পর আমরা সয়েল টেষ্টের প্রয়োজন মনে করে সয়েল টেষ্ট করালাম। কিন্তু সয়েল টেষ্ট করার পূর্ব্বেই কণ্ট্রাক্টারকে সমস্ত মেটেরিয়াল দিয়ে দিলাম। পরে এ কাজ না হওয়ায় কণ্ট্রাক্টার সে সমস্ত জিনিষ বাজারে বিক্রী করে দিল। Contractorএর কাছ থেকে এখন আর টাকা আদায় করা যাচ্ছেনা। এই একটা চিত্র।

আজ পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেণ্টে কি চলছে ? এক একটি ঘটনার মধ্যে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। চোরের বিরুদ্ধে যে একশান নেওয়া যায়, পুলিশ রয়েছে, কিন্তু পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেণ্ট এবং কনট্রাক্টার মিলে কি ভাবে পাব্লিক মানি লুট করছে। আর একটা ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করছি। বেশী দিনের কথা নয়, আমি জানি কিছু দিন আগে সম্ভবত ৪।৪।৬৪ইং তারিখে সন্ধ্যার সময় এস, ডি, ও এবং কনট্রাক্টার এবং অফিসের কোন কোন ষ্টাফ এক সঙ্গে বসে খুব খানা পিনা করেছে এবং শুনেছি পূর্ব্বে কনট্রাক্টারদের নিকট থেকে ১৫ টাকা চাঁদা নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে খুব খানাপিনা—মাংস, কোর্ম্মা, পোলাও খেয়েছে। ইয়ার এনডিং এর শেষে যদি তারা এ ভাবে খানাপিনা করে তাহলে তার পিছনে কি আছে বুঝতে হবে ? কনট্রাকটাররা জানে কোথায় টাকা ঢাললে পরে কাজ হবে---এটা কি করে ঘটে। Feast অফিসেই হয়েছে। অফিসে নাই হউক যদি এস,ডি,ও, staff plus contractor বসে এক সংঙ্গে খানাপিনা করে তার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে ? এটা বন্ধ না করলে পরে, প্ল্যান করছি এবং তার পেছনে টাকা ঢালছি কিন্তু কাজ কিছুই হবে না। যত Building construction হচ্ছে রাস্তার construction হচ্ছে সবই চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই সব ডিপার্টমেণ্টের corruption বন্ধ করা একান্ত দরকার। আরও একটি ব্যাপার আমি আজ হাউসের সামনে তুলে ধরব। Executive Engineer, সদর ডিভিসন ২ তিনি কোন rules follow করেন না যখন খুসী যেখানে work charged Assisant আছে তাকে ছাটাই করেন। তার সঙ্গে পারসনেল কিছু ঘটলেই Rule 5 এ তাকে ছাটাই করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নূতন লোক appointment দিয়ে দেয়। সেখানে Engineer একটা terror। এটা বন্ধ করা দরকার। এই রকম অনেক অবিচার সেখানে চলছে। যদি enquiry করেন তাহলে দেখতে পাবেন আজকে promotionএর ব্যাপারে, transfer এর ব্যাপারে কি করা হচ্ছে। Seniormost যারা তারা প্রমোশন পায় না, Juniorকে প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হয়। Principal Engineeing Officer কি রকম Beaurocrat তা আপনারা পত্র পত্রিকায় দেখতে পেয়েছেন। Compounder এর সংগে খারাপ ব্যবহারের জন্য তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হয়েছে। তাহলে employee রা কি করে সেখানে কাজ করবে। এটা আজ লজ্জার বিষয় যে দেশে top to bottom corruption এ ভর্তি। মন্ত্রীরা এটা বন্ধ করতে পারছেন না বা চাইছেন না, আমি আর একটি জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে Schedule rate সম্পর্কে। আমাদের state এ Schedule rate নাই। CPWDর যে Schedule rate তাকে ভিত্তি করেই আমাদের এখানে rate ঠিক করা হয়। কিন্তু আগরতলার rate অনেক বেশী তার ফলে কনট্রাক্টাররা অত্যন্ত সাফার করে। কনট্রাক্টাররা কম সিডিউল রেটে কাজ নেবে এবং পরে তারা মাল সাপ্লাই দিতে সক্ষম হয় না এর ফলে কাজ আমাদের অত্যন্ত সাফার করে। কাজেই স্পীকার মাধ্যমে আশা করব যাতে এই সমস্ত ব্যাপারে অবিলম্বে এনকোয়ারী হবে এবং P. W. Dর যে করাপশান তা বন্ধ করা হবে। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Kurunamoy Nath Choudhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে Public works-এর যে Demand এসেছে Demand No. 26 and 39 আমি এই দাবীর সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। এই দাবীর সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি প্রথমে আমার বক্তব্য রাখছি আমার বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য যে গুরুতর নালিশ উত্থাপন করেছেন তার উপর।

আমি যতটুকু জানি ভারতবর্ষ যে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করতে যাচ্ছে তাতে সমগ্র ভারতবর্ষে যে উন্নয়ন ঋণ দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ আমি সঠিক জানি না। তবে পত্র পত্রিকার মারফৎ যা জেনেছি তার পরিমাণ ২৬ হাজার কোটী টাকা হবে এবং তার একটা অংশ উন্নয়নের জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যয় হবে। এই ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষুদ্র, তার আয় মাত্র ৮৭ লক্ষ টাকা তা সত্ত্বেও আমরা ১৪ কোটী ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করছি। আমার যতটা স্মরণ আছে আমি প্রথম বাজেট বক্তৃতায় এই আশা প্রকাশ করেছিলাম যে আমাদের দেশে এই যে উন্নয়নমূলক কার্য্যে টাকা ব্যয় করছি তা এমনিভাবে ব্যয় করা উচিত যাতে তার প্রতিটি কপর্দ্দক উন্নয়নমূলক কার্য্যকে অগ্রসর করার জন্য ব্যয় হয়। আজকে যে কোন নাগরিক, তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই বলুন, বা তিনি বিরোধী পক্ষের লোকই হউন না কেন, তাঁরা যে নালিশ উত্থাপন করবেন সেই নালিশগুলির যদি কোন সত্যতা থাকে তবে এই সমাজবাদী দেশে তাকে আরো বেশী মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আশা করব, আমি এই আশা ব্যক্ত করছি, সেই নালিশগুলি যথাযথভাবে তদন্তের ব্যবস্থা হবে এবং তাদের নালিশ, তাদের বক্তব্য যেমন দেশবাসী শুনেছেন, সরকার হ'তে যে ইনকোয়ারী হবে সেই ইনকোয়ারীর রিপোর্টও যেন দেশবাসী জানতে পারে। শাসনযন্ত্রে যদি এইরূপ লোপাটের ব্যবস্থা থাকে তবে তা কোন শাসন কর্ত্তৃপক্ষেরই সুনামের বিষয় নয়। আমার যতটুকু স্মরণ আছে ধর্ম্মনগর কাঞ্চনপুর রাস্তা সম্পর্কে আমি, আঞ্চলিক পরিষদ যখন ছিল, তখন নালিশ রেখেছিলাম এবং এই আশ্বাসও পেয়েছিলাম যে ইনকোয়ারী হবে। কিন্তু সেই ইনকোয়ারী হল কিনা এবং সেই ইনকোয়ারীর অবস্থা কি তা আমি জানি না। আজকে এখানে যে কয়টি নালিশ এসেছে এই নালিশগুলি সত্য না হয়ে মিথ্যা হউক এই আশাই আমি করছি। কিন্তু যদি এই নালিশ গুলির মধ্যে সত্যতা থাকে তবে কর্ত্তব্য হবে সেই দোষীকে খুঁজে বের করা। তা না হলে এই অনগ্রসর ত্রিপুরা অনগ্রসরই থেকে যাবে। আমাদের উন্নয়ন খাতে সাহায্য রয়েছে বিভিন্ন যায়গায় স্কুল করার জন্য, হসপিটেল গড়ে তোলার জন্য, বিভিন্ন জায়গায় সরকারী কর্ম্মচারীদের থাকার সুব্যবস্থা করার জন্য, কোয়ার্টার ইত্যাদির জন্য টাকা রাখা হয়েছে। জমি সংগ্রহের জন্য টাকা রাখছি, তারপর নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য টাকা রাখা হয়েছে, তারপর রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি একটা দাবীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটা হচ্ছে ধর্ম্মনগরের একটা অংশ। কাঞ্চনপুর এলাকায় ৩০০ বর্গমাইল একটা জায়গা রয়েছে। সেই যায়গাটায়—কৈলাশহর কুমারঘাট এবং কুমারঘাট-কাঞ্চনপুর এবং কাঞ্চনপুর-খাসিরামপাড়া একটা Plan এর রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে ধর্ম্মনগর কোর্টে যদি একজনকে যেতে হয় প্রথমে তাকে কাঞ্চনপুর থেকে কুমারঘাট এবং কুমারঘাট থেকে ধর্ম্মনগর যেতে হয়। এর মধ্যে পায়ে হাটার পথ রয়েছে সেটাকে plan road করা হয় নাই। এখন ধর্ম্মনগর থেকে ধুমাছরা হইয়ে যে রাস্তা, জলাবাসা যাওয়ার রাস্তার point থেকে দক্ষিণ দিকে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত ২০ মাইল রাস্তা করা দরকার। এই রাস্তাটা আমি দেখছি কোন plan এ নেওয়া হয় নাই। ইহাকে ধর্ম্মনগর—কাঞ্চনপুর রাস্তা বলেই জানতাম। এই রাস্তাটা Non-plan এ পানিসাগর হ'তে ধর্ম্মনগর via Dhamchara পর্য্যন্ত মঞ্জুর রয়েছে। কিন্তু আমাদের অফিসাররা এতো ব্যস্ত যে, হাজার হাজার লোকের এই যে অসুবিধা, তাদের দৈনন্দিন কাজের এই যে অসুবিধা সেই অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় তারা পাচ্ছেন না। আমি আশা করি, এই ব্যাপারটার উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে এই রাস্তাটা যাতে সত্বর করা হয় এই ব্যবস্থা করা হবে। আর একটা অনুরোধ রাখব পেঁচারথল

থেকে মাছমারা পর্য্যন্ত পাঁচ মাইল একটা রাস্তা যদি সত্বর করা হয়, তবে কাঞ্চনপুর এবং ধর্ম্মনগরের দূরত্ব অনেক কমে যায়। একজন লোকে পেঁচারথল থেকে কুমারঘাট আবার সেই কুমারঘাট থেকে মাছমারা যেতে অনেক দূর হয় অথচ এই পাঁচ মাইল রাস্তা হলে, গাড়ীর রাস্তা হয় এবং অনেক সুবিধা হয়। এই রাস্তাটাকে যেন সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হলে কাঞ্চনপুর এলাকার লোককে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহের জন্য আর বেগ পেতে হবে না। এই ৫ মাইল রাস্তা সম্পর্কে আমি বহুবার বলেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্ম্মনগর সহরের উত্তর প্রান্ত থেকে কালুচরা বলে একটা স্থান আছে সেই স্থান থেকে গজারবীল হয়ে কুর্ত্তি পর্য্যন্ত একটা প্রচলিত রাস্তা প্রাক্ স্বাধীনতা আমল থেকেই ছিল এবং সে রাস্তায় truck চলতো এখন সেটাতে Bus ও চলতে পারে না। সেই ধর্ম্মনগর কালুচরার রাস্তাটার কয়েকটি পুল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই রাস্তাটা অনেক পুরানো দিনের। সেই রাজার আমল থেকেই এই রাস্তাটা আছে। রাস্তাটা ঠিক করা হলে সেখানকার লোক চলাফেরায় সুযোগ পায়। বিশেষ করে এই রাস্তাটার কয়েকটা পুল তৈয়ার করে দিলে বিরাট এলাকার জনসাধারণের চলাফেরার সুযোগ হয়। ধর্ম্মনগর থেকে কদমতলা পর্যন্ত যে রাস্তা Plan করা হয়েছে তাতে দেখতে পাই রাস্তার লাইন বদল করে, ধর্ম্মনগর কালাচরা রাস্তাটাকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যতদিন থেকে সেখানে বসতি আছে, এই রাস্তার ফরমেশন দেওয়া হয়েছে এবং অনেক অগ্রসর হয়ে আছে। এই রাস্তাটার উপর গুরুত্ব দিলে এই এলাকা থেকে একটা বিরাট সংখ্যার ছাত্রের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুবিধা হয়। ধর্ম্মনগরে যখন শিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী গিয়াছিলেন তখন কয়েকজন ছাত্র তাঁর নিকট এই আবেদন করেছিলেন যে, বর্ষার সময় তাদের গামছা সংগ্রহ না করে রাখলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। সেই দিক দিয়ে বড় রাস্তা না হউক একটা পায়ে চলার রাস্তা করা যেতে পারে এবং তাতে লোকের উপকার হবে। ধর্ম্মনগরের এই পুরাতন রাস্তাটা এই সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে না বলেই আমি আশা করি। প্রসঙ্গক্রমে আমি একটা কথা বলতে চাই যে রঙ্গনা এলাকায় পুলের জন্য আমরা বহুদিন থেকে খুঁটি প্রভৃতি সংগ্রহ করে রেখেছি। বর্ত্তমানে ধর্ম্মনগর ব্রজেন্দ্রনগর রাস্তার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেছেন। আমরা এই পুলের জন্য মালমসল্লা সংগ্রহ করে রেখেছি। এই পুলটি হলে, প্রতিরক্ষার দিক দিয়েও আমাদের এই পুল হবে চরম সহায়ক। তারফলে দূরত্ব কমে হবে মাত্র ৭ মাইল। অথচ আসাম—আগরতলা রাস্তা দিয়ে দূরত্ব হবে ১৭ মাইল। অতএব প্রতিরক্ষার খাতিরেও এই পুলটা করা দরকার। ধর্ম্মনগর কদমতলা, সেই নোয়াবাজারের যে পুলটা ইতিপূর্বে মঞ্জুর হয়ে আছে সেই পুলটা জিনিষপত্র দিয়ে বর্ত্তমানে যেন কাজ আরম্ভ করা হয় আমি এই অনুরোধ করছি। Non-planএ এই কাজটা planএর কাজ এক্সপার্ট দিয়ে করতে হয় কিন্তু Non-planএ যদি এই কাজটা করেন তাতে এক বৎসরের মধ্যে কাজটা শেষ হতে পারে। বৎসরের প্রথম থেকেই যদি কাজ আরম্ভ করা যায় তবে আর্থিক বৎসরের শেষ দিকে আর তাড়াহুড়া করতে হয় না। সেজন্য কাজের একটা ডিভিশন করা দরকার যাতে বর্ষায় কতটা কাজ করা যাবে তার একটা হিসাব রাখা যায়। আর বাকী যে সমস্ত কাজ বর্ষায় করা যাবে না, তা শীতকালে পরবর্ত্তী আর্থিক বৎসরের মধ্যে যাতে শেষ করতে পারে সেই ভাবে দুইভাগে কাজ করার জন্য আমি Suggestion রাখছি আমাদের অফিসগুলিতে সময় সময় ওভারটাইম কাজ করা হয় তাতে কর্ম্মচারীদের ওভারটাইমের দিকে বেশী দৃষ্টি থাকে। বৎসরের এক সময়ে কাজ জমিয়ে রেখে পরে ওভারটাইম রেটে সেটা করা হয়। তাতে কাজের অনুপাতে কর্ম্মচারীর অনুপাতে এবং টাকার অনুপাতে কাজ distribution হয় না। এসব ঠিক করা না হলে আমাদের এই অনগ্রসর দেশ আরো অনগ্রসর থেকে যাবে। আরো কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং Plan করা

হলেও কাজ শেষ করা যাবে না এবং আমরা যে আশা পোষণ করছি সেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। এখানে আমাদের এই রাজ্যের কয়েকজন ছাত্রের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বাহির থেকে যে সমস্ত অফিসার এখানে আসেন সেই সম্পর্কে একটা সারকুলার আছে তা আমি বের করতে পারিনি, তবে একটা সূত্র পেয়েছি। বাহির থেকে যারা ডেপুটেশনে এই রাজ্যে আসছেন, on promotion হলে কোন extra allowance নিতে পারে না। ভারত সরকার থেকে এই বিষয়ে যদি কোন সারকুলার থেকে থাকে সেটা দেখার জন্য আমি অনুরোধ রাখব।

এ রাজ্যে যে সমস্ত ছেলেরা সরকারী সাহায্যে লেখাপড়া করে তাদের স্থান এখানে হবে না আমি ভাবতে পারি না। তবে বাস্তবে যা ঘটেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তারা আসাম প্রভৃতি রাজ্যে চাকুরী নিয়েছে। যদি সেন্ট্রালের তরফ থেকে এ জাতীয় কোন বিজ্ঞপ্তি না থাকে তাহলে আমি অনুরোধ করব যারা এখানকার ছেলে তারা এ রাজ্যে চাকুরী করুক। কারণ এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে তারা এ দেশের উন্নতির জন্য যতটুকু খাটবে অন্যেরা ততটুকু খাটবে না।

ষ্টোরিং ব্যাপারে আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা অস্বীকার করবার কিছু নাই যে বিভিন্ন সরকারী দালানের উপর স্লাপ দেওয়া হয়েছে। জল পড়ে কিন্তু জল কেন পড়ে আমরা তা জানিনা। আমি মনে করি এই সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন যে সমস্ত ইনভেষ্টিগেশন আছে এর মধ্যে একটা ইনভেষ্টিগেশন হওয়ার প্রয়োজন। আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী যিনি মেডিকেলে আছেন তিনি ধর্মনগর যাওয়ার পরে তাকে হাসপাতাল দেখান হয় কিভাবে জল পড়ছে, বিশেষ করে পাবলিক লাইব্রেরী, সেখানে বৃষ্টি আসলে ছাতা ছাড়া কেউ সেখানে থাকতে পারেনা। আমি অনুরোধ করব যে আমাদের যে ব্যবহার্য্য সিমেন্ট তা ঠিক কি না তা দেখা প্রয়োজন—বিশেষ করে আমি যখন হীরাকুঁদে গিয়েছিলাম তখন আমি দেখেছি যে সমস্ত সিমেন্ট আছে সেটা প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়। আমাদের এখানে এই ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। যদি না থাকে তাহলে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমি অনুরোধ জানাব যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সমস্ত রাস্তা, যে সমস্ত বাড়ী আমরা প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নিয়েছি সেগুলি যাতে অন্ততঃ পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারি। যদি তা না হয় তাহলে উন্নতি ব্যাহত হবে। যেমন আমাদের রাণীর বাজারে একটা সরকারী বিল্ডিং হচ্ছে রেডিও ষ্টেশন খোলার জন্য কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই মাটিতে বর্ত্তমান বিল্ডিংএর ভার সহ্য হবে না। যদি ইতিপূর্ব্বে এই মাটি পরীক্ষা করা হত তাহলে আমরা অতিরিক্ত ব্যয়ভার হতে রক্ষা পেতাম। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন টিলা জমির অভাব নাই তখন কৃষকের জমি কেন আমরা গ্রহণ করব। রাণীর বাজারের পরিকল্পনা আরও দূরূ হয়ে যাবে যদি আমরা তাড়াতাড়ি এটার ব্যবস্থা না করি, তাহলে বিল্ডিংএর অবস্থা খারাপ হতে পারে। বিশেষজ্ঞ যদি লাগে তবু এটা আমাদের দরকার, না হলে জনসাধারণের অর্থে যে কাজ করছি সেটা শুভ হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে কাঞ্চনপুর বাজারের নিকটে কয়েকটা পুল হয় সেজন্য আমি অনুরোধ করব।

৩—৭ মিঃ

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পাবলিক ওয়ার্কস ইনক্লুডিং রোড এবং কেপিটেল আউটলে অন পাবলিক ওয়ার্কস সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। যদিও এই ডিমাণ্ডে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার এটার পক্ষে অনেক ওকালতি করেছেন।

আজকে এটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে যদিও এই রাস্তাগুলি যেমন ধরুণ আগরতলা থেকে ধর্ম্মনগর, আগরতলা থেকে সাব্রুম, আগরতলা থেকে মনু, এগুলিকে ফলাও করে বলে উনারা বাহবা নিতে চেষ্টা করেছেন তবু আমি বলতে চাই যে সমস্ত রাস্তা করা হয়েছে আপনারা একটা জিনিষ লক্ষ্য করলে দেখবেন আগরতলা-আসাম রাস্তা বলে যে রাস্তা রাজ্যের মূল প্রাণকেন্দ্র বলে আমরা বলে থাকি এই রাস্তার কি কণ্ডিশন। দেখলে আপনারা আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। চাকমা ঘাট এলাকায় ১৯৫৯ সালে সোলিং মেটালিং হয়েছিল কিন্তু এখন ইটগুলি ভেঙ্গে গেছে। চম্পকনগর এর রাস্তার অবস্থা দেখুন। ১৯৬১ সালে দেখেছি ৪৭/৪৮ মাইল রাস্তা পিচ ফেলানো হয় কিন্তু রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ার গাড়ী ঝারকিং খেয়ে বিকল হয়ে যায়। আরও মজার কথা এই যে আর সি সি গাছকে কাটার পুল দিয়ে গোজামিল দেওয়া হয়। আমবাসা থেকে অমরপুর যাওয়ার রাস্তা সেখানে আজকেও রিং বসানো হয়নি। আমার কথা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত এস পি টি ব্রীজ দেওয়া হত এই সমস্ত ব্রীজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। নাগেশ্বরের জায়গায় বাজে কাঠ—শাল কাঠের জায়গায় গর্জন কাঠ ইত্যাদি দেওয়া হয়। এমন কি এস পি টি পুল যা ছিল, তাদের অনেকগুলির গত ফ্লাডে কোন চিহ্নই রইল না। গণ্ডাছড়া একটা কলোনী আছে এখানে কুলাইছড়া আছে পাশাপাশি। কিন্তু এখানে ১৯৫৯ ইং তে যে এস পি টি পুল দেওয়া হয়েছিল সেই পুলটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। এটার রিকন্‌ষ্ট্রাকশন এসেনশিয়াল। ইনটেরিয়রে গণ্ডাছড়া, কুলাইছড়ায় একটা টেম্পোরারী পুল ছিল, সেখানে মান্দার গাছ দিয়ে পুল দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীরা কণ্ট্রাক্টারের নিকট আপত্তি করেছিল কিন্তু কনট্রাক্টর বাবু বললেন যে তোমরা যদি আপত্তি কর তাহলে আমি পুল না দিয়ে চলে যাব। কোদাল গাছে হুলটেস্ক দেওয়া হয় এবং এই কনট্রাক্টর বাবু সম্ভবত আগরতলা থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত একচেটিয়া কণ্ট্রাক্টরী করেন। কিন্তু রাস্তার কাজগুলি হয় কিনা এদিকে দৃষ্টি আছে কিনা কর্ত্তৃপক্ষের সেটা আমি জানিনা। একটি রাস্তার কাজে নলিনী পুরকায়স্থকে দিয়ে সোলিং মেটেলিং কম্পলিট করা হয়েছে। স্পেসিফিকেশন—এ ছিল ৬″ সোয়েলিং মেটেলিং দেওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৪″, ৩॥″ দিয়েই তিনি কাজ করেছেন। এডমিনিষ্ট্রেশন কেন আছে? তাদের উচিত ছিল যে সমস্ত ডিসঅনেষ্ট কনট্রাক্টররা আছে তাদের কনট্রাক্ট ক্যানসেল করে দেওয়া। হালাহালি থেকে বাজারে আসে লোক এবং কুলাই থেকে ভাথাওরি পর্য্যন্ত একটা রাস্তা আছে এটাও এবং কাঞ্চনপুর থেকে সুরু করে পূর্ব্বপাড় হয়ে কমলপুর পর্য্যন্ত আসতে হয় কিন্তু পূর্ব্বপাড়ে এমন কোন উল্লেখযোগ্য বাজার নেই যেখানে মানুষ বাজার করতে পারে। ধলাই নদীও একটা মস্তবড় অন্তরায়। যার ফলে এনটায়ার পূর্ব্বপাড়ে কোন বাজার নাই। আমি শুনেছি যে কমলপুরে যাওয়ার জন্য একটা পুল ছিল কিন্তু সেখানে এখন শুধু কয়েকটা কাঠ আছে। হালাহালিতে একটা এস পি টি ব্রীজ করা দরকার এবং এই সমস্ত টাকা যেন পাবলিক ইণ্টারেষ্টের জন্য ব্যয় করা হয় তার জন্য আমি বক্তব্য রাখছি। আজকে যেখানে আমাদের রাস্তার পরিকল্পনায় কমলপুর থেকে খোয়াই, কমলপুর থেকে কৈলাসহর রাস্তা হওয়া দরকার তা আমি বলেছি যদি রাস্তা হয় তাহলে কমপক্ষে ১৫/১৬ মাইল রাস্তা কাটা হউক। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—এর মারফতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি যে করাপশান যাতে এই ডিপার্টমেণ্টে না থাকে সেজন্য আমি অনুরোধ রাখছি এবং আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Dutta.

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের উপর ২টি ডিমেণ্ড রেখেছেন তার আমি সমর্থন করি। এখানে এই ২টি ডিমাণ্ডে ৪ কোটী টাকা মূল বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করা হয়েছে এবং এই টাকা দিয়ে এই ডিপার্টমেণ্টের চলতি আর্থিক বৎসরের যাবতীয় কাজ সঙ্কুলান করতে হবে। এই বিভাগে রয়েছে রোড্স, বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশান, মেইনটেনান্স এবং বিভিন্ন বিভাগ যেমন এডুকেশান, মেডিকেল, পুলিশ প্রত্যেকটি বিভাগের কনষ্ট্রাকশান-এর কাজ পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টকে করতে হবে। এই টাকা তার জন্য ধরা হয়েছে। এই যে একটি বিভাগ মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন আমাদের ষ্টেটে পি, ডবলিউ, ডি, নাই এটা সত্য নয়। তিনি বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন যে আমাদের বিভাগে অনেক লোককে অন্ ডেপুটেশানে বাহিরের থেকে আনা হয়েছে সে কথাটা বলতে গিয়ে তিনি অন্যরকম বলেছেন। আমাদের ত্রিপুরা একটা ষ্টেট নয়, এটা একটা টেরিটরি, আমাদের সরকার ইউনিয়ান টেরিটোরির সরকার। আমাদের পি, ডব্লিও, ডি, বিভাগ আছে। আমাদের বিজ্ঞ কর্ম্মচারীর অভাব আছে। কাজেই বাইরে থেকে আমাদের বহু ছেলেকে অন্ ডেপুটেশানে আনা হয় এবং তার জন্য বহু টাকা খরচ হয় ডেপুটেশান এলাউন্স দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরার কোন ছেলে যদি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকুরী না পায় তাহলে অত্যন্ত দুঃখের কথা। কিন্তু আমি যতটুকু শুনেছি সেটা হচ্ছে এই যে কয়েকটি ছেলেকে কতকগুলি আইন ঘটিত বাধার জন্য এখানে চাকুরী দেওয়া যায় নাই। তবে এই সমস্ত বাধা দূরীকরণের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী সচেষ্ট আছেন। তবে সমস্ত ছেলেই কাজ না পেয়ে বাহিরে চলে গেছেন একথা সত্য নয়। এমন বহু ছেলে আছে যারা বেটার চান্স পেয়ে বাহিরে চলে গেছেন একথা আমি জানি। গত বৎসর পলিটেকনিক থেকে যারা পাশ করেছেন তাদের ত্রিপুরাতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

আমাদের ২৬৯ মাইল ব্লেক টপ রাস্তা, পাকা রাস্তা ১০৬ মাইল, জীপ চলাচলের উপযোগী ৪০১ মাইল রাস্তা, ফুট ট্রেক ২৪৫ মাইল, ১৭৬৮ মাইল শ্রেণীহীন রাস্তা রয়েছে। চলতি সনে এই সমস্ত রাস্তাগুলির মেরামত ও মেইনটেন্যান্সএর ব্যবস্থা এই বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে করতে হবে। বাজেট দাবী আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা যে আসাম-আগরতলা রাস্তার কথা বলেছেন সেটার কথা আমরাও বলছি। এই যে রাস্তা যাকে আমরা ত্রিপুরার লাইফ লাইন বলে থাকি সে রাস্তাটি সম্পর্কে পি, ডব্লিও, ডি, ডিপার্টমেণ্ট আরেকটু সতর্ক থেকে রাস্তার মেইনটেন্যান্স করা দরকার। কারণ গত বর্ষায় এই রাস্তাটি কোন কোন জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে এবং জনসাধারণের অশেষ লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আগামী বর্ষায়ও এর সম্ভাবনা আছে বলে আমি আগেও বলেছি এবং এখনও আশঙ্কা করি। এখন থেকে তৎপর হয়ে যদি সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে এই আশঙ্কাকে দূরীভূত করা না হয় তাহলে সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হবে।

মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা বলেছেন যে প্রত্যেক বৎসর black toppingএর কাজ হচ্ছে, একথাটা ঠিক নয়। কোন জায়গা যখন damage হয় তখন সে জায়গায় কিছু কিছু কাজ এ ধরনের হয়ে থাকে। চলতি বৎসরেও বহু কাজ চলছে এবং ৪৬/৪৮ মাইলের ভিতরে যে Milepost রয়েছে, সে সমস্ত জায়গায় কিছু পরিমান রাস্তা খারাপ হয়েছে এটা সত্য কথা। পাহাড়ের বিশেষ ধরনের অবস্থানের জন্য রাস্তা এসব জায়গায় খারাপ হয়। কারণ সূর্য্যকিরণ থেকে সে সমস্ত জায়গা বঞ্চিত বলে এবং ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে প্রত্যেক বৎসর এ সমস্ত জায়গা খারাপ হয় এবং প্রত্যেক বৎসরই ডিপার্টমেণ্ট থেকে maintenance এর কাজ করা হয়। আশা করি এই চলতি বৎসর এর মধ্যে এই রাস্তার black topping এর কাজ শেষ

হয়ে যাবে। এই বাজেট বরাদ্দ থেকে আমরা যে সমস্ত কাজ start করছি তার মধ্যে হচ্ছে S. D. O.-র অফিস, ছাত্রদের Hostel, মেয়েদের Hostel ইত্যাদি। এ-সম্পর্কে আর একটি কথা বলছি যে কমলপুর যে তহশীল অফিসটি রয়েছে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, তহশীলদারের কোয়ার্টার যেটা ছিল তার কোন অস্তিত্ব নেই। ভদ্রলোক একটি গুদাম ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। এটা যে কেন এই List থেকে বাদ গেল তা আমি বুঝতে পারলাম না। আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে শতকরা ৫ ভাগ এর বেশী above schedule হলেই সে estimate sanctionএর জন্য দিল্লী পাঠাতে হয়। এটা সত্য নয়। মাননীয় সদস্য ভুল জেনেছেন বলে আমার মনে হয়। কারণ শতকরা ১০ ভাগ পর্য্যন্ত Executive Engineer concerned এর sanction দেওয়ার এবং বিলি করার ক্ষমতা আছে। তারাই দিতে পারেন। ৫ লক্ষ টাকার উপর এসটিমেট হলে পরে অর্থাৎ above schedule হলে পরে দিল্লী পাঠাতে হয়। সাধারণ কাজের জন্য ২৫ হাজার, ৩০ হাজার, ৫০ হাজার-টাকার জন্য পাঠাতে হয় না। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এটা একটা লুট করার ডিপার্টমেণ্ট, এটা ঠিক নয়। প্রত্যেক বৎসরই maintenance এর জন্য tender call করা হয় এবং অনেক কন্‌ট্রাক্টার অত্যন্ত Low rate এ tender submit করে। কিন্তু work order issue করার পর আর কাজ করতে সক্ষম হয়না। তখন অবশ্য ডিপার্টমেণ্টের উচিত channalise করা। তখন বাধ্য হয়ে সরকারকে এ'সমস্ত কাজ করতে হয়। অনেক সময় হয়ত কনট্রাক্টারদের দিয়ে যে টাকা খরচ হত তার চেয়ে বেশী খরচ হয় এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য লুট করা হচ্ছে একথা আমি স্বীকার করি না। মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন যে ১৫ বৎসর আগের ত্রিপুরা এবং বর্ত্তমান ত্রিপুরা এক নয়। যে রাজ্যে রাস্তা ঘাট ছিল না এখন সেখানে বহু রাস্তা ঘাট হয়েছে। তার ফিরিস্তি আমি আগেই দিয়েছি। কাজ করতে গেলে কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক হবে। Office building এর কাজ যারা করেন তারা জানেন যে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে। কাজ না করলে ত্রুটি বিচ্যুতি হবেনা। Building খারাপ হলে পরে ছাদ দিয়ে জল পড়বে এটা স্বাভাবিক। মাননীয় সদস্য শ্রী করুণাময় নাথ চৌধুরী এবং অন্যান্য সদস্যও একথা বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অনুমতি দিলে পরে এ সম্পর্কে আমি একটি গল্প বলতে পারি। এটা ঘটেছে বিহারে। একজন অফিসার তাকে কোয়ার্টার allot করা হলে পরে complain করেছেন যে তার ঘরেব ছাদ দিয়ে জল পড়ে। তার উত্তরে বলা হল যে, জল পড়বে না কি দুধ পড়বে? ছাদ খারাপ হলে জলই পড়বে, দুধ পড়বে না। Simple building এর ছাদ আমরা করি। তার ছাদ খারাপ হতে পারে অসম্ভব নয়। তবে অবিলম্বে সেটা মেরামত করা উচিত। Building construction, Engineer এর ত্রুটির জন্য হতে পারে। আবার কনট্রাক্টারদের ত্রুটির জন্যও হতে পারে, আবার materials এর জন্যও হতে পারে। অনেক জায়গায় দেখা গেছে cement এর ত্রুটির জন্যও হয়ে থাকে। কাজেই যেখানে তিনটি factor রয়েছে তার যে কোন একটার ত্রুটির জন্যই হতে পারে। একটা কথা মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে, বাহির থেকে যে সমস্ত technical person আনা হয় তাদের requisite qualification থাকে না। যার জন্য এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকে। কিন্তু আমি বলব এ কথা সত্য নয়। কারণ qualification ছাড়া ২।৪ মাস থাকতে পারে, তার বেশী থাকতে পারেনা। এই সমস্ত কর্মচারী যারা আছেন তাদের, আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকার যোগে রিক্রুটমেণ্ট করে থাকেন। কাজেই তাদের requisite qualification নেই এ কথা বলা উচিত নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব আরও একটা কথা বলেছেন যে staff quarter জন্য জায়গা acquisition করে সেই জায়গায় quarter না করে অন্য জায়গায় করা হয়। কেন এটা করা হল না এবং অন্য কাজে এ জায়গা দেওয়া হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা।

৩-৩২ মিঃ।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Sunil Chandra Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— তারপর জুডিশিয়াল কমিশনারের কোর্টের যে কোয়াটার করার কথা ছিল তা নাকি করা হয় নাই। যে জায়গায় করার কথা ছিল সে জায়গা requisition করা হয়েছে। তাতে নাকি ৩০,০০০ হাজার টাকা নষ্ট হয়েছে। হয়তঃ অন্য কোন প্রয়োজনে সেই জায়গার জমি আমরা দখল করেছি। তবে জায়গা যখন দখল করা হয়েছে তখন মালীককে ক্ষতি পূরণ দিতেই হবে। তারপর ধর্ম্মনগর কালাছড়ার রাস্তা নাকি Negotiation এ দেওয়া হয়েছে। এটা মাননীয় সদস্য যে কোথা থেকে আনলেন তা বুঝতে পারছি না। আমি যতটুকু জানি বর্ত্তমানে Negotiation এ কোন কাজ দেওয়া হয় না। পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে tender call করা হয়। তবে কখন কখন অফিসের নোটীশ বোর্ডে বিজ্ঞাপন দিয়েও tender call করা হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ Council এর আমলে বলেছেন যে T. T. C. বিজ্ঞাপনের অফিস। অহেতুক জন সাধারণের অর্থ অপচয় করা হয়। তারপর বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে কয়েকটি কনট্রাকটারকে লক্ষ লক্ষ টাকা contract দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইট কাট দিয়ে পোড়াবে না কয়লা দিয়ে পোড়াবে এই নিয়ে সময় নষ্ট হল কিন্তু ইট আর তৈরী হল না। এ ধরণের কার্য্য যদি পুর্ত্ত বিভাগে হয়ে থাকে তবে তাহার তদন্ত করবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব। তারপর বলা হয়েছে যে J. C. Roy নামক এক কনট্রাকটারকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, ইটের জন্য। তিনি ইট পোড়ান নাই, মাল supply না দিয়েই তিনি টাকা নিয়ে গেছেন। এটা হতে পারে না। মাল supply না দিয়েই টাকা নিয়ে গেছে তা হয় না। তবে পূর্ত্ত বিভাগে একটা কথা আছে work done but not measured. এ সব সংস্থায় ক্যেন কোন জায়গায় কনট্রাকটারদের ২।৪।৫ হাজার টাকা বেশী দেওয়া হয় এবং তারা সেই কাজ শেষ করে দেন। কোন কাজ করে না দিয়েই এক লক্ষ টাকা নিয়েছেন এ কথা বিরোধী পক্ষ বললেও আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না। এই ধরণের একটা ঘটনা একেবারে অস্বাভাবিক। কাজেই যে দোষ ত্রুটির কথা বিরোধী পক্ষের সদস্য বলছেন তা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই দেখবেন। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কনট্রাকটারকে যে মাল মশল্লা দেওয়া হয়েছিল কনট্রাকটার সেই সব মাল মশল্লা বিক্রি করে দিয়েছে। আমাদের আগরতলায় জুডিশিয়াল কমিশনারের কোর্টে যে একটা building হয়েছে তাতে নাকি এই রূপ হয়েছে। আমি জানি যে কনট্রাকটার নানাবিধ ভাবে ডিপার্টমেন্টের সাথে আবদ্ধ থাকে এবং এইভাবে মাল মশল্লা বিক্রি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সব মাল মশল্লা যা তাদের দেওয়া হয় সে সব জিনিষের জন্য তারা দায়ী থাকে। এরকম যদি কিছু হয়ে থাকে তবে মাননীয় সদস্য Houseএ না বলে, অবশ্য House-এ বলার অধিকার তাঁর রয়েছে, তখন পূর্ত্ত বিভাগে বললেই ভাল হত। আপনারাও তো জনসাধারণের স্বার্থ, পাব্লিক মানী রক্ষার দায়িত্ব রাখেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই পারতেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা বলেছেন যে R. C. C. Culvert না দিয়ে কাঠের কালভার্ট দেওয়া হচ্ছে। সাময়িকভাবে এই কাঠের পুল R. C. C. এর পরিবর্ত্তে কোন কোন জায়গায় দেওয়া হয়েছে। এইগুলি সাময়িক পুল বা Fair weather bridge বলা হয়। এগুলো মাত্র ৬ মাসের জন্য দেওয়া হয়। এগুলিতে, তিনি বলেছেন, মান্দার গাছ ব্যবহার করা হয়। তাতে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। আমরা কমলপুর—আমবাসা রাস্তায় এরকম পুল দেখেছি। Any wood can be used in temporary bridge. কমলপুর—কুমারঘাট

রাস্তা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন গত বৎসরই সেই রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে, তা'হলে আর এই বৎসর সেই রাস্তায় কাজ হচ্ছে কেন ? মাননীয় সদস্য কি জানেন না যে, গত বৎসর বন্যা হয়ে সেই রাস্তা নষ্ট হয়েছে এবং যে কাজ করানো হচ্ছে তা flood damage repair হিসাবেই করা হচ্ছে। তারপর আপনি বলেছেন কণ্ট্রাক্টারের কাজ cancel করার কথা। এই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টের অনেক আইন ঘটিত সমস্যা রয়েছে এবং তা সহজে করা যায় না। আপনি আরও বলেছেন যে বাজে কণ্ট্রাক্টারের কাজ cancel করে সৎ কণ্ট্রাক্টারকে কাজ দেওয়া উচিত। এইসব কাজের জন্য টেণ্ডার কল করা হয় এবং তাতে যে কণ্ট্রাক্টার lowest rate quote করবেন তাকেই কাজ দেওয়া হয়। তিনি সৎ কি অসৎ তার প্রশ্ন দাঁড়ায় না। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন, হালাহালি থেকে মরাছড়া পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা তার কাজ T. T. C-র আমলে স্বরু হয়েছিল, তবে সম্পূর্ণ হয়নি। কমলপুর মহকুমায় যে এলাকা তাতে নানা অসুবিধা রয়েছে। সেই আঠারমুড়া, লংথরাই পাহাড় এই সবের মাঝে যে উপত্যকা তার প্রস্ত ৮ মাইল থেকে ১০ মাইলের বেশী হবে না। অতএব আমবাসা থেকে পূর্ব্ব দিকের উপত্যকার মধ্য দিয়ে ২/৩ মাইলের মত ছোট রাস্তা করা যেতে পারে। Village road হতে পারে। সেই ধরণের একটা রাস্তায় কমলপুর গ্রামবাসী জনসাধারণের একটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা হবে না। মাননীয় সদস্য নিশ্চয় অমরপুরে দেখেছেন এই রাস্তায় ততটা সুযোগ সুবিধা হয় না। তাই যে দাবীটা উত্থাপন করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

3-43 P. M.

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে দুই চারটা কথা বলব। Corruption সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব অনেক কথা বলেছেন। আমরা সাবরুম ডিভিসনে দেখতে পাই যে সাবরুম S. D. O's অফিস দীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবত দাড়িয়ে আছে। অথচ যত নূতন নূতন buildiug হচ্ছে তার সবগুলিই ঝড় বৃষ্টিতে পড়ে যাচ্ছে। Corruption যে এতে কতখানি তার একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। একটাই দিলাম আর বেশী দিয়ে কাজ কি। কথা হচ্ছে ত্রিপুরায় মহারাজার আমল থেকে রাস্তাঘাট ছিল না। তখন পার্শ্ববর্ত্তী জায়গাগুলি ছিল British এর অধীনে। তাতে রেলপথ ছিল এবং সেই রেলপথে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা ছিল। কিন্তু একেবারেই কিছু ছিল না তা বলা যায় না। পাকিস্তান হওয়ার পর সেই সুযোগ সুবিধাগুলি আমরা হারিয়েছি। তার ফলেই রাস্তা ঘাটের প্রয়োজন বেশী। কিন্তু আমরা দীর্ঘ ১৫ বৎসরে কতটা করেছি সেইটেই হল কথা। আমাদের সেই যে Life Line, সেই আসাম আগরতলা রোডের কথাই বলছি। আপনারাই বলুন সেই রাস্তায় বার মাস চলা যায় কিনা। বর্ষার সময়ে বিভিন্ন জায়গায় Bridge গুলো নষ্ট হয়ে যায়। আগরতলা হতে যদি বর্ষার সময়ে সাবরুম যেতে হয় তখন ৫।৭ দিন বসে থাকতে হয়। কখনও কখনও ৫/৭ দিন bus বন্ধ থাকে। পত্রিকাগুলি সাবরুম পৌছিতে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগে। এই হল আমাদের রাস্তা ঘাটের চেহারা। আমি সাবরুমের কথাই বলছি। সাবরুম মহকুমায় পাঁচটি তহশীল আছে—সাবরুম, মনু, ঘোড়াকাপা, আমলীঘাট ও সমরেন্দ্রনগর। এই পাঁচটি তহশীলের মধ্যে মনু এবং সাবরুম ছাড়া বাকী তিনটী

তহশীলে যাওয়ার কোন রাস্তা নাই। সেই তহশীলগুলি হল আমলীঘাট, ঘোড়াকাপা এবং সমরেন্দ্রনগর। এই তহশীলগুলির মধ্যে করেষ্ট অফিস রয়েছে, বি, ও, পি রয়েছে। কিন্তু কোন রাস্তা নেই। অবশ্য আপনারা বলতে পারেন যে উদয়পুর ঘুরে যাওয়া যায় সেটা ঠিক। তবে কোন সোজা রাস্তা নেই। সমরেন্দ্রনগর যাওয়ার কোন রাস্তাই নাই। সেই বিলোনীয়া দিয়ে যেতে হলে দীর্ঘ ৪০।৫০ মাইল ঘুরে যেতে হবে অথচ সোজা রাস্তা হলে ১০।১৫ মাইল হবে। সেই বিলোনীয়া ঘুরে ঘোড়াকাপা যেতে হবে তাছাড়া কোন রাস্তা নাই। কোন দিক দিয়েই নেই। অথচ আপনারা বলবেন অনেক রাস্তা হয়েছে, ত্রিপুরার অনেক উন্নতি হয়েছে। কি করে যে হল তা আমি বুঝতে পারি না। আমরা যে জায়গাটা দেখছি তার মধ্যে তেমন রাস্তাঘাট কিছুই দেখতে পাই না। এই রাস্তাগুলি আমাদের এই বাজেটে additional item হিসাবে ধরা হউক যাতে পুল ইত্যাদি দ্বারা তহশীল কাচারীগুলিকেও যোগ করা যায় এইটেই আমার দাবী।

Mr. Speaker :– I would now call on Shri Abdul Wazid.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমাদের অর্থমন্ত্রী যে Demand No. 26 and 39 উত্থাপন করেছেন তার সমর্থন করি। এটার সমর্থন করতে গিয়ে আমি বিরোধীপক্ষের যে আলোচনা, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি। তাঁরা বলেছেন আমাদের এখানে যে নূতন নূতন বিল্ডিং হচ্ছে, রিপেয়ারিং হচ্ছে, তা পূর্ত্ত বিভাগের হাতে আছে এবং এই সব কাজের কোন checking হয় না। তাতে লুটের রাজত্ব চলছে। তা আমি স্বীকার করিনা। দোষ ত্রুটি থাকতে পারে তাই বলে, লুটের রাজত্ব চলছে এ কথা বলা যায় না।

আমি এটা বুঝতে পারি না যে, আমাদের P. W. Department, একটা লুঠের ডিপার্টমেণ্ট কি করে হ'ল। অবশ্য দোষ ত্রুটি আছে কিন্তু সেটা একটা লুঠতরাজের ডিপার্টমেণ্ট নয়। যে সব Overseer ইত্যাদি থাকেন ত'ারা Final measurement দেখেন। তবুও যদি কোন কাজের ত্রুটীর জন্য দরখাস্ত করে থাকে কেউ, তাহলে আমাদের Executive Engineer এবং P. E. সেটা দেখেন। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করার জন্য বাহির থেকে যাদের আনা হয়েছিল ত'ারা ত্রিপুরাতে আছে। বাহির থেকেই লোক আনব আর ত'াদের প্রতি আমরা বিরূপ মনোভাব রাখব, সেটা উচিত নয়। ত'াদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এটা সত্যি কথা, যদি আমাদের দেশের কোন ছেলের যোগ্যতা থাকে এবং সে যদি কাজের জন্য দরখাস্ত করে এবং কাজ না পায় তা হলে শুধু ওনারাই নয়, সারা ত্রিপুরাবাসীই খারাপ বলবেন। এখানে "Bridge" সম্পর্কে বলা হয়েছে। উনি এমন একটা প্রমাণ আমাদের সামনে রেখেছেন যে, B. K. Road এর J. M. Choudhury, সামসুদ্দিন এবং অন্যান্যরা যে কাজ নিয়েছেন, তা নিয়েছেন 30% above schedule. যদি আমরা 5% Lessএ Contractor পাই তাহলে above schedule rateএ সে কাজ দেওয়াটা বিস্ময়ের বস্তু। আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, যেন তিনি এটা enquiry করে দেখেন। তারপরে বলেছেন একজন Contractorকে ৬,০০০/- টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। অথচ রাস্তার কোন নাম নাই। যদি সে রকম কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা যখন ত্রিপুরাকে গঠন করছি ঠিক সে সময়ে যদি এরকম ঘটনা ঘটে তা হলে সেটা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। এরপর

সাব্রুম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে আমরা সব জায়গায়ই রাস্তার কাজ করেছি কিন্তু সাব্রুমে কোন কিছু করা হয়নি। যদি ত্রিপুরাকে সুন্দর করতে হয় তাহলে Communicationএর দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আজকে আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগ থাকার দরুণ এটা একটা Central Communication-এর স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর আমাদের ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়েছে। তবে সাব্রুম খুব দক্ষিণ সীমান্তে। ধর্মনগরের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই এবং আগরতলার সঙ্গেও কোন যোগাযোগ নেই। সুতরাং জিনিষপত্র নেওয়ার জন্য নানা রকম অসুবিধা আছে। First Five Year Planএ হাত ছিল না। Second Five Year Planএ অনেক কিছু হয়েছে। তারপর তারা দেখবেন যে আরও হয়েছে। আমাদের Planকে successful করবার জন্য আমাদের এই টাকা খরচ করা দরকার এবং এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ত্তমান বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে।

এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি কতকগুলি suggestion রাখতে চাই। আমরা বহু টাকা খরচ করেছি মনু নদী, দেও নদী প্রভৃতির জন্য। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। কিন্তু কেন জানিনা কোন কোন জায়গায় ভাংগন ধরেছে। আমি আসামে নদীর মধ্যে বাঁশের spur দেখেছি, কাঠেরও spur দেখেছি। এগুলি আমাদের এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। না হলে ভবিষ্যতে এমন অবস্থা হবে যে নদীর দুই দিকের মাটি সরে যাবে এবং নদীর পুল মাঝখানে ঝুলে থাকবে এবং রাস্তা block হয়ে যাবে। সুতরাং আমি অনুরোধ রাখব যে, আমাদের পুল রক্ষার জন্য যদি permanent কোন কিছু করতে হয় তা হলে সময় মত যদি আমাদের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন না করি তাহলে বলা যায় না হঠাৎ কোন দিন রাস্তা block হয়ে যাবে। তেলিয়ামুড়া ব্রীজের অবস্থা তাই। বর্ত্তমানে construction করা হচ্ছে। অবশ্য আমাদের ত্রিপুরার বিশেজ্ঞদের মতে কাজ চলেছে, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা ঠিকভাবে হচ্ছে না। সেজন্য ভাল ইঞ্জিনীয়ারকে এনে কিভাবে নদীর স্রোত থেকে রক্ষা করা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ রাখব। একটা জিনিষ আমি দেখছি যে আসামের ব্রীজগুলির মধ্যে spur নেই। সেখানে নদীর যে length আছে সেটা আরও দুই দিকে বৃদ্ধি করে, ১২ থাকলে ৩৬ স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়, নূতন মাটি ভরাট করতে হয়, যাতে নদীটা ব্রীজের মাটিটাকে সরিয়ে নিয়ে ব্রীজটাকে পৃথক করে না দিতে পারে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে প্রত্যেক ব্রীজে spur আছে। ব্রীজের যারা স্পেসিফিকেশান করেন তাঁরা এটা লক্ষ্য রাখবেন এই জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। প্রত্যেকটি ব্রীজের মধ্যে শালের পাইর বা নাগেশ্বরের পাইর থাকে এবং কনট্রাক্টররা সেই শালের জায়গায় নাগেশ্বর, জারুল দিয়ে কাজ করে। আমি যতটুকু জানি আমাদের ত্রিপুরাতে নাগেশ্বর এবং জারুলের সংখ্যা খুব কম এবং যে কয়েকটি গাছ আছে তাদের বয়সও খুব কম। ১০।১৫ বা ২০।২৫ বৎসর এই রকম হবে। কিন্তু ৫০।৬০ বছরের কমে নাগেশ্বর matured হয় না। এই ৩।৪ বছর বা ৬।৭ বছর বয়সের নাগেশ্বর গাছ দিয়ে কাজ করা হয় বলেই এই ব্রীজগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের ত্রিপুরাতে শাল খুব পাওয়া যায়। যেহেতু আমাদের ত্রিপুরাতে শাল available এবং নাগেশ্বরের দাম বেশী সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যেন নাগেশ্বর বাদ পড়ে এবং শাল দিয়ে কাজ চালানো হয়। এই কথা বলে আমি বাজেটের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

৪-৪৫ মিঃ।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীহরিকুমার আঙ্ মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার cut motion এর সমর্থনে দু'একটি কথা বলতে চাই। আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় বাজেট পেশ করতে গিয়ে বলেছেন বিরোধী দলের সদস্যরা এটার বিরোধীতা করবে। বিরোধীদল এই অভিযোগ আনবে যে নিজ নিজ নির্ব্বাচন কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার জন্য এই টাকা ব্যয় করা হবে ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে আমি বলব এই কথা যে, কোন্ এলাকায় কিভাবে কাজ হয়েছে, মন্ত্রী বা কোন্ মেম্বারের এলাকায় কতটুকু কাজ হল, প্রয়োজন অনুসারে sub-division-wise কাজ হল কিনা তার কোন হিসাব এখানে দেওয়া হয় নি। কারণ সেই দিকে ভয় আছে বলেই এরকম উক্তি মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ দিয়ে বেরুল। হয় ত নির্ব্বাচন কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার জন্য খরচ করেছেন। এই House এর মধ্যে প্রত্যেকেই অভিযোগ আনছেন, ত্রুটী বিচ্যুতি অনেক আছে। তাহলে প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে ডিপার্টমেণ্টে দুর্নীতির একটা বাসা বেঁধেছে। এক বছর দুই বছর নয়, ১৫ বছর ধরে এই দুর্নীতি তার বাসা বেঁধে আছে এবং সেই দুর্নীতি দূর করার জন্য চেষ্টা যদি থেকে থাকে এবং সেই চেষ্টা কতটুকু কার্য্যকরী হবে, সেটা যারা শাসন ক্ষমতায় বসে আছেন, তারা কতটুকু কাজ করবেন, তার উপর নির্ভর করছে। আমাদের সামনে অনেক দায়িত্ব তুলে ধরলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কতটুকু হবে তা আমরা বলতে পারি না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট যে একটা দুর্নীতির স্থান এই বিষয়ে প্রত্যেকেই যার যার অভিমত রেখেছেন। অনেক সদস্য বলেছেন যে মহারাজের আমলে যেসব ঘর ছিল তার চেয়েও এখন যে সমস্ত ঘর তৈরী করা হয়, সেগুলো খারাপ। কারণ এ সমস্ত ঘর সামান্য তুফানেই ভেঙ্গে যায়। একজন ধর্ম্মনগর হাসপাতাল সম্পর্কে বলেছেন যে তার ছাদ দিয়ে জল পড়ে এবং তার কোন investigation এখন পর্য্যন্ত হয়নি। প্রত্যেক সদস্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা investigation হউক এটা চাইছেন। আমারও অভিমত যে একটা Central investigation এর ব্যবস্থা করা হউক এবং এতে যদি বিলম্বও হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। কারণ আমাদের যে ভবিষ্যত পরিকল্পনার কাজ রয়ে গেছে সেটা সুষ্ঠুভাবে হতে পারবে। কন্‌ট্রাক্টারগণ এই যে দুর্নীতি চালিয়ে আসছে সেই দুর্নীতির শিরা বন্ধ করতে না পারলে সেটা স্তরে স্তরে উঠে যাবে। তৃতীয় পরিকল্পনার যেসমস্ত কাজ এখনও বাকী আছে সেগুলিকে successful করার জন্য যাতে ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের কণ্ট্রাক্টার, এস, ডি, ও যারা রয়েছেন, তাদের থেকে কাজ পাই তা দেখা দরকার এবং সে দিকে নজর রাখা কর্ত্তব্য। তাই Central থেকে investigation একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, এবং সেটা অবিলম্বে করা হউক। একটা কথা হচ্ছে এই যে, অনেক জায়গায় Councilএর আমল থেকে ভিলেজ রোড্ করা হয়েছে। টাকাও খরচ করেছি অথচ এই রাস্তাগুলো কতটুকু মানুষের প্রয়োজনে আসল সেটা আমরা দেখিনা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রাস্তায় যে পুল রয়েছে তার উপর Culvert দেওয়া হয়নি। সামান্য বৃষ্টিতে, নদী, ছরা প্রভৃতি ডুবে যায় এবং মানুষ চলাচলের অসুবিধা হয়। আমার ডিভিশনে জুলাইবাড়ী Tribal welfare থেকে একটা রাস্তা হয়েছে। এটা প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষায় ডুবে যায়। কারণ এখানে ব্রিজের ব্যবস্থা করা হয়নি। রাস্তার কাজের মধ্যে মাত্র মাটি কাটার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে ব্রিজের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দেখিনা, এই হল অবস্থা। আমরা যে কাজ করছি তা জনসাধারণের কাজে লাগছে কিনা সেটা আমাদের প্রশ্ন। কাউনসিলের আমলে আমরা একটা Council of investigation করার জন্য বলে আসছি। সেটা হয়েছে কিনা জানিনা এবং সেটা হলেও আদৌ কোন কাজ করছে কিনা, সেটা আমরা জানতে পারিনি। লাউগাং থেকে শান্তিরবাজার একটা রাস্তা তৈয়ারীর ভার একজন কন্‌ট্রাক্টারকে দেওয়া হয়েছিল। সে তার সম্পূর্ণ টাকাটা তুলে নিয়েছে। রাস্তার কাজের মধ্যে সে শুধু ঘাস কাটা ছাড়া অন্য কোন কাজ করেনি। লাউগাং থেকে বিলোনীয়া পর্য্যন্ত একটা

রাস্তা কাউন্সিলের আমল থেকেই sanction করা ছিল। এই রাস্তার টাকা কন্ট্রাক্টর তুলে নিয়েছে কিনা আমরা জানিনা। এই কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন আমাদের উপমন্ত্রী শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরীর ছেলে। কাজ কিছুই হয় নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনারা যদি সেখানে যান তাহলে দেখতে পাবেন একটা নক্সা ছাড়া সেখানে রাস্তা আদৌ হয়নি। শুনতে পাই টাকাটা সেই ভদ্রলোক তুলে নিয়েছেন। আরেকটা রাস্তা হল কুলাই থেকে শান্তিরবাজার সেটাও সেই ভাবে পড়ে রয়েছে। এই হল আমাদের রাস্তার কাজ কর্ম্মের অবস্থা। এই জন্য আমি একথা স্পীকার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে এইগুলি যাতে অবিলম্বে দেখা হয় এবং ঠিক্ ঠিক্ ভাবে জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারে সেদিকে নজর রাখা দরকার। তা না হলে আমাদের টাকাগুলি misuse করা হবে। আমরা কন্ট্রাক্টর পুষে রাখি কিন্তু তাদের থেকে কোন কাজ আদায় করিনা। এই সমস্ত টাকা দলীয় স্বার্থরক্ষায় যদি খরচ করা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। এই দিকে নজর দিয়ে যাতে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কাজ ঠিক ঠিক চলে সেই অনুরোধ আমি করব। আরেকটা কথা এই যে, Construction of Senior Basic School at Baikhura, বাজেটের মধ্যে নাই। এটা একান্ত জরুরী কাজ এবং সেটা কার্যকরী করা অবিলম্বে প্রয়োজন। কারণ সেখানে অনেক ছাত্র পড়ছে। ঋষ্যমুখে Junior High School এটার Construction একান্ত কর্ত্তব্য বলে মনে করি। আরেকটি হল শান্তিরবাজার Junior High School—এখানেও Construction হয়নি। এর জন্য স্পীকারের মাধ্যমে মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখছি। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Prafulla Kumar Das.

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, Demand No. 26 and Demand No 39 এই খাতে মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন আমি তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। এই দুইটি Demandএ আমাদের আগামী এবং চলতি Financial yearএ, যে লক্ষ্য রেখে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা ত্রিপুরার সর্বাংগীন কল্যাণের সহায়ক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জন্য আমি এটা সমর্থন করছি। বাজেট লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমাদের বিভিন্ন কাজের details দিয়ে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, তাতে রয়েছে অনুন্নত ত্রিপুরার কৃষি, শিল্প ইত্যাদি। সর্বাংগীন কল্যাণের জন্য রাস্তা ঘাট একান্ত প্রয়োজন। তাই রাস্তা ঘাট বিগত দুইটি পরিকল্পনার কালে সন্তোষজনকভাবে উন্নত হয়েছে। সেটাকে আরও বেশী-সর্বাংগীন কল্যাণে বেশী উন্নতি করার জন্য চেষ্টা রয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যগণ এই বাজেটের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু একথা বলতে পারেন নি যে রাস্তা ঘাটের প্রয়োজন নেই। P. W. D. প্রথম পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও সন্তোষজনক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে এসেছে একথা অস্বীকার করাতে পারেননি। যেখানে প্রাক্ পরিকল্পনাকালে মাত্র ৬৭ মাইল রাস্তা ছিল সেখানে এখন পীচঢালা রাস্তা পাচ্ছি ২৬৯ মাইল, Jeepalble road ৪০১ মাইল পাকা রাস্তা ১০৬ মাইল এবং unclassified রাস্তাও আছে। একথা অস্বীকার করতে তারা পারেন নি। কাজেই এটাদেখেই আমরা বুঝতে পারি যে ত্রিপুরায় যেখানে যোগাযোগের রাস্তা ছিলনা, রাস্তার অভাবে যেখানে মানুষের অতিশয় লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত কৃষক শ্রমিক নির্ব্বিশেষে অসুবিধা ভোগ করতে হত P. W. D. অল্প সময়ের মধ্যে সেই যোগাযোগের পথ সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই এই যে বলা হচ্ছে ত্রিপুরার যোগাযোগ অভাবে মানুষের অশেষ কষ্ট হচ্ছে, কৃষক, শ্রমিকদের অসুবিধা হচ্ছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে সব অসুবিধা দূর করা অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। পূর্ত্ত বিভাগ এই অল্প সময়ের

মধ্যে অনেক অগ্রগতি করতে পেরেছে তা অস্বীকার করা যায় না। সেইদিকে লক্ষ্য না করে তাঁরা শুধু কতগুলি খারাপ দিক তুলে ধরেছেন। সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্য তাঁদের এই যুক্তিহীন কথার জবাব দিয়েছেন। তারা কোন Specific case দিতে পারেন নি। শুধু বলছেন কণ্ট্রাক্টাররা এবং পূর্ত্ত বিভাগের কতিপয় কর্ম্মচারী এক সাথ হয়ে Corruption চালাচ্ছে। কিন্তু সঠিক কিছু তারা দিতে পারেন নি। তাঁরা শুধু সন্দেহমুলক ভাবে কতগুলি কথা বলেছেন। তাতে যদি সত্যই সন্দেহ মূলক কিছু থাকে তবে মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই দেখবেন এবং বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। এসব রাস্তাঘাটের দিকে যেমন আমাদের দেখতে হবে ঠিক সেইভাবে আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টগুলি যে আছে যেমন শিক্ষা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, General Administration হস্পিটেল ইত্যাদির দিকেও আমাদের দেখতে হবে। সেদিকে দেখতে গেলে ত্রিপুরা এই অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ করে refugee আসার সঙ্গে সঙ্গে যে জনতা বৃদ্ধি হতে লাগলো তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এতটুকু অগ্রসর হওয়া কম নয়। হঠাৎ অতর্কিত ভাবে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগলো তাতে অগ্রসর হতে অসুবিধা নিশ্চয়ই হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে তিনি পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্যে অসুবিধা সম্পর্কে বলেছেন যে উপযুক্ত Labourএর অভাবে, technical manএর অভাবে এবং আরো নানা কারণে, যেমন অতর্কিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে পূর্ত্ত বিভাগের কার্যের অসুবিধা হয়েছে। তা সত্ত্বেও পূর্ত্ত বিভাগ, যেটুকু উন্নতি করেছে তা সন্তোষজনক। এক বৎসরের বাজেটে সব কাজের Provision থাকতে পারে না। আমি আশা করি আগামী পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত আমরা যে রাস্তাঘাট করবো বলে ঠিক করেছি, যে building ইত্যাদি করবো বলে পূর্ত্ত বিভাগের লক্ষ্য স্থির করেছি, সেগুলো এই সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক ভাবে আমরা শেষ করতে পারবো। এর মধ্যে লেবারএর অভাব যা আছে আমার বোধ হয় skilled labour এর অভাব থাকতে পারে। কিন্তু অন্য workerএর জন্য আমাদের এখানে যে সব বেকার শ্রমিক আছে সেই সমস্ত শ্রমিককে যদি organised wayতে কাজে লাগাতে পারি তবে আমাদের labourএর অভাব থাকবে না এবং বেকার শ্রমিকদেরও কাজের সংস্থান হবে। আমাদের এখানে যে Polytechnic আছে এবং অন্যান্য Institute আছে সেইগুলি থেকে যে সব technical person বের হয়ে আসছে তাদের properly আরো শিক্ষা দিয়ে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা যদি করা যায়, তবে বাহির থেকে deputationএ যারা আসছে তাদের থেকেও ভাল কাজ পাওয়া যাবে। তবে এটা সময় সাপেক্ষ। পূর্ত্ত বিভাগের দোষ ত্রুটি যা আছে তা কর্ত্তৃপক্ষের নজরে এনে সেগুলি থেকে এই বিভাগকে যদি মুক্ত করা যায় এবং আরো দরদ দিয়ে চেষ্টা করলে, আমরা গত ১৫ বৎসরে যা করেছি আগামী ১৫ বৎসরে আরো বেশী কাজ করতে পারবো এবং ত্রিপুরার উন্নতি করতে পারবো বলে আশা করছি। পূর্ত্ত বিভাগ আগামী বৎসরে আরো sincere work করবে এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Aghore Dev Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ যে Demand No. 26 and 39 এখানে উত্থাপন করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে আমি আমার বক্তব্য বলার আগে একটি ঘটনার প্রতি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। শ্রীসুকুমার পাল চৌধুরী, তিনি একজন কনট্রাক্টার। ধর্ম্মনগরে তিনি সাব-জেলের কাজ করেছিলেন। বহুদিন হল সরকারের

পূর্ত্ত বিভাগের নিকট তার ১৭ হাজার টাকা পাওনা আছে। তিনি বহুদিন সপরিবারে উপবাসে দিন যাপন করছেন। তিনি একটি দরখাস্ত এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের (নর্দার্ণ ডিভিশন), ধর্ম্মনগর দিয়েছেন। তার তারিখ হল ২৪।৩।৬৪ ইং। তার একটা কপি আমার নিকট আছে। এই দরখাস্তে ভদ্রলোক হাঙ্গার ষ্টাইকের থ্রেটেনিং দিয়েছেন। এই টাকা না পাওয়ার জন্য তিনি স্বপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন। ধর্ম্মনগর সাব-জেলে তিনি কাজ করেছেন এবং সরকারের কাছে ১৭ হাজার টাকা তিনি পাবেন। উনি লিখেছেন যে ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে যদি তাঁর টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা না হয়, তবে তিনি বাধ্য হবেন ১৫ এপ্রিল থেকে অনশন ধর্ম্মঘট করতে। এই বিষয়ে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে ডেপুটি অধ্যক্ষের মারফতে অনুরোধ রাখছি যেন এই বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কনট্রাক্টাদের মধ্যে সবাই একরকম নন্‌, তাদের মধ্যে গরীবও আছেন। এই টাকা না পাওয়া গেলে স্বভাবতঃই তাঁর কষ্ট হবে। পূর্ত্ত বিভাগ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা দায়ী মন্ত্রীদের মধ্যে আজ কেহই উপস্থিত নাই। আর আমাদের ডেপুটি মিনিষ্টার যিনি, তিনি অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তি। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে কন্‌ট্রাক্ট বিলি বণ্টনের ব্যাপারে যারা দায়ী তাঁরা কেউই উপস্থিত নাই। অতএব আলোচনা করে তার যুক্তিযুক্ত উত্তর পাওয়ার আশা কতখানি আছে জানিনা। নইলে পূর্ত্ত বিভাগ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার অনেক কিছুই বলার ছিল। তবে আমাদের মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম সাহেব বলার সময়ে একটা বিশেষ ঘটনা বলতে ভুলে গেছেন। আমি তার সাপ্‌লিমেণ্ট করছি। ঘটনাটি হল নর্দার্ণ ডিভিশন এর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে। ভদ্রলোকের নাম শ্রীতাপস রঞ্জন চাটার্জি। তার অফিসে বেশ ধুমধাম করে খানাপিনা হয়েছিল গত ৪ঠা এপ্রিল, ৪।৪।৬৪ইং তারিখে। এই খানাপিনার টাকা দিতে হয়েছিল কনট্রাকটারদের। প্রত্যেক কনট্রাকটারকে ১৫ টাকা করে দিতে হয়েছিল। তারপর কুমারঘাট কৈলাসহর রাস্তার পুলের কথা আর কি বলবো, এই চৈত্র মাসেই সেই পুলগুলি ভেঙ্গে গেছে। এই ব্যাপারে House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটি ঘটনা হল, মনু-সাবরুম রাস্তার কাজ একজন কনট্রাকটারকে দেওয়া হয়েছিল। গত বাজেট session এ Ruling পার্টির একজন সদস্য এখানে পুকুর চুরি হচ্ছে বলে সমালোচনা করেছিলেন। সেই কনট্রাকটার রাস্তার যথাযত কাজ না করে টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছিলেন। একে পুকুর চুরি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। আবার সেই রাস্তাটিকে contract দেওয়া হয়েছে। সেখানে অনেক কালভার্ট ব্রীজ দেওয়ার কাজ রয়েছে এবং তাতে বেশী পয়সার contract আছে। সে ভদ্রলোকটীর নাম হল শ্রীসুশীল দে, Southern Division এর কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীরাধিকা গুপ্তের ভাগনী জামাই। একজন কাজ করে বহু টাকা উপার্জন করুক তাতে আমি grudge করছি না। কিন্তু রাস্তার নামে, সেই পুল করার নামে জনসাধারণের অর্থ এই ভাবে নষ্ট হবে এটা কাজের কথা হল না। এই ডিপার্টমেণ্টে লুটের বাজার চলছে এই কথা আমরা বলে থাকি। আমাদের মন্ত্রী বাহাদুরদের আজ আমি দেখাচ্ছি কি ভাবে লুটের বাজার চলছে। কলকলিয়া প্রাইমারী স্কুলের প্রেসিডেণ্ট শ্রীনগেন্দ্র দেব। ১৯৫৯-৬০ইং সনে তাকে সরকার থেকে ১২০৫ টাকা এবং ১২ বাঁধ C. I. Sheet দেওয়া হয় স্কুল ঘর করার জন্য। ১৯৬০—৬১ সনে আবার তাকে দেওয়া হয় ৪০০৲ টাকা এবং ছয় বাঁধ টীন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্কুল ঘরটী হয়নি। স্কুল ঘরটী যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। আর সেই টীন দেখতে পাই ভদ্রলোকের ঢেকি এবং গোয়াল ঘরে পড়ে আছে। সেই ভদ্রলোকটি এখনও বিভিন্ন কাজ পাচ্ছেন সরকারের তরফ থেকে। এই ভদ্রলোক বি, ডি, ও সাহেবেরও খুব পেয়ারের লোক। কারণ তাঁর Chief Minister এর সাথে দহরম মহরম রয়েছে।

অতএব বি, ডি, ও, সাহেব তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন বই কি ? তাকে বি, ডি, ও সাহেব পুকুর করার জন্য একবার ৯০০৲ টাকা এবং তার পরবর্ত্তী কিস্তীতে আবার ৯০০ টাকা এই মোট ১৮০০ টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখা হয় নি পুকুর করা হয়েছে কিনা। জনসাধারণের টাকা এই ভাবে চুরি হচ্ছে। এর একটা তদন্ত হওয়া দরকার। আর একটি ঘটনা হল সরকার পক্ষ বলে থাকেন রাস্তার কাজে expert দরকার, ইঞ্জিনীয়ার দরকার। তা আমরা অস্বীকার করি না। আমরা বাজেট ডিস্কাসনে আলোচনা করেছি যে ৩২ হাজার টাকা খরচ করে যে বাঁধ দেওয়া হয় সেই বাঁধ বর্ষায় ভেঙ্গে গেল, আর এই টাকা গুলি জলে গেল। কুমারঘাট রাস্তায় একটী পুল দেওয়া হল কয়েক হাজার টাকা খরচ করে, সেটী temporary ব্রীজ। কিন্তু সেই পুলের মেয়াদ ফুরাবার আগেই অর্থাৎ অল্প দিন পরেই সেই পুলের চিহ্নও দেখা গেল না। ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা একটা অস্বাভাকি বস্তু নয়। বন্যার ঘটনা হয়েই থাকে এবং সেই অনুযায়ী পুলও করতে হবে। আর একটা হল অভয়নগর পুল। প্রত্যেক বৎসর এই পুল করা হয়। পুল কিসের জন্য কবা হয় ? মানুষের যাতায়াতের জন্য যানবাহন চলাচল করার জন্য। অথচ পুল করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙ্গে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তা হলে পুল আমাদের করার উদ্দেশ্য কি ? Scheme করা হচ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে plan করে এই সব পুল করা হচ্ছে। দেখছি জনসাধারণের টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু জনসাধারণের কাজে এই পুলগুলি আসছে না। ২।১ বৎসরেব মধ্যে সেই সব পুলগুলি ভেঙ্গে গেল। আর আমাদের টাকাগুলি জলে গেল। অনেক টাকা নষ্ট হয়ে গেল। হামেশাই এরকম হচ্ছে। সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বহু পুল করা হচ্ছে এবং এইরূপ ঘটনাও বহু দেখা যাচ্ছে। যে purpose এর জন্য এই টাকা খরচ করা হচ্ছে সেই purpose কিন্তু serve হচ্ছে না। টাকাগুলি অপচয় হচ্ছে, misuse হচ্ছে। বিলোনীয়ার বালিকা বিদ্যালয় আর একটী ঘটনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাড়ীর কাছে সেইটী। তিনি ভাল করেই জানেন। কাজেই আমরা এক একটা construction করে বহু টাকা খরচ করি কিন্তু কার্য্যতঃ construction এর পরে ছাদ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করে। তাহলে নিশ্চয় একথা বলব যে আমরা যে সমস্ত বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারকে পুষি, তাদের সংগে কন্‌ট্রাক্টারদের নিশ্চয় একটা কিছু আছে। তারা Lay man আমরা একথা বলি না। শুধু বই মুখস্থ করে তারা এসেছেন এ কথা আমরা বলি না। কাজেই Plan এ বলুন আর Non-plan এ বলুন জনসাধারণের উন্নতির জন্য আমরা construction করি। সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা এই কথা বলব যে আমরা যে purpose এ করছি সেই purpose serve করে না। মার্চ্চ মাসের ৩১শে তারিখের জাগরণে লিখেছে যে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ২৬ মাইল রাস্তায় মানুষ এখন চলাচল করতে পারে না। ফটিকরায় রাস্তাটার কথা বলা হয়েছে। ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটা হয়েছে কিন্তু মানুষ চলে না। গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের Scheduled Castes Student Boarding এর জন্য কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু contractor তার Running bill draw করার পর কাজটা বন্ধ করে রেখেছে। যদিও materials সব supply করা হয়েছে। Ruling Party র মধ্য যাঁরা এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁরা যদি থাকতেন তা হলে ভাল হ'ত। তাঁদের মধ্যে অনেকে স্বীকার করেছেন যে আমাদের স্থানীয় লোক এখানে চাকরী পায় না। চাকরী করার জন্য ত্রিপুরাতে ভারতবর্ষের যে কোন জায়গা থেকে লোক আসুক তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের কাজ হওয়ার দরকার। আসাম-আগরতলা রাস্তা

সম্বন্ধে সমাচার পত্রিকা ২৩শে ফেব্রুয়ারী একটা Heading দিয়েছে যে আসাম-আগরতলা road যা নাকি ত্রিপুরার Life line, সেটা একটা 'মৃত্যু ফাঁদ'। তার মধ্যে আঠারো মুড়ার দুর্গম অঞ্চলটির ৭ ফাল্‌গুন-এর কথা স্মরণ করাচ্ছি। অর্থাৎ এই রকম বহু রাস্তা আছে এবং আমাদের Ruling Partyর যারা আছেন তারা অনেক সময় বুক চাপড়িয়ে বলে থাকেন যে আমরা অনেক কিছু করেছি। কিন্তু এই রাস্তাগুলি দেখলেই বুঝতে পারি আমরা কি করেছি। অশেষ দেববর্ম্মা, এক ইঞ্জিনীয়ার, এখানে ভাল কাজ করতে গিয়েও প্রতিকূল অবস্থার জন্য বিফল হয়েছেন এবং এখান থেকে চলে গেছেন। তাছাড়াও এমন আরও অনেক ঘটনা জানি। যারা ত্রিপুরা রাজ্যে সত্যই ভাল করতে চায় তারা এই রাজ্যে চাকরী করতে পারে না। মুক্তিপদ দত্ত রায় একজন ইঞ্জিনীয়ার, তিনি একটা case ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাকে force করা হল এখান থেকে চলে যেতে। লোক পাঞ্জাবের হোক, যেখান থেকেই হোক, আমাদের আপত্তির কোন কারণ নাই। শুধু যদি রুজি রোজগারের জন্য তারা আমাদের এখানে আসেন তাহলে এই রকম ত্রুটি কাজে থাকতে বাধ্য। এর পেছনেও একটা সাংঘাতিক রহস্য আছে। জনসাধারণের যাতে উপকার করতে পারা যায় সেই কাজই আমাদের করা দরকার। আর একটা কথা, বাজেটের মধ্যে পুলিশের খাতে construction এর জন্য ১০,৫০,০০০৲ এবং মেডিকেলে ১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তুলনাগতভাবে এটা কম। অর্থাৎ Ruling Party আজকে চান জনসাধারণের টাকা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলছেন, সেই খেলা চালিয়ে যাবেন। তাদের লুট পাটটা ঠিক রাখতে হবে। তাদের কাছে এ সমস্ত অভিযোগ করে আমরা উত্তর পাই না; আমরা উত্তর আশাও করতে পারি না। কারণ তাদের motive হল ডাণ্ডাবাজি করে জনসাধারণের অর্থ লুঠ করা। এতে মনে করবেন না যে আমি সকলকেই mean করেছি। যারা এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের mean করছি। বাজেটে আমরা টাকা রাখব কিন্তু কার্য্যতঃ জনসাধারণের কোন কাজে লাগাতে পারব না। Communication এর ব্যাপারেও তদ্রুপভাবে অগ্রসর হতে পারছি না। এই যে জনসাধারণের অর্থের লুটপাট করার যে tendency এটা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Umesh Lal Singh.

শ্রীউমেশলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand No. 26 এবং Demand No. 39 এর সমর্থনে কয়েকটি কথা বলব। প্রথমটিতে ২,৩৮,৫৫,০০০৲ এবং দ্বিতীয়টিতে ১,৯৫,০০,০০০৲ এই দুইটি grant আমি সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখতে পাই এ পর্য্যন্ত আমাদের এই বাজেট session এ ৪২টি demand এর মধ্যে ৩৬টি demand শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে এই P. W. D সম্বন্ধে একটি বিরাট সমালোচনা হয়েছে। কাজ যদি হয় তবে দোষত্রুটি থাকবে, বিচ্যুতিও থাকবে। আর কাজ যদি না হয় সেখানে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আসতে পারেনা। যখনই প্রয়োজন হয় স্কুলের তখনি বলে P. W. D. এস তুমি building তৈরী করে দাও। যখনি প্রয়োজন হয় রাস্তার, আবার যখনি প্রয়োজন হয় ইলেকট্রিক লাইটের তখনি বলি তুমি এস। আবার যখনি অফিস ঘরের প্রয়োজন হয় তখনি বলি building করে দাও। যখন মেডিকেল এর জন্য হাসপাতাল দরকার হয় তখনি বলি P. W. D. তুমি করে দাও। এরপর আসে কনট্রাক্টর। তারাও আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করে যায়। কিন্তু House এ দেখলাম কি P. W. D. এর কর্ম্মচারী, কি কনট্রাক্টর, তারা কেউই রেহাই পান নি। কাজের ব্যাপারে ত্রুটি হতে পারে এবং যারা কাজ করতে আসে তারা আমাদেরি দেশের লোক, আমাদেরি আত্মীয় স্বজন, আমাদেরি বন্ধুবান্ধব। কাজের জন্য যেটুকু অর্থ বরাদ্দ আছে সেটুকু নিয়েই আসে তারা কাজ করতে। কনট্রাক্টররা যারা আসে, স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে

তারা আসে কাজ করতে। অবশ্য রাতারাতি কেঁপে উঠুক এটা আমরা চাইনা। কাজেই কাজ করতে হলে খারাপ হতে পারে। মনে হয় P. W. D. ডিপার্টমেণ্টটা একটা অভিশপ্ত ডিপার্টমেণ্ট এবং এই অভিশপ্ত ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। বলা হয়েছে Schedule rate আমাদের এখানে নেই। আমি বলি একথা যে, লোহা হউক, সিমেণ্ট হউক, কয়লা হউক— সেগুলি আমাদের এখানে তৈরী হয় না। তা অন্য জায়গা থেকে আনতে হয়। তাই আগের থেকে একটা rate করে রাখা যায় না। হয়ত rate একটা হবে কিন্তু বর্তমান সময়ে এটা করা যায়না।

এখানে বলা হয়েছে চাকরীর কথা। আমাদের পলিটেকনিক থেকে পাশ করেছে, বা বাইরে থেকে পাশ করে এসেছে তাদের চাকুরী আমাদের এখানে হয় না। সবাই কাজ পায় নি সত্য কথা, কিন্তু আমাদের এখানে যে Superintending Engineer আছেন তিনি পাশ করে এখানে এসে চাকরী নিয়েছেন, অবশ্য মহারাজের আমলে। পাশ করলেই চাকরী দিতে হবে, এরকম কোন bond সরকার প্রত্যেককে দেন নি এবং দিতেও পারেন না। আবার যারা চাকুরী প্রার্থী তারা যাতে প্রত্যেকেই সুযোগ সুবিধা পেতে পারে এভাবেই তারা চাকরী নেয় এবং এখান থেকে বেশী টাকা পাবে যারা, তারাই অন্যত্র চলে যায়। কাজেই এখানে চাকরী পায় না একথাটা টিকেনা। যদি Contractই দেওয়া হয় তাহলে Tender যাদের গ্রাহ্য হবে, আইনমতে সে ব্যক্তিকেই Contract দেওয়া হয়। রাতারাতি বড় হয়ে যাবে, এটা আইনের ভিতরে নাই। এটা কি করে হতে পারে তা আমি বুঝতে পারিনা। রাস্তা হয়েছে তা খারাপ হয়েছে। রাস্তা হ'লে তা খারাপ হবে না একথা ইঞ্জিনিয়ারিং Scienceএ নেই। মাল চলাচল যত বেশী হবে তত বেশী রাস্তা খারাপ হবে। কনট্রাক্টর কাজ করছে তারও রেহাই নাই, কর্মচারী কাজ করছে তাদেরও রেহাই নাই, কর্তৃপক্ষেরও রেহাই নাই। বিধানসভায় সবারই অধিকার আছে আলোচনা করবার— এখানেও হয়েছে এবং আইনের আওতায় যে ব্যবস্থা আছে তা গ্রহণ করা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নূতন যে building হয় সবই খারাপ। পুরাতন যে building আছে তা সবই ভাল। বর্ত্তমানকে আমরা অবহেলা করতে পারিনা। আমরা দেখি আমাদের দেশে পুরানো যে জিনিষ, যেমন দিল্লীর কেল্লা, Red Fort, কুতুব মিনার এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি, তখনকার ইঞ্জিনিয়াররা যেভাবে করেছে, এখনকার ইঞ্জিনিয়াররা সেভাবে চিন্তা করেন না। কিন্তু তাঁরা সব সময় খারাপ কাজ করবেন এতটা কেউ সমর্থন করেনা। ছাদ খারাপ হতে পারে, building খারাপ হতে পারে, কিন্তু যারা বেশী খরচে Cement এনেছে, ইট তৈরী করেছে, এই দোষারোপ থেকে তারা কেউ বাদ পড়বেনা, সবাইকে দোষারোপ করতে হবে। আমাদের একটা প্রবাদ আছে যে সংসারে সকলকে রান্না করে খাওয়াচ্ছেন বিধবা বোনটি। একদিন তাকে তাড়া করে উঠলাম। কারণ একটা তরকারী খারাপ রান্না করেছে বলে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I call on Shri Manindra Lal Bhowmick to give reply.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— (উপমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ২টি মোশনের উপর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং আমি মনে করব এই আলোচনাতে লাভবান হয়েছি। প্রথমে আমার ব্যয় বরাদ্দের দাবীর মঞ্জুরীর জন্য যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছি, এবং যুক্তি দেখিয়ে মাননীয় সদস্যগণের অনুমোদন চেয়েছি, সেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, আমি ওকালতি করেছি। আমি যুক্তি দেখিয়েছি। এটা যদি ওকালতি হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব হ্যাঁ আমি ওকালতি করেছি, আমার যুক্তির জন্য। কারণ আমি যে দাবী উত্থাপন করেছি Demand no 26 and 39 এই ২টি আইনসঙ্গত দাবী এবং ত্রিপুরার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই দাবী ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। ত্রিপুরার নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার

মধ্যেও দিয়ে P. W. D. দপ্তর তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তার কাজের সম্পর্কে আমি আমার বাজেট বিতর্কের সময় বলেছি যে, যে সমস্ত materials, building constructionএর জন্য প্রয়োজন হয়, যথা সিমেণ্ট ইত্যাদি আমাদের বাহির থেকে আমদানী করতে হয়। রাস্তার জন্য যে bricks তৈয়ারী করতে হয় সেটাও আমাদের প্রথম অবস্থায় বাহির থেকে আনতে হত। কারণ ত্রিপুরাতে ভাল ইঁট তৈয়ারী হত না। এখন আমরা আস্তে আস্তে সে অসুবিধা দূর করেছি। আমাদের Skilled Labour ছিল না যার জন্য আমাদের এদেশে ইঁট তৈয়ারী করার জন্য লেবার বাহির থেকে আনতে হয়েছে। তারপর রয়েছে আমাদের পরিবহন এর অসুবিধা। মাননীয় সদস্য হয়ত অবগত আছেন যে, এই সমস্ত নানাবিধ কারণে এবং আমাদের ইঞ্জিনীয়ার যা ছিল প্রথম দিকে, এবং আমাদের যে Work Load ছিল, তার তুলনায় Staff strength কম ছিল। যদিও ক্রমে ক্রমে আমরা সে সমস্ত অসুবিধা দূর করতে পেরেছি এবং ক্রমেই কাজে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা যে সমস্ত কাজ করেছি তার মধ্যে কোন কোন কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি নাই, ভুল ভ্রান্তি নাই তেমন নয়। কাজ করলে তা থাকতে পারে। এখন কথা হয়েছে সে সমস্ত কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি ইচ্ছা করেই করা হয়েছে কিনা সেটা দেখবার বিষয় এবং বিচার করবার বিষয়। অনেক বড় বড় বিল্‌ডিং-এর কাজ হয়েছে, তার ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। হয়ত বা সেক্ষেত্রে কোন টেকনি-ক্যাল ত্রুটি হয়েছে সেজন্য জল রোধ করা যাচ্ছে না। এখানে টাকা হয়ত Payment হয়ে গেছে। প্রথমে এইভাবে কাজ করলে ভেবেছিল বোধ হয় জল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। তারা হয়ত প্রথমেই ভুল করেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে যাতে ভুল এরকম না হয় ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট নিশ্চয়ই তা দেখেছেন এবং সংশোধনের চেষ্টা করছেন। এই ২টি Motion আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য যে কয়টি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রত্যেকটির উত্তর এখনই আমি দিতে পারব না, কারণ এটা তদন্ত সাপেক্ষ। যদি বাস্তবিক এই ঘটনার কিছুটাও সত্য হয়ে থাকে তবে আমি মনে করি এটা অত্যন্ত দুঃখ জনক এবং নৈরাশ্য জনক ঘটনা। কারণ আমরা চাই যে আমরা যে অর্থ ব্যয় করছি সেটা আমাদের ত্রিপুরার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হউক এবং আমরা যে ভাবে পরিশ্রম করছি সে পরিশ্রম স্বার্থক হউক। যে অর্থ ব্যয় করছি সে অর্থ ব্যয় স্বার্থক হউক। কিন্তু তার ভিতর যদি গলদ থাকে বা ব্যর্থতা থাকে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে আমি মনে করি। যে চিত্র আজ মাননীয় সদস্য আমাদের হাউসের সামনে তুলে ধরছেন সেটা অত্যন্ত দুঃখ জনক এবং নৈরাশ্য জনক বলে আমি মনে করব। এই ঘটনাগুলি তদন্ত করা হবে এই বিষয়ে আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিতে পারি। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমাদের এখানে ত্রিপুরার ৩টি ছেলে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এসে কাজ পায়নি তা সত্য। তারা অন্য জায়গায় চাকুরী নিয়ে চলে গেছেন। তার কারণ তারা প্রথমেই Assistant Engineer এর পদে যেতে চেয়েছিল কিন্তু এই পদে Direct নিযুক্ত করার ব্যাপারে অসুবিধা ছিল। সেই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত করার চেষ্টা হচ্ছে। They have to appear before the U. P. S. C. এই সব নিয়োগের ব্যাপারে যে আইন বা রুল আছে সেটা amend করবার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন। যারা state এর খরচে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে আসছে তাদের যাতে এখানে Assistant Engineer এর পদে বহাল করা যায় তার চেষ্টা করছেন। আমি আশা করি ভবিষ্যতে যারা এই চাকুরী করতে আসবে তারা Direct ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত হতে পারবে। পলিটেকনিক থেকে যারা পাশ করেছে তারা মোটামুটি সবাই এখানে চাকুরী পেয়েছে। পূর্ব্বে এখানে qualified লোক ছিল না। তাই বাহির থেকে লোক deputation এ আনতে হয়েছে এবং তাদের

প্রমোশন দিয়ে এস, ডি, ও র post দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা যখন local ছেলে উপযুক্ত করে তুলতে পারব এবং চাকুরীতে বহাল করতে পারব তখন যারা deputation এ এখানে চাকুরী করতে এসেছে তারা নিশ্চয়ই নিজ নিজ প্রদেশে চলে যাবেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে ধর্ম্মনগর এর জনৈক কনট্রাকটার টাকা পাচ্ছে না এবং ভদ্রলোক দুরবস্থায় পড়েছেন। তিনি অনশনে দিন কাটাতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটা কি, কেন টাকা পাচ্ছেন না এটা দেখার বিষয় এবং তার জন্য যদি-সেই কনট্রেকটারকে কষ্ট করতে হয় তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তবে আমরা দেখব কি কারণে তিনি payment পান নি। ধর্ম্মনগর কৈলাসহর রাস্তা সম্পর্কে সম্ভবত মাননীয় সদস্য ইসলাম সাহেব বলেছিলেন এইগুলি বিনা টেণ্ডারে কাজ হয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি এ-কাজ বিনা টেণ্ডারে হয়নি। ধর্ম্মনগর-কৈলাশহর রাস্তার প্রথম groupএ যে tender পড়েছিল সেটা High rate ছিল এবং কণ্ট্রাক্টারকে অনুরোধ করা হয় rate reduce করার জন্য এবং প্রথম এবং ২য় tenderers তা করতে স্বীকৃত হয়। ২য় callএ তাদের reduced rateএ কাজ দেওয়া হয়। Rate on negotiation এ দেওয়া হয়েছে একথা ঠিক। তবে tender call করা হয়েছিল। যা হউক কৈলাশহরে পরবর্ত্তী সময়ে on negotiation, reduced rateএ কাজ দেওয়া হয়েছে। ধর্ম্মনগর যে গ্রুপ এষ্টিমেট তার জন্য tender notice দেওয়া হয়েছে। Wide publicity দিয়ে সে কাজ হয়েছে। কাজেই ২টি কাজই regular wayতে করা হয়েছে বলেই আমি মনে করি। তারপর আমাদের মাননীয় সদস্য করুণাময় নাথ যে কয়টি রাস্তার কথা বলেছেন সে সমস্ত রাস্তার কথা আমরা বিবেচনা করে দেখব। জনসাধারণের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে কতটুকু প্রয়োজন এবং এবারকার বাজেটে সমস্ত রাস্তার কাজ ধরা সম্ভব হবে কিনা। তারপর বিশোনীয়ার সদস্য চাকমা সাহেব বলেছেন বৈথুরা সিনিয়ার বেসিক স্কুলে বাড়ানর কথা। যেটা গত পরিকল্পনাকালে ধরা হয়েছিল সেটা পরবর্ত্তী plan periodএ করতে পারা যায় কিনা তার চেষ্টা করা হবে। মাননীয় সদস্য ইসলাম সাহেব এক জায়গায় বলেছেন এখানকার জনৈক কণ্ট্রাক্টার সম্ভবতঃ D. L. Roy, কিন্তু এটা একটা fictitions নাম। এই নামের অস্তিত্ব আগরতলায় আছে কিনা সন্দেহ। তাকে এক লক্ষ টাকা brickএর জন্য দেওয়া হয়েছে এটা আশ্চর্য্যজনক কথা—এটা আমার বিশ্বাস হয়না। আমি দেখব এই জাতীয় লোক আছে কিনা এবং এক লক্ষ টাকা advance দেওয়া তাকে হয়েছে কিনা। আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে সদরে work charged Assistantএর উপর অত্যাচার হয়েছে বা হচ্ছে এ বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করব। আমি জানিনা সে work charged employee তার উর্দ্ধতন অফিসারের দৃষ্টিগোচরে এটা এনেছে কিনা। আমার মনে হয় যে আমি মোটামুটি, যে সমস্ত প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয়েছিল, যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল, তার উত্তর দিয়েছি এবং আমার মতামত রেখেছি। Demand No. 26 এর উপর যে cut motion এনেছেন Provision for communication is inadequate, এটা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই Provision ২৬নং ডিমাণ্ডে নয় এর provision রেখেছি ৩৯ নং ডিমাণ্ডেতে কাজেই তারা জেনেশুনে দিয়েছেন কিনা জানিনা—এই যে cut motion, it does not stand. আমার যে provision সেটা স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে যুক্তিসঙ্গত বলেই আমি মনে করি। তারপর Demand No. 39. Provision for special bridges is inadequate যে cut motion আনা হয়েছে, এর উত্তর আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি। আমরা ক্রমে ক্রমে যেখানে প্রয়োজন সেখানে temporary bridgeকে replace করে S. P. T., R. C. C. culvert bridge করার provision রাস্তার জন্য করেছি। সবগুলি রাস্তার কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করা সম্ভব নয়।

৫—৯ মিঃ

ডিমাণ্ড নং ৩৯ এ একটি cut motion আছে R. C. C. culvert সম্বন্ধে "that the provision for S. P. T., R. C. C. Bridge and Culverts is inadequate." রাস্তায় R. C. C. Culvert দেওয়ার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। কিন্তু সব রাস্তায় R. C. C. Culvert দেওয়া সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে সব রাস্তায় R. C. C. Culvert দেওয়ার provision রাখা সম্ভব নয়। কাজেই আমি যে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেছি আমি আশা করি আপনারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker : –The discussion on Demand No. 26 & 39 is closed. I would now put the Motion to vote. First I would put the cut motion raised by Shri Atikul Islam to vote. The question before the House is that the provision for communication is inadequate.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

(Opposition . . . . 'Ayes.')

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

(Congress members . . . 'Noes'.)

Mr. Speaker :—'Noes' have it ; 'Noes' have it.

I would now put the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,38,65,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill 1964), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 26 Public Works (including Roads).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

(Congress Members . . . Ayes.)

As many as are of the contrary opinion will please say 'Noes.'

(None . . . 'Noes'.)

Mr. Speaker :—'Ayes have it, 'Ayes' have it.

Now I would dispose of the motion on Demand for Grant No. 39—Capital Outlay on Public Works. First I would

put to vote the cut motion rasied by Shri Dinesh Deb Barma. The question before the House is that the provision for S. P. T., R. C. C. Bridges and culverts is inadequate.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

(Opposition—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please 'Say' 'Noes.'

(Congress members—'Noes.')

Mr. Speaker :— 'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would now put the main motion to vote. The question before the House is that a sum of not exceeding Rs. 1,95,00,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 39-Capital Outlay on Public Works.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

(Congress members—'Ayes')

As many as are of the contrary opinion will please say Noes.

(None—'Noes')

"Ayes' have it, "Ayes have it."

Now I pass on to the next item. Before I take up the next item I would request the Hon'ble Members present that they have taken last time more than the double time. Therefore I request them to curtail their speeches on Demand No. 31 that I am putting.

Shri Aghore Deb Barma :— Hon'ble Speaker, Sir, I request to carry over this Demand to the next day and we will adjust it to-morrow.

Mr. Speaker :— To-morrow is the last day by which you must complete all the Demands. Alright it will be carried over. I request all the Members to see that in any way you must finish it by to-morrow.

I would now call on the Hon'ble Minister to move his Demand No. 31-Forest.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক (উপমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার **Demand No. 31-Forest,** এই House এর সামনে পেশ করছি।

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sun not exceeding Rs. 21,88,700/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending, on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 31-Forest মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি আমার Demandএ যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুরীর জন্য House এর সামনে place করেছি আমি আশা করব যে এই Demand House এর সমর্থন লাভ করবে। কারণ এই যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা করতে যাচ্ছি Forest বাবত, এতে ত্রিপুরার জনসাধারণের মঙ্গলের প্রশ্নটা জড়িত আছে। শুধু মানুষের নয় এখানে পশুপক্ষীর কল্যাণের প্রশ্নটাও জড়িত আছে। Forest কেন প্রয়োজন ? মানুষের জন্যই Forest প্রয়োজন। প্রথমত আমরা তাই বলবো। Forest মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করে, Forest জল ধারণ করে, Forest আমাদের বৃষ্টির সম্ভাবনাকে দ্রুততর করে, Forest এ আমরা নানাবিধ ঔষধ পেয়ে থাকি, Forest আমাদের আহার্য যোগায়, Forest মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পশুপক্ষীর আহার্যও যোগায়। এই Forest আমাদের বন্যা থেকে, ঝড় থেকে রক্ষা করে। শুধু তাই নয় এই Forest থেকে বনজ বস্তু বিক্রী করে হাজার হাজার মানুষ তাদের জীবিকা অর্জ্জন করে।

এমন একদিন ছিল যে, ত্রিপুরার অরণ্য বনসম্পদে সমৃদ্ধ যেটা আমরা রূপকথার কাহিনীর মত শুনেছি। আজ সেই সমৃদ্ধি বিলুপ্তির পথে। আমাদের ত্রিপুরার মহারাজার রাজ্যে যে আয় হত, Forestএর আয় তার এক তৃতীয়াংশ। আজ এই রাজ্যের Forestএর আয় কত আমাদের Forest ক্রমেই ধ্বংস হচ্ছে। তার প্রথম কারণ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী যে জুমিয়া প্রথা চলে আসছে —সেই চাষের ফলে ত্রিপুরার অমূল্য বৃক্ষাদি নষ্ট হয়েছে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপুরাতে অসংখ্য লোক উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে এবং তারাও অরণ্য পরিস্কার করে তাদের বাসস্থান নির্ম্মান করেছে। কাজেই বন ধ্বংসের কারণ মানুষের বাসস্থান এবং জুমচাষ প্রথা। এতকাল যে জুম চাষ হয়েছে তার ফলে ত্রিপুরার বন আজ ধ্বংসের পথে। এই ধ্বংসোন্মুখ বনকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন। এই ধ্বংসের ফলে আমরা কি দেখেছি ? ত্রিপুরাতে যেভাবে Soil erosion হচ্ছে ভূমিক্ষয় হচ্ছে সেটা আপনারা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছেন। বৎসরের পর বৎসর পার্বত্য অঞ্চল থেকে যে ভূমিক্ষয় হচ্ছে তারফলে ত্রিপুরার ভবিষ্যত উন্নয়ন ব্যাহত হবে। নদ-নদী যে সমস্ত খরস্রোতা ছিল সেগুলির bed silted up হয়ে যাচ্ছে এবং ত্রিপুরায় flood বাৎসরিক হয়ে যাচ্ছে। শুধু একবার নয় দুবারই ত্রিপুরাতে বন্যা হয়েছে। এই বন্যার কারণ হচ্ছে এই বন ধ্বংস। আরেকটি কারণ অনাবৃষ্টি যার জন্য কৃষকেরা চাষ করতে পারছেন না। Irregular rainfall বা draught এর ফলে ত্রিপুরা বনশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আরেকটি হয়েছে ঝড়, যা এর আগেও হয়েছে। তার কারণ এই যে wind belts সেটা বৃক্ষের মধ্যে থাকে সেটার শক্তি কমে যাচ্ছে। Climatic change খুব দ্রুত হচ্ছে। এই ত্রিপুরাতে আমার জন্ম। চৈত্র মাসেও আমি লেপ গায়ে দিয়েছি। চৈত্রেও প্রচণ্ড শীত থাকত সকাল বেলায়। রমণীয় যে বর্ষা ছিল সে বর্ষাও নাই। কাজেই ত্রিপুরাতে আবহাওয়ার যে পরিবর্ত্তন, সেই পরিবর্ত্তন হচ্ছে এই বন ধ্বংসের জন্যই। কাজেই ত্রিপুরাতে যাতে বন্য

নিরোধ করা যায়, ত্রিপুরাতে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় বাঁশ, ছন এবং জালামী কাঠ—এর জন্য প্রতিটি মানুষ যে অভাব বোধ করছেন তার অভাব মোচনের জন্য এবং এই যে ভূমিক্ষয় সেটা রোধ করবার জন্য এবং ত্রিপুরার Forestকে উন্নত করবার জন্য নানাবিধ স্কীমস পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। পরিকল্পনার প্রাথমিক যে কাজ সেই aforestation এর কাজ আমরা করছি। বনরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা বৃক্ষ রোপন করছি। প্রথম পরিকল্পনায় ১৪৪৫·২ একর ভূমিতে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪০৫২·৫ একর ভূমিতে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৯৬৩—৬৪ সাল পর্যন্ত ১২৫৩৫·২৬ একর জমিতে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। আমাদের আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত ৮১৪১·৫ একর জমিতে বৃক্ষরোপন করব। বৃক্ষরোপনের সদ্য ফল তাঁরা হাউসে দেখতে পাচ্ছেন যে এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। একটা দুঃখজনক সংবাদ আমি দিচ্ছি যে আমাদের ত্রিপুরার কৃষকেরা যে বোরোধান করেছিল কৈলাসহর অঞ্চলে, আমি এই মাত্র সংবাদ পেলাম যে, কৈলাসহরের উত্তর অঞ্চলে ভয়ঙ্কর flood হয়ে সেই সমস্ত জমির ধান নষ্ট করে দিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ যারা দুঃখের মধ্যে বোরো ধান চাষ করেছিল এর এক সপ্তাহ পরে যা কাটতে পারত, তা আজ নেই। তার কারণ ফরেষ্ট কমে গেছে। যে জল আগে এক ঘণ্টায় আসত সে জল এখন দুঘণ্টায় আসে। তার কারণ নদী গুলি ভরে গেছে। আপনারা বলতে পারেন flood protection কেন দেওয়া হয়নি। কাজেই আমাদের বনোন্নয়নের যে পরিকল্পনা এটা যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে চালিয়ে যেতে পারি তা হলে ত্রিপুরার বন আবার বনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী হবে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 31 এ আমার একটা Cut motion আছে। Cut motionটা হল যে···"that disapproval of the policy of extending Tangia system and of banning of Jum cultivation etc."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ডেপুটি মিনিস্টার Forest সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন এবং একটা কথা অনস্বীকার্য্য যে আজকে ত্রিপুরার পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ রাজ্যের বনসম্পদ রক্ষা করা দরকার একথা কেউ অস্বীকার করবেনা। কারণ মানুষের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্যই বনসম্পদ রক্ষা করা দরকার। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে কি দেখি। সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত যারা জুমিয়া আছে তাদের জুম চাষই ছিল মান্ধাতার আমল থেকে জীবিকা। আজকে যারা জুম চাষ করে তারা জানে যে জুম চাষ তাদের একমাত্র সম্বল নয় এবং তারা জুম চাষ ছাড়তে চায়। কিন্তু এই চেষ্টা করা সত্বেও তারা চিরাচরিত প্রথা ছাড়তে পারছেনা। আজকে আমরা বনরক্ষা করব, বনের সংরক্ষণ করব Plantation করব মানুষের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু একমাত্র এই একটি জীবিকার উপর যারা নির্ভরশীল, তাদের কথা চিন্তা না করে যদি বন রক্ষাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে উঠে, তাহলে চলবে না। যদিও গত কয়েকটা পরিকল্পনার মাধ্যমে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই সরকারী অফিসারদের দুর্নীতি এবং সরকার ক্ষমতাসীন দলের খামখেয়ালীতে আজকে

জুমিয়া পুনর্ব্বাসন স্কীম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন, অমরপুর—এ কয়েকটা কলোনী বাড়াতে হয়েছে। **Jumia itself is a shifting cultivation.** কিন্তু তাদের এই অধিকার···

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on 7. 4. 64.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT.

APRIL 7, 1964

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Tuesday, the 7th April, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair. One Deputy Minister, Deputy Speaker and Eighteen Members.

Mr. Speaker :—I suppose Hon'ble Members have all got the list of business for to-day. First item is Oath or Affirmation. Any Member who has not made an oath may kindly do so.

There is no such member to-day.

Next item is Question. There is no question to-day. So we take up the next item

Before we enter upon the List of Business for to-day I would like to dispose of another item about the leave of absence for the Members who have already applied for leave. In this connection the Question was considered in a meeting of the Committee on Absence of the Members from the sittings of the House and I would now request the Chairman of the Committee to submit the report.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Hon'ble Speaker, Sir, I am submitting my report.

REPORT OF THE COMMITTEE ON ABSENCE OF THE MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY.

I, the Chairman of the Committee on Absence of the Members of the Tripura Legislative Assembly submit the first report of the Committee on Absence of the Members of the Tripura Legislative Assembly. The 'Committee on Absence of Members' from the sitting of the House was constituted by Hon'ble Speaker in the line of the Lok Sabha Rule 325 in exercise of the Powers conferred upon him under Rule 279 of the Rules of Procedure and Conduct of Business Rules with the following Members.

1. Shri Ershad Ali Choudhury, Deputy Speaker— Ex-Officio Chairman.
2. Shri Sunil Dutta— Member.
3. Shri Rajkumar Kamaljit Singh – Member·
4. Shrimati Renu Chakraborty— Member.
5. Shri Atiqul Islam— Member.
6. Shri Sunil Kumar Choudhury — Member.

The Committee met for the first time on the 6th April, 1964 to consider the leave applications of the Members of the Tripura Legislative Assembly, now under detention in the Hazaribag Central Jail and recommend 60 days leave to the Members with effect from 11.4.64. The Proceedings of the Meeting of the above mentioned Committee is enclosed herewith.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার : – মাননীয় স্পীকার, আমি এই কমিটির রিপোর্ট সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—স্যার, আমরা তো কমিটি রিপোর্টের কোন কপি পাইনি।

Mr. Speaker :—এটা নোটিশ অফিসে পাবেন। এখানে এটার কপি দেওয়া হয়নি।

The Committee on Absence of the Members from the Sitting of the House has recommended that 60 days leave is granted with effect from 11.4.64 in respect of the following members.

1 Shri Nripendra Chakraborty.
2 Shri Birchandra Deb Barma.
3. Shri Promode Ranjan Das Gupta.
4. Shri Hemanta Deb Barma.
5. Shri Sudhanwa Deb Barma.
6 Shri Ram Charan Deb Barma

I would bring it to the notice of the Hon'ble Members how the Committee has considered the question. It considered the applications of Sarbashri Nripendra Kumar Chakraborty, Birchandra Deb Barma, Promode Ranjan Das Gupta, Hemanta Deb Barma, Sudhanwa Deb Barma, and Ram Charan Deb Barma, all Members of this House now in detention in Hazaribag Central Jail under the D. I. Rules, for leave of absence from the sittings of the House and recommends in consideration of the fact that they have to remain absent under circumstances over which they have no control. Leave being granted for a period of 60 days to be computed as per Rule 279 sub rule (6) with effect from the 11th April, 1964 for the time being.

Now I seek the pleasure of the House on the question of sanctioning leave to the Members as recommended by the Committee on Absence of Members from the Sitting of the House.

As many as of that opinion will please say 'Ayes' (Voices :- Ayes)

As many as of contrary opinion will please say 'Noes.' (No voice).

Ayes have it. So the leave is sanctioned to the Hon'ble Members.

Next item Govt. Business - Financial - Voting on Demands for Grants.

To-day on the List of Business one Demand No. 31-Forest carried over from the List of Business for 6th April, 1964 and 4 Demands viz. Demand No 29-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers, No-28-Pension & other Retirement Benefits, No-30-Stationery & Printing and No. 19–Co-operation are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to the moved by the Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when I call a particular Demand and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose them of one after another by voice vote.

I would draw the attention of the House to the fact that the voting on demands for grants is scheduled to be concluded to-day according to the arrangement of the business for the session. So if necessary, I may have to apply guillotine to dispose of all the demands that are not likely to be discussed normally. At 5 30 P. M. the guillotine bell will be rung and then the remaining demands will be put to vote one by one and disposed of without discussion. That is,. if we cannot finish discussion of all the demands in the meantime.

I would now call on Shri Aghore Deb Barma to continue discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল আমার cut motion এর উপর মন্তব্য রাখতে গিয়ে আমি একথাই বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে জুমিয়ারা যাযাবর জাতি এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এটা একটা shifting cultivation এটা সকলেই জানেন এবং সরকার একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। জুমিয়াদের যাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুবিধা করা যায় সে অনুযায়ী সরকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে Forest ডিপার্টমেণ্ট মারফত টাংগিয়া system মারফত যে বসবাসের ব্যবস্থা তাদের জন্য করা হয়, এই টাংগিয়া প্রথা জুমিয়া প্রথার চাইতেও অধিক খারাপ। কারণ তাতে তাদের জমির উপর কোন স্বত্ব থাকে না। সরকার যেখানে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের নীতি গ্রহণ করেছেন সেখানে এই টাংগিয়া system দ্বারা মান্ধাতার আমলের জুম চাষকেই তারা স্বীকার করে নিচ্ছেন। এই ব্যবস্থা বর্ত্তমানে অচল, টাংগিয়া প্রথায় জুমিয়াদের হয় অর্থনৈতিক অবনতি। কাজেই টাংগিয়া প্রথার আমি বিরোধীতা করি। এটা তাদের আবার পুরানো দিনের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটা চেষ্টা। কাজেই আমি টাংগিয়া প্রথার সমর্থন করতে পারি না। আর reserve এলাকার মধ্যে Forest villages নামে যে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় সেখানে জুমিয়াদের ভূমির উপর কোন সত্ব দেওয়া হয় না। কাজেই এটা প্রমাণ হয় যে তাদের সেই shifting cultivation এর দিকে আজকের দিনেও সরকার তাদের টেনে রাখছেন। আমি তার বিরোধীতা করছি। আজকে একথা স্বীকার করি যে জুম চাষ দ্বারা তাদের কিছুই হয় না।

একটা জিনিষ আজ দেখতে হবে যে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী যেটা চলে আসছে সেটা যদি আজকে জোর করে Protected forest, Reserved forest করে জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিরাট দলকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। সাবরুম, ধর্ম্মনগর, কৈলাশহর, ছামনু, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি এলাকা জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকা। এসমস্ত অঞ্চলে আমরা কি দেখতে পাই? তাদের বাঁচার একমাত্র পথই হল বনের আলু। এ ছাড়া আর কোন উপায় তাদের নাই। এজন্য কে দায়ী? একমাত্র সরকারের Forest Policy এজন্য দায়ী। অমরপুরের বিভিন্ন এলাকায় দেখতে পাই অনাহারে লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং সেই জন্যও সরকারের ফরেষ্ট পলিসি দায়ী। আজকে আমরা জানি পাহাড়ী বা জুমিয়া যারা তারা চিন্তা, চেতনায় অনগ্রসর এবং পশ্চাৎপদ। আজ দীর্ঘদিন পরেও তারা চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর হতে পারেনি। তাদের একমাত্র নির্ভর সেই জুম করা। আজ সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের খোরাকী নাই, জীবিকার কোন পথ নাই। যদি আমরা আইন করে, জোর করে তাদের জুম কাটা বন্ধ করে দেই definitely তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। Reserve করা হয় মানুষের মঙ্গলের জন্য। এমন কোন আইন কি আছে যে মানুষকে মেরে মানুষের মঙ্গল করা হয়? ত্রিপুরার বাকী মানুষকে বাঁচাতে হবে বলে যদি এই Policy adopt করে থাকেন সরকার, তাহলে আমার বলার কিছু থাকেনা। কিন্তু যারা আজ অনগ্রসর যাদের মুখে আছে কথা, কিন্তু বলার ক্ষমতা নাই, ভাষা তাদের নাই, এই যাদের অবস্থা তাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েই কি তাদের ধরে ধরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে আমরা দিচ্ছি? বিলোনীয়ার মধ্যে কলসী এলাকায় ৩ জন জুমিয়ার অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। অমরপুরে ২।৩ জনের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। তার জন্য Forest ডিপার্টমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। ধেবর কমিশনের রিপোর্টএ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা আছে যে ত্রিপুরায় সামগ্রিকভাবে এক বিরাট সংখ্যক জুমিয়া আছে। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি অগ্রগতি প্রয়োজন। জোর করে জুমকাটা বন্ধ করে দেওয়া হলে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন পাল্টা ব্যবস্থা যদি করা না হয় তাহলে তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে মৃত্যুমুখে ঠেলে

দেওয়া ছাড়া আর কি থাকতে পারে আমি বুঝিনা। জুম কাটা এই stageএ বন্ধ করা কিছুতেই যায়না। আরও বেশী করে জুম কাটতে দেওয়া উচিত। জুমিয়াদের যে এই বিরাট অংশ, তাদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়। আইন করে যদি জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে জুমিয়াদের অর্থনৈতিক মান উন্নত হবেনা এবং ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতিও ব্যাহত হবে। ধেবর কমিশনের রিপোর্টে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যতদিন জুমিয়াদের পাল্টা জীবিকার ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন জুম কাটা বন্ধ করার প্রশ্ন উঠে না। আমি একথা স্বীকার করি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের অত্যাচার থেকে বনকে রক্ষা করার জন্য বন রিজার্ভ করা দরকার এবং তাই বলেই রক্ষা করছি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বৈশিষ্ট হচ্ছে পাহাড়, টিলা প্রভৃতি। Cultivable land খুব কম। বনই হচ্ছে মানুষের জীবন। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যে সামান্য কারণে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হয়। গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে আমি আমার গ্রামে গিয়েছিলাম। আমার গ্রামের একজন পাগল হারিয়ে যায়। তাকে খোঁজ করার জন্য তুলমা অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত জঙ্গলের মধ্যে licence প্রাপ্ত বন্দুক নিয়ে পবিত্র দেববর্ম্মা তাকে খোঁজ করতে যান এবং ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে প্রবেশ করেন। এই তার অপরাধ এবং তার জন্য তাকে ৪০৲ টাকা জরিমানা করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে লুঙ্গা জমির সংখ্যা বেশী। কাজেই কেউ কেউ 'কোরল' খেয়ে অভ্যস্ত। গ্রামের মেয়েরা অনেক সময় সেই 'কোরল' সংগ্রহ করতে বনে যায়। এই 'কোরল' ভাঙ্গার জন্য ১০০৲ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে এমন ঘটনাও আমার কাছে আছে। ফরেষ্ট আজও বিভিন্ন ধরণের case জনসাধারণের বিরুদ্ধে দায়ের করে রেখেছে। এই হচ্ছে আমাদের বন রক্ষার নমুনা। এখানে কয়েকটি ঘটনার মধ্যে ফরেষ্ট রিজার্ভ সম্পর্কে বলব। অমরপুরের বাইগুনছড়া, প্রভৃতি এলাকায় সমস্ত লুঙ্গা জমি পুরুষানুক্রমে জুমিয়ারা ভোগ করে আসছিল, সেগুলি forest boundary র ভিতর নিয়ে নেওয়া হয়। সেখানকার জুমিয়া অধিবাসীদের গরু, ছাগল, ইত্যাদি যা রয়েছে সেগুলি এখন সেখানে চরতে পারে না। ধেবর কমিশন এর রিপোর্টে পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত আছে যে, যে সমস্ত অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে লোক বসবাস করে আসছে সেই সমস্ত জায়গা যেন রিজার্ভ এর বহির্ভূত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে forest policy বলে forest department, boundary demarcation এর সময় সেই সমস্ত অঞ্চল ফরেষ্ট এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে। গোলাঘাটিতে একটা forest plantation আছে; সেটা একটি পুরাণ বসতবাটী। সীমানা দেওয়ার সময় তাকে বলা হয়েছিল যে এই জোতের জায়গা থেকে তোমরা আম, কাঠাল ইত্যাদি পেড়ে খেতে পারবে। ফরেষ্ট থেকে কোন আপত্তি করা হবে না। কিন্তু সেই জোতের জায়গা থেকে আম কাঠাল পর্য্যন্ত সেই বাড়ীর লোক পেড়ে খেতে পারে না। সেখানে ঢুকতেই পারে না। কাটা তারের বেড়া দিয়ে রিজার্ভ করা হয়েছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য যদি বন রিজার্ভ করে থাকি তাহলে মানুষের সুযোগ সুবিধা দেখতে হবে। বন সম্পদ যাতে নিজের জন্য ব্যবহার করিতে পারি তা দেখতে হবে। তুলমার মধ্যে পুর্ব্ব অঞ্চলে রিজার্ভ করার সময় যে সমস্ত লুঙ্গা জমি অনেক দিন সেখানকার জুমিয়া অধিবাসীরা আবাদ করত, সেগুলি forest reserve করার সময় forest এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, যে সমস্ত জমি জুমিয়ারা বহুদিন ধরে চাষাবাদ করে আসছে সে সমস্ত জমি যদি forest reserve এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে তা ছেড়ে দিতে হবে। জোর জবরদস্তী করে যে ফসলগুলি কেটে নেওয়া হয়, সেটাকেও বন্ধ করতে হবে। বড়মুড়াতে অনেক জুমিয়া বহুদিন যাবৎ লুঙ্গা আবাদ করে জুম করছিল, কিন্তু forest demarcation এর সময় সেই লুঙ্গা জমি তার ভিতর পড়ে যায় এবং আবাদিকৃত ফসল forest

department এর **Forester** বাবু ও **guard** মিলে জোর করে কেটে নিয়ে যায়, এই হল অবস্থা। তারপর আরেকটা হচ্ছে ভূমি সংস্কার আইন। সেটা আমরা চালু করেছি। জোতের গাছ মানুষ তার প্রয়োজনে রোপণ করবে, কিন্তু কাটতে গেলে তার উপর বাধা—নিষেধ আরোপ করা হয়। ভূমি সংস্কার আইনে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেটা এখনও কার্য্যকরী করা হচ্ছে না এই হল অবস্থা। সামগ্রীক ভাবে বন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা যদি করি তাহলে একথা আজকে প্রত্যেকেই জানেন যে বন বিভাগ আমাদের প্রয়োজন এবং আমরা যে ভাবে বাগান ইত্যাদি করা হচ্ছে সেটা অতি ভাল কথা। বন সম্পদ বাড়বে ভাল কথা। কিন্তু জুমিয়াদের জুম যদি আমরা নষ্ট করে দিয়ে বন রিজার্ভ করি তা হলে বিরাট একটা অংশকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। আজকে রুলিং পার্টির সদস্যগণও স্বীকার করে নিয়েছেন যে জুমিয়াদের এক বিরাট অংশ ত্রিপুরা ছেড়ে আসামের দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং এর পিছনে এই বন বিভাগই প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী একথা আমি জোর করে বলতে পারি। কাজেই জুমিয়াদের যে চিরা চরিত প্রথা জুম কাটা এবং তার থেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করা তার পাল্টা ব্যবস্থা না করে জোর করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। এই যে মানুষ মারা পদ্ধতি সেটা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।

Mr. Speaker :—I would now cal on Shri Sunil Chandra Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে Demand No. 31—Forest, House-এর সামনে পেশ করছেন, আমি তার সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে out motion এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। তিনি যে ত্রুটী বিচ্যুতির কথা বলেছেন বা যে সকল point উত্থাপন করেছেন তার সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে Administration চালাতে গেলে স্বভাবতঃই ত্রুটী বিচ্যুতি হতে পারে। তবে সেই ত্রুটী বিচ্যুতিগুলির সংশোধন হওয়া দরকার। মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন যে Reserve Forest দরকার আছে, বন সৃষ্টির দরকার আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা সেই মহারাজার আমল থেকে দেখে আসছি যে বনে বৃক্ষ স্বভাবত জন্মে। সেই বৃক্ষই শুধু বনে থাকে, কোন plantation হয় না। তখনকার দিনে উদয়পুর, সোনামুড়া প্রভৃতি স্থানে কোন plantation করা হত না। স্বভাবতঃ যে বৃক্ষগুলি জন্মাতো সেই বৃক্ষগুলি জনসাধারণ এবং উপজাতীয়রা বিক্রী করে দিত। তারফলে বন সম্পদ বৃদ্ধি হত না। যথেচ্ছ ভাবে বন কাটতে এবং গাছ কাটতে মানুষকে দেওয়া হত। তার ফলে বন নষ্ট হয়ে যেত। সেই সব দিনে মানুষ যে বহুল পরিমাণে গাছ কেটে নদীতে "ভুর" দিয়ে রাখতো তার প্রমাণ আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন নদীতে এখনও দেখতে পাই। স্বাধীনতার পরে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নে যোগদান করার পর বহু উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ত্রিপুরার আদিবাসী জুমিয়া যারা আছে তার প্রায় ৮০ ভাগই shifting cultivation system-এ চাষ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী করে আসছে। এক জায়গায় কয়েক বৎসর চাষ করার পরে তারা অন্য জায়গায় চলে যায় এবং সেখানে চাষাবাদ করে আবার ৮।১০ বৎসর পরে তারা আবার হয়ত সেখানে ফিরে আসে। সেইজন্য জুমিয়াদের চাষের ক্ষেত্র সংশোধিত হয়েছে। উদ্বাস্তু এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাহাদের সংখ্যা ত্রিপুরার আদিবাসীদের সংখ্যার অন্ততঃ দ্বিগুণ হবে। আজকে সরকারের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন, Landless cultivators-দের পুনর্ব্বাসন এবং উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন। ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু জায়গা Forest Reserve না করলে চলে না; ভারত সরকারের সেখানে circular আছে শতকরা ৬০ ভাগ, সেই জায়গায় আমরা মাত্র শতকরা ৩৬ ভাগ Forest

Reserve হিসাবে রেখেছি। শতকরা ৬০ ভাগ রাখা হয় নাই। বন অঞ্চলে মাত্র ৭৩৬ বর্গ মাইল Proposed reserve forest আছে এবং Protected forest আছে ৮৩৩ বর্গ মাইল।

বন সৃষ্টি করা মানুষের উপকারের জন্যই। আমাদের বন বিভাগের মন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মাত্র এক তৃতীয়াংশ জমি বনের জন্য সংরক্ষিত রাখবেন। স্বাধীনতা লাভের পর বনবিভাগ এবং Ruling পার্টি জুমিয়াদেরকে হত্যা করেছেন, এই কথাটা ঠিক নয়। জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের যে problem আছে সেই problem solution-এর জন্য যে একটি মাত্র বিভাগ সত্যিকারের চেষ্টা করেছেন সেইটি হ'ল বন বিভাগ। যে জায়গায় মাত্র ৩০০ একর জায়গায় plantation ছিল সেই জায়গায় ৮০০০ একরের উপর করা হয়েছে। সমগ্র ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বন সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শাল প্রভৃতি ভাল ভাল মূল্যবান বৃক্ষ রোপন করা হচ্ছে, গোলমরিচ, কাজুবাদাম প্রভৃতির চাষ করা হচ্ছে। আনারস, লিচু প্রভৃতি ফলের চাষে সাফল্য দিনের পর দিন অর্জন করছেন। ত্রিপুরা সরকারের এই একটি বিভাগ প্রশংশনীয় কাজ করছেন। বন সৃষ্টির জন্য মানুষের প্রতি কোন অন্যায় করা হচ্ছে না, যাদেব অতিরিক্ত জমি আছে সেই জমি জুমিযাদের, Landless কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। তদুপরি সরকারের তরফ থেকে তাহাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে বৎসরের পর বৎসর। Reserve Forest আইনগত ভাবেই করা হচ্ছে এবং proposed reserve forestও আইনগত ভাবে করা হয়েছে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে জুম চাষ চলছে এবং সেটা tangia system-এ চলেছে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে কথা বলেছেন তা contradictory হয়েছে। তিনি একবার বলেছেন মহারাজার আমল থেকে জুম চাষ চলেছে তা বন্ধ করার জন্য তিনি সরকারকে দায়ী করেছেন। আবার tangia system-এ যে জুম চাষ চলছে তাতে যে লোক জুম চাষ করছে সে সরকারের থেকে সুযোগসুবিধা পাচ্ছে। যেকথা তিনি তাঁহার cut motion-এ বলেছেন তা হল "that disapproval of the policy of extending Tangia system and of banning of Jum cultivation etc". একবার বলেছেন reserve forest-এ জুম চাষ করতে পারছে না। আবার বলছেন tangia system-এ জুম চাষ করলে তাদের সেই পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে থাকবে। আবার বলছেন জুমিয়াদের জীবিকা অর্জনের জন্য সামগ্রীক ভাবে জুম চাষের সুযোগ দেওয়া দরকার। মাননীয় সদস্য আরো বলেছেন proposed reserve এলাকায় জুমিয়াদেব যে জায়গা জমি আছে এবং জুমিয়ারা যে জমি আবাদ করেছে সেইজমি reserve forest এলাকা হতে মুক্ত করার জন্য। Reserve ıorest এলাকায় যে সব জুমিয়া পুনর্ব্বাসন, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেই সব জায়গা সরকার মুক্ত রাখার জন্য ইতিমধ্যে কাজ করছেন আবার বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজস্থান নয়। রাজস্থানে বনের দরকার আছে আমাদের ত্রিপুরায় বনের দরকার নাই। কিন্তু আমরা দেখি রাজস্থানে মরুভূমি ছিল না। বন সম্পদ নষ্ট হওয়ার ফলেই আজ সেখানে মরুভূমি হয়েছে। মাননীয় সদস্য জানেন যে বন নষ্ট হওয়ার জন্যই আজ আমাদের এখানে বন্যা বেশী হচ্ছে। গত বৎসর পর্য্যন্ত তারা দেখেছেন বন্যার সংখ্যা কত বেড়ে যাচ্ছে। জুম চাষের ফলে এবং উদ্‌বাস্তু পুনর্ব্বাসনের ফলে ত্রিপুরার বন সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ ত্রিপুরাতে বন্যার তাণ্ডব চলছে। তার ফলে জনসাধারণের যে ক্ষতি হচ্ছে তা দেখে বন সৃষ্টির প্রয়োজন সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বন্যার একমাত্র কারণ যে বন নষ্ট হওয়া তা নয়, তার অন্য কারণও আছে। আমাদের দেশের নদীগুলির গভীরতা অত্যন্ত কম। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব দেখেছি এই নদীগুলিতে অসংখ্য নৌকা চলতো। নদীর bed গভীর না

থাকাটা বন্যার আর একটা কারণ। আর যে সব লুঙ্গা জমি বা পাহাড়ে বৃষ্টির জল আটকাইয়া থাকত সেই সব লুঙ্গা ও পাহাড় আজ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জল সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নেমে আসে এবং বন্যার সৃষ্টি করে। অতএব বন সৃষ্টি করতে পারলে আমরা বন্যা রোধ করতে পারব। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের নদীগুলির বেডগুলি যদি আরো গভীর করে কেটে দেওয়া হয় তাহলে ত্রিপুরায় বন্যা রোধ করা যাবে। মাননীয় সদস্য আলোচনা প্রসঙ্গে জুমিয়া পুনর্বসতি সম্পর্কে বলেছেন যে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু নষ্ট করে ফেলছে কর্মচারীরা এবং ক্ষমতাশীল দলের লোকেরা। কথাটা মোটেই সত্য নয়। জুমিয়াদের টাকা কিভাবে দেওয়া হয় তা তাঁদেরও জানা আছে। কারণ তাঁদের মধ্যেও কয়েকজন Tribal welfare Board এর Member আছেন। এই Tribal welfare Board এর মারফতেই এবং এই Board এর পরামর্শ মতই এই টাকা বিলি করা হয়। তাঁরাও Tribal, Non-tribal হলে না হয় বলা যেত যে Tribalদের প্রতি তাঁরা দৃষ্টি দেননি। তাঁদের দোষারোপ করা যেত। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই যখন tribal তখন নিশ্চয় tribalদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তারপর যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে তা দেখাতে পারেন। যদি ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকে, পাঁচ বৎসর যাবত মাননীয় tribal মেম্বার যাঁরা আছেন, তারা যদি সেই ত্রুটি বিচ্যুতি point out না করতে পারেন, তাহলে আমি মনে করব তাঁদের tribal welfare board এ থাকা না থাকা সমান কথা এবং তারা তাদের কর্তব্য পালন করতে পারেন নি। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বাশের কোরল ভাঙ্গার জন্য জরিমানা হয়েছে, আর রিজার্ভের ভিতর বন্দুক নেওয়ায় ৮০৲ টাকা জরিমানা হয়েছে। আমি জানি না ত্রিপুরাতে এমন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট আছে কিনা, যিনি এরকম করতে পারেন আর একটা বলেছেন forest Department এ case হয়। আইন ভঙ্গ করলে case হয় এবং আইনটা করা হয় আমাদের সবার জন্য। তিনি বলেছেন আদিবাসীদের বিরুদ্ধে case করাটা ভাল নয়। এটা আমিও স্বীকার করি। কাজেই মাননীয় সদস্যদিগকে অনুরোধ করব তারা যেন তাদের পার্টি থেকে প্রচার পত্র মারফত যদি প্রচার করেন যে এই এই area reserve area এই এলাকাতে তোমরা প্রবেশ করো না, তা হলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু তিনি যে বলেছেন হাজার হাজার নির্দ্দোষ লোককে বিচারের জন্য পাঠানো হয় এবং তাদের পিটানো হয় এটা আমি স্বীকার করিনা। আর একটা কথা তারা বলেছেন যে ফরেষ্টে যারা বাড়ীঘর করেছে তাদের বাড়ীঘর রিজার্ভ ফারেষ্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ফলে তাদের অসুবিধা হয়। তারা তাদের নিজের গাছের আম কাঠাল আনতে এবং খেতে পারে না। ভিতরে থাকতে গেলে কেউ আম কাঠাল খেতে পারবে না এটা যদি সত্য হয় তাহলে আমি বলব মাননীয় সদস্যদের আইনের প্রতি বিশ্বাস নাই। আমি অনুরোধ করব মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সে সব জমির গাছ কাটার অধিকার শীঘ্রই দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ আইনের অসুবিধাগুলি জনসাধারণ ভোগ করছেন আর যে সব সুবিধা এটা গ্রহণ করতে পারবেন না এটা ঠিক নয়। এই সব উদ্বাস্তু যেন তার জন্য চেষ্টা করে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করে।

Mr. Speaker : – I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা Forest সম্পর্কে আলোচনা করছি। এই সমস্ত বন যেভাবে Reserve করা হয়েছে এগুলি কতখানি আইন সম্মত এবং কতখানি বে-আইনি, সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। এই সম্পর্কে কয়েকটা মোকদ্দমা হয়ে গেছে। মোকদ্দমায়

সরকার পক্ষ হেরেছেন। বন Reserve যে ভাবে করা হয়েছে সে সম্পর্কে অনেকখানি আলোচনা হয়েছে ; এ সম্পর্কে আজকে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু এইটুকু বলব—'৬০-৬১ সনে ত্রিপুরার মোট জমির ৫৯·৬% ভাগ হল Forest area. (A voice :— Present figure is 36·/.) National Forest Policy of 1962 প্রত্যেক State এ যে Forest area ধার্য্য করে দিয়েছেন সেটা হল each should have roughly 20 to 30 •/• of its total land area under Forest. আমি Forest সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরাতে একটা বিরাট এলাকা Forest reserve করে রাখা হয়েছে যার ফলে আমরা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছি। আমি Forest Department এর কতকগুলি বিভিন্ন ঘটনা, misuse of power সম্বন্ধে বলব। প্রথম হচ্ছে অভয়নগর Forest road at Belonia এবং রাইমাশর্মা Forest road at অমরপুর। এ দুটি রাস্তার Specification ছিল metalling করা এবং জীপেবল করা। কিন্তু তা মোটেই করা হয়নি। রাস্তার কাজের জন্য accordingly payment করা হয়েছে। কিন্তু এ রাস্তায় আমাদের পক্ষে এখন হেঁটে যাওয়াটা কষ্টকর। আমরা ঝগড়িয়া মূড়াতে দেখেছি, সেখানে Staff এর জন্য একটা কোয়ার্টার করা হল। কিন্তু সেই quarter টা কাউকে allot করা হল না যার ফলে মানুষ সেখানে কেউ থাকে না—গরু ছাগল থাকে এবং ঘরটা এখন নষ্ট হওয়ার পথে। Forest এর ডাক বাংলা তৈরীর জন্য P. W. D. একটা rate দিলেন। আমাদের C. F. O. বললেন এটা খুব High rate। আমরা অনেক Cheaper rate এ করতে পারব। তিনি কি করলেন ? তাঁর Concerning area য় যে Ranger থাকেন তাঁকে বললেন যে এটা করে দিতে হবে এবং নির্দ্দেশ দিলেন কোন Royalty দিতে হবে না। Ranger বা Forester দের সুবিধে হয়ে গেল। তার ফলে যতটুকু গাছ দরকার, তার চেয়ে বেশী গাছ তাঁরা নষ্ট করলেন এবং এইভাবে ডাকবাংলা তৈরী হ'ল। তাতে লাকড়ী করে অনেক কাঠ নষ্ট হল। তার বদলে যদি কনট্রাক্ট দেওয়া হ'ত তাহ'লে Forest produce এতটা নষ্ট হ'ত না। এর ফলে অনেক public money নষ্ট হয়েছে। Staff দের সংগে C. F. O. যে আচরণ করেছেন বা করেন তার সম্পর্কে কিছু বলব। Department এর যিনি Head, তিনি যদি এতখানি beaurocrat হন তা হলে কি করে Staff তাঁর অধীনে কাজ করবে ? গৌরাংগ দাস—সে একজন Forester grade II. চাকরী করার কালে সে Intermediate পরীক্ষার জন্য permission চাইল, তাকে permission দেওয়া হল না। ফলে সে সেই বছর miss করল। Next year এ আবার সে পরীক্ষা দিতে চাইল ; কিন্তু তখন তাকে Forester training এর জন্য "ডাউহিলে" পাঠানোর order হল। তার চেয়ে Senior staff আছে তাকে তিনি ট্রেনিং এ পাঠাতে পারতেন। অনেক অনুরোধ করেও যখন ফল হল না তখন সে One month's notice দিয়ে resignation দিল। কিন্তু তার resignation accept না করে তাকে Rule-5 এ ছাটাই করে দিয়ে সকল Departmentকে জানিয়ে দেওয়া হল যে তাকে যেন চাকরী না দেওয়া হয়। এইরকম truction তিনি দেন। (জনৈক সদস্য :— এরকম তিনি নোটিশ দিতে পারেন না)। You please enquire into the matter. সে তখন interview after interview দিতে লাগল, কিন্তু কোথাও তার চাকুরী আর হয় না। কারণ C. F. O. র instruction আছে। সে এখন Intermediate পাশ করেছে। এই রকম একটা interview দিয়েছে Development Commissioner এর কোন এক ডিপার্টমেন্টে and he was selected কিন্তু তাকে মুখে বলে দেওয়া হল তোমার সম্পর্কে রিপোর্ট আছে। কাজেই তাকে

চাকুরী দেওয়া হবে না। এরকম চলছে আমাদের Forest department এ। সুখেন্দু দাশ, সে Officiating Ranger ছিল। তার সঙ্গে যে কোন কারণেই হউক C.F.O. র একটা বিরোধ হয়। বিরোধ হওয়ার ফলে তাকে grade II তে degrade করে দেওয়া হল। তারপরে সে court এ case করল এবং সে জিতল। ক্ষতি পূরণের টাকাটা তাকে আমাদের দিতে হল। আর একটা হচ্ছে স্বদেশ ভট্টাচার্য্য। সে ছিল grade II Forester, তাকে dismiss করা হল এবং সেও মোকদ্দমা করে জিতে টাকা recovery করল। শ্যামা চরণ দেববর্ম্মা—সে ছিল Forester grade I, তাকে degrade করা হল grade II তে। তারপর হঠাৎ তাকে ডিসমিস করা হল। সে মোকদ্দমা করল এবং সেও জিতল। তাহলে আমরা একটার পর একটা কি দেখছি? দেখছি যে, যাকেই শাস্তি দেওয়া হয় সে-ই গভর্ণমেন্ট থেকে টাকা recover করে। আমার কথা হল C.F.O র মত অফিসার যদি তার কর্ম্মচারীকে শাস্তি দেন এবং ফলে গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহলে সে টাকাটা officer থেকে recover করতে হবে—এরূপ একটা Govt. instruction আছে যে যদি কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর খেয়ালে কারোও চাকুরী, যায় এবং সে যদি মোকদ্দমায় জিতে আসে, তাহ'লে সেই অফিসারের কাছ থেকে টাকাটা recover করতে হবে। তাহলে C F.O র কাছ থেকেও এই টাকাটা কেন recover করা হয় না, এটা আমি জানতে চাই। তাঁর থেকে কেন আমরা সেই টাকাটা আদায় করব না। সেই instruction C.F.O র জানা আছে। আমার আর একটা কথা এই যে, C.F.O মশাই তাঁর স্ত্রীর নামে বাঁশের ব্যবসার License নিয়েছেন এবং এই সব অভিযোগ Minister এর কাছে করা হয়েছে। Now this is the position. আপনারা যদি Forest departmentএ তালাস করেন তাহলে দেখবেন যে C.F.O তাঁর নিজের আত্মীয় স্বজন দিয়ে সেই ডিপার্টমেণ্টটা একবারে ভর্ত্তি করে রেখেছেন। অন্য কোন Department এ এত আত্মীয়স্বজন নেই। হিসাব যদি করতে চান কি হচ্ছে তাহলে I can speak in details. যদি আপনারা কেউ চান, যদি Minister concerned চান তাহলে আমি in details বলতে পারি এবং I can challange. আমার প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে ডিপার্টমেণ্টের উপর আমরা এতটুকু ভরসা করি, তিনি যদি তার অধস্তন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে এইসমস্ত আচরণ করেন তাহলে সেখানে কোন কর্ম্মচারীই শান্তিতে কাজ করতে পারে না। আমরা শুনেছি Plantation work মার্চ্চ মাসে যখন নাকি বছর শেষ তখন করা হয়। কাজেই এখানে কাজ না করেও Muster rollএ কাজ দেখিয়ে double নামের list করে payment করা হয়েছে এবং মার্চ্চ মাসেই এটা বিশেষ করে করা হয়। উদয়পুর থেকে আমি খবর পেয়েছি যে, সেখানে যে Muster roll করা হয় সেখানে একই নাম একই date এ দুই জায়গায় দেখানো হয়েছে। এটা আমি বলছি Ican prove. আমার কাছে এ রকম information আছে। আমরা জানি যে পাকিস্তানিরা কর্ম্মচারীদের সঙ্গে contract করে ঘুষ দিয়ে free permit নিয়ে আমাদের Forest produce নিয়ে যায়। আমি নিজে এই permit C.F.Oকে দিয়েছি। আমি জানিনা তার কি হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা আপনারা enquiry করে দেখবেন, এগুলি সত্য কি না। আমরা দিতে পারি, আরও দিতে পারি এই সমস্ত তথ্য। কিন্তু দেব কার কাছে? যা দেই তার কোন enquiry করা হয় না। কাজেই এগুলি দেওয়ার কোন অর্থ নাই। মার্চ্চ মাস plantation করার সময় নয়। তবে টাকাটা শেষ করতে হবে তাই মার্চ্চ মাসে plantation এর কাজ দেখানো হয়। এবং সেখানে double নামে payment করা হয়। আমার নামের দরকার এখন আমি একসঙ্গে পাব কোথায় এত নাম, কাজেই double নাম বসিয়ে দিতে হয়। এইটুকু আপনারা এনকোয়ারী করে দেখুন। Please enquire into the matter. আমরা এখানেই আছি। আমরা কেউ যাবনা। এই সমস্ত

জিনিষ আমাদের শেষ করা দরকার। যদি এই সমস্ত জিনিষ আমরা সংশোধন করতে না পারি তাহলে আমরা কোনকিছু ভাল আশা করতে পারি না। আমি আরও বলি Please enquire into the matter. তারপর আমাকে এসে বলুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Shri Gopesh Ranjan Deb.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এনেছেন —ডিমাণ্ড নং ৩১ ফরেষ্ট, তার সমর্থনে এবং বিরোধীদলের সদস্য যে মোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার কথা রাখছি। বন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমরা জানি যে বন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েচে, দার্শনিককে ভাবের প্রস্তুতি দিয়েছে, ক্ষুধাতুরকে খাদ্য দিয়েছে, ভূমিহীনকে ভূমি দিয়েছে ইত্যাদি। আমরা দেখতে পাই যে বন চিরকালই মানুষের কাছে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে এমন কি হিন্দু "মাইথলজি"তে বন পূজ্য বলে আমরা জেনে আসছি। এই বন মানুষের খুবই উপকারী। শুধু মানুষেরই নয় সকল জীবেরই বন প্রয়োজনীয়। সেই অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের বনও ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয়। আমরা যদি আজও জিজ্ঞাসা করি যে ত্রিপুরার বন কি সে সব জিনিষ দিয়েছিল? উত্তর পাব হঁা দিয়েছিল। আজও কি দিচ্ছে? হঁা দিচ্ছে। আগের মত তেমন দিচ্ছেনা তার কারণ আমরা অভিশাপগ্রস্ত। আমরা নির্ম্মমভাবে বনের উপর অত্যাতার চালিয়েছি, বনকে ধ্বংস করেছি তাই আমরা তেমন ফল পাচ্ছি না। আমরা জানি আগের আমলে বিশেষতঃ মহারাজার আমলে রাজকীয় স্বার্থে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে বনের উপর যদৃচ্ছ অত্যাচার করা হয়েছে। ইচ্ছা মত বঁাশ গাছ, ছন এইসব প্রয়োজনীয় জিনিষ বিস্তর কেটেছে এবং রপ্তানী করে রাজকোষ ভর্ত্তি করেছে। কোন বাধা নিষেধ আরোপ করা তখন হয়নি। ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বনকে রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা তখন তারা বোধ করেনি। কিন্তু তারপর, বিশেষতঃ মহারাজা বীর বিক্রমের সময়ে আমরা দেখতে পাই তিনি বন সম্পর্কে একটা "কনসারভেটিভ" মনোভাব পোষণ করতেন এবং বনকে রক্ষা করার জন্য তখনই ফরেষ্টে কনসারভেটারের পোষ্ট সৃষ্টি করা হয় এবং যদৃচ্ছভাবে বন কাটা নিষিদ্ধ করা হয়। তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে বনের প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। যারা চিন্তাশীল ব্যক্তি তারা বন রক্ষার কথা বিশেষভাবে মনে করেন এবং তারা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন বন রক্ষার জন্য। আমার মাননীয় সদস্য একজন বলেছেন যে ভারতের বনের যে কমিশান আছে সেই নেশানেল কমিশানের যে অভিমত তাতে শতকরা ৩০ ভাগ বন রিজার্ভ করার বিধান আছে। কিন্তু আমাদের ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট—"১৯২৭" থেকে আমরা দেখতে পাই যে, যে কোন অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ বনের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, জুমিয়া ভাইদের আমরা এই বন আইন করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি। তাদের আমরা বঁাচাতে পারব না। কিন্তু আমরা বলব, আমাদের যে ১৯২৭ সনের বন আইন সে আইন উপেক্ষা করে মাত্র শতকরা ৩৫।৩৬ ভাগ ভূমি বনের জন্য সংরক্ষণ করছি। তার মধ্যে ১০০ স্কোয়ার মাইল, যারা ট্রাইবেল ভিলেজার থাকবেন তাদের জন্য, রিজার্ভ রাখা হয়েছে। তাহলে দেখি নেশানেল কমিশান যা বলেছেন তা আমরা রক্ষা করেছি এবং ১৯২৭ সনের যে বন আইন, তা আমরা উপেক্ষা করেছি। জুমিয়াদের রক্ষা করার জন্যই আমরা ১৯২৭ সনের আইন রক্ষা করতে পারিনি। শুধু আদিবাসী, জুমিয়াদের

সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যই সেটা করা হয়েছে। রিজার্ভ ফরেষ্ট ১৫৯২ স্কোয়ার মাইল এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ৮৬৩ স্কোয়ার মাইল। ত্রিপুরার ৪১১৬ বর্গ মাইল এরিয়া। কাজেই যে ১৫৯২ স্কোয়ার মাইল রিজার্ভ এবং ৮৬৩ মাইল সংরক্ষণ রাখা হয়েছে তার হিসাব করলে দেখা যায় শতকরা ৩৫।৩৬ ভাগ রিজার্ভ করেছি। তারপর একটা কথা বলা হয়েছে যে জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ কথাটা ঠিক নয়। কারণ জুম তারা করতে পারে কেবল মাত্র প্রক্টেটেড এরিয়াতে এবং পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তার দুই পাশে এবং নদী নালার দুই পাশে মাত্র আধা মাইল করে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। এই আধা মাইল জায়গাও বিশেষ কারণে রাখা হয়। কারণ মানুষের চলাচলের সুবিধার জন্য এবং বিদেশ থেকে যারা আসেন তারা যাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারেন তার জন্যই এই আধা মাইল জায়গা রিজার্ভ করা হয়। এই সব প্রক্টেটেড এরিয়া বাদে জুমিয়ারা নির্বিঘ্নে জুম করতে পারে। টাঙ্গিয়া সিষ্টেমের কথা বলা হয়েছে। টাঙ্গিয়া সিষ্টেমে জুম করার প্রথা রিজার্ভ ফরেষ্টে আছে এবং কমিয়েও যদি বলা হয় তাহলেও আমরা দেখতে পাই যে সেখানে শুধু জুম করেই যে খেতে দেওয়া হয় তাই নয়। জুম করার সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করার জন্য তাদের টাকাও দেওয়া হচ্ছে এবং এটা কেবল ত্রিপুরাতেই দেওয়া হয় আর কোন দেশে দেওয়া হয় না। মাননীয় সদস্য অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলেছেন যে জুমিয়াদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সেটা ভিত্তিহীন বলেই আমি মনে করি। আমি যতটুকু জানি জুমিয়ারা প্রতি একর জমির জন্য ৪৫ টাকা করে পাচ্ছে। জঙ্গল কাটার জন্য ১০ টাকা, বাঁশের খুটি লাগাবার জন্য ৫ টাকা ফরেষ্টের প্রত্যেকটি কাজের জন্য তারা অতিরিক্ত টাকা পায়। এই সমস্ত হিসাব করলে দেখা যায় মোটামুটি তারা ৪৫ টাকা করে পায়। তারপর ফরেষ্ট ভিলেজার হিসাবে যারা আছে তাদের ৫ কাণি লোঙ্গা জমি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং ১ কাণি টিলা জমি দেওয়া হয়। সেখানে বসবাসের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তাদের পানীয় জল, রাস্তাঘাট, স্কুল, কো-অপারেটিভ ক্লাব প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হয়। তা ছাড়া তারা জ্বালানী কাঠ তাদের প্রয়োজনে ফরেষ্ট থেকে ফ্রি পেয়ে থাকে। তারপরেও ফরেষ্ট প্ল্যানটেশানে দিন মুজুরের কাজ পাওয়ার জন্য তাদের প্রেফারেন্স দেওয়া হয়। কাজেই জুমিয়াদের, আদিবাসীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এ কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন। কোন যুক্তি দ্বারা টিকেনা। আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে একদল জুমিয়া দেশ থেকে চলে যাচ্ছিল তার জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টকে এবং রুলিং পার্টিকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে তার জন্য রুলিং পার্টি বা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট দায়ী নয়। তাদের টাঙ্গিয়া সিষ্টেমে জুম না করার জন্য উৎসাহিত করেন। সে সমস্তসমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী তাদের প্ররোচনাই তারা চলে গিয়েছিল। আবার এসে তারা সরকারের দরজায় ধর্ণা দিয়েছে তাদের টাঙ্গিয়া সিষ্টেমে জুম করতে দেওয়ার জন্য। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আর একটি বিষয় চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে ফরেষ্ট ডিপাটমেণ্ট থেকে যে সব ফ্রী পারমিট দেওয়া হচ্ছে তার যদি আমরা মাশুল কেলকুলেসন করি তবে তার পরিমাণ হবে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

আমাদের মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন Reserve forest সম্পর্কে অনেক নালিশ আছে। অনেক case-এর কথা তিনি এখানে বলেছেন অবশ্য জানিনা ভিতরে কি আছে। তিনি বলেছেন আমাদের কোন কোন forester পাকিস্তানীদের জন্য permit issue করেন, ডাক বাংলাতে এনে কাঠ জমিয়ে রাখেন এবং সে কাঠ পরে সরকারের খাতায় জমা হয়না। আমাদের Chief Forest Officer নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে তদন্ত করে থাকবেন, সে তদন্তের পরে হয়ত কোন শ্যাম দাস বা রামদাসের চাকুরী যেতে

পারে। আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তো রয়েছেনই। চাকুরী পাওয়ার জন্য আবার তারা তাঁদের পেছনে পেছনে ঘুরবেন। এ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে Demand No. 31-forest সম্পর্কে এখানে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। বর্ত্তমানে যে forest law প্রবর্ত্তন করা হয়েছে এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ হয়েছে সে সম্পর্কে আমি হু'একটা কথা এখানে বলব। আজকে বাজেটের সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, Forest Law এর view কি—সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। পূর্ব্বে আমরা Department-এর উপরে দোষ দিতাম বা Administration-এর কর্ত্তৃপক্ষকে দোষারোপ করতাম। কিন্তু আজকে যেখানে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা রয়েছেন এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে নিয়ে মন্ত্রীসভা পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে, সেক্ষেত্রে এ ভাবে বন আইন করা হবে কেন? এ বন আইনের মারফতে আদিবাসী এবং জুমিয়াদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের আসামের কাটাখাল এবং মণিপুরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। জুমিয়াদের জুম কাটা বন্ধ করে তাদের টাঙ্গিয়া প্রথায় চাষ করার জন্য আপনারা বাধ্য করছেন। হাঁ, ষড়যন্ত্রই বটে। এদিকে আপনারা বলছেন Reserve Forest করা হচ্ছে, এখানে তাদের থাকা চলবেনা, জুম করা চলবেনা। এ ভাবে indirectly আপনারা ইঙ্গিত করছেন যে তোমাদের এখানে থাকা চলবেনা। যে জুমের system ছিল তাতে ৫।৬ বৎসর পরে আবার সে জায়গায় জুম করা যেত। আজকে আপনারা টাঙ্গিয়া system করে তাদের বলছেন এক বারের বেশী জুম করা চলবেনা। আপনাদের মনে রাখা উচিত, আপনাদের Debar Commission কি বলেছেন? Shri Debar কমিউনিষ্ট পার্টির নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেননা বা কমিউনিষ্ট পার্টির লোকও ছিলেননা। তিনি কংগ্রেসের একজন বড় leader ছিলেন। সেই Debar Commission লিখেছেন যে আইন করে কোন পুরাতন system-কে যদি একেবারে বাতিল করা হয় তা হলে আদিবাসীদের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হবে। জুম চাষের জন্য যে সমস্ত ভূমি ছিল সেই সব জমি আপনারা সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবন বিপন্ন করেছেন। আবার বলছেন, তাদের পুনর্ব্বাসন গভর্ণমেণ্টই দিবে। আমি বলব, যতদিন গভর্ণমেণ্ট এদের পুনর্ব্বাসন দিতে না পারে ততদিন এ আইনগুলো যেন প্রবর্ত্তন করা না হয় এবং Jum system-এ Cultivationও যেন বন্ধ করা না হয়। আপনারা সেটা অস্বীকার করতে পারেন না। আপনারাও জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কিন্তু দেখছি জনসাধারণের জন্য আপনাদের বিন্দু বিসর্গও আন্তরিকতা এবং সহানুভূতি নেই। মহারাজার আমল চলে গেছে, Chief Commission-এর আমল চলে গেছে, আজ যারা Administration চালাচ্ছে তারা জনসাধারণের প্রতিনিধি। অথচ স্থানে স্থানে লোক অনাহারে অকাল মৃত্যুতে মরছে। এর জন্য দায়ী কে? এর জন্য দায়ী আপনারা—কংগ্রেস মেম্বাররা। আপনারা বলছেন notice দেওয়া হয় forest reserve এলাকা ঘোষণা করার সময়। কিন্তু আপনারা কি দেখেন কোথায় কোন জায়গায় notice দেওয়া হচ্ছে। সেখানে লোক বসতি আছে কিনা। কুলাই কমলপুর Sub-Division-এর মধ্যে একটা মস্তবড় জনবহুল জায়গা।

কোন forest officer কোন আইনে সেই জায়গাটকে forest reserve এলাকা বলে ঘোষণা করল ? কোন আইনে সেই Ambasa to Dhalucharra যার distance হচ্ছে সাড়ে দশ মাইল — তারমধ্যে কত ধানের জমি আছে, কত লোক বসতি আছে, সেটা সম্পূর্ণরূপে জঙ্গল নয়। অবশ্য জঙ্গল কিছু কিছু আছে সেটা অস্বীকার করিনা, সেই ধলাই নদীর পূর্ব্বে আঠারমুড়া ইত্যাদি স্থানে কোন্ সাহসে কোন্ আইন নিয়ে Reserved Forst এর notice বের করা হল ? একের পর এক নূতন নূতন করে যেখানে সেখানে notice দেওয়া হচ্ছে, অথচ এসব স্থানে মানুষের বাড়ী আছে, ঘর আছে, লোকবসতি আছে, তার কোন বিচার বিবেচনা করা হয় না। বনবিভাগের এই যে আইনগুলো এবং এই যে machinery আছে, যারফলে আদিবাসীর ও অন্যান্য মানুষের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, আমি তার প্রতিবাদ করি। আমি চাই ত্রিপুরায় ভাল ভাল বনসৃষ্টি হউক, ভাল ভাল গাছ হউক, তাই বলে মানুষের জীবিকা, মানুষের পেট, মানুষের খাদ্য, এ সব বাদ দিয়ে নয়। ত্রিপুরার জনসাধারণের যে কি অবস্থা, আজকে পাহাড় অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের অর্থনৈতিক মান এবং অগ্রগতি আছে কি অবনতি হচ্ছে এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজ শেষ করতে পেরেছে কি না, এ সব দিকে লক্ষ্য রেখে Reserve Forest আইন প্রবর্ত্তন করা উচিত। আঠারমুড়া, লঙ্কামুড়া ইত্যাদিকে আপনারা Reserve Forest করবেন, কিন্তু সেখানে জনসাধারণের বসতি আছে কি নেই সেটা আপনারা দেখবেন না। জুমিয়া পুনর্ব্বসতির নাম করে আপনারা যে ৫ কানি করে জায়গা দিচ্ছেন, সেটা তারা আবাদ করতে পারছে কিনা তাও আপনারা কি দেখবেন না ? কোন কোন জায়গায় দেখা যায় ৫ কানির স্থলে দেড় কানি দুই কানি করে জুমিয়াদের দেওয়া হয়। এ সব করেন জুমিয়া পুনর্ব্বাসন অফিসের কর্ম্মচারীরা, Circle officer, Tribal welfare Inspector, Tribal Supervisor রা ঘুষ খেয়ে। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজ কিছুই হয় না। আপনারা যদি বলেন আমি একটি একটি করে ঐসব officer দের নাম বলতে পারি। মহারানীর ক্ষেত্রমোহন দেববর্ম্মা, সুবল দেববর্ম্মা, লক্ষ্মীভিটার রমেশ দেববর্ম্মা, এদের সকলকে ৩০০৲ টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং অপর কিস্তির ২০০৲ টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এভাবে যেখানে সেখানে সরকারের Reserve Forest ঘোষণার ফলে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অতএব এ আইন প্রবর্তিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অমরপুর-Sub-Divission এর পুনিয়া রিয়াং, রাধাকুমার দেববর্ম্মা, দশমী রিয়াং, কাইতং রিয়াং, ইত্যাদি তারা চৌধুরী পাড়ায় Reserve Forest areaতে গত মার্চ্চমাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনাহারে মারা গিয়েছে। তারপর সেই সরমা পাড়ার ধাইজাং রিয়াং এবং বাহধাতি রিয়াং এরা দুইজন অনাহারে মারা গিয়েছে। পুনিরাং রিয়াং এবং বিপ্লহাং রিয়াং মারা গিয়েছে ৩রা এপ্রিল।

আজকে যদি এই চৈত্রমাসে অনাহারে মানুষের মরতে হয় তাহ'লে কংগ্রেসের কলঙ্ক হবে এই কথা আপনারা স্বীকার করেছেন। আজকে আমার মুখে ভাষা আছে, আমার শক্তি আছে---কিন্তু গায়ের জোরে মানুষের খাদ্যের সমাধান আপনারা করতে পারবেন না। কেন এনটায়ার ত্রিপুরাকে আপনারা রিজার্ভ করবেন ? ফসল উৎপাদনে আপনারা বাধা সৃষ্টি করবেন ? আমি বলেছি অমরপুর সাবডিভিশনে চেলাগাং এলাকায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন বিলের কাছে জুমিয়াদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। আপনারা বলেছেন যে তাদের উচ্ছেদ করা হয়নি। ফরেষ্ট ভিলেজার হিসাবে তারা যে জমি চাষ করবে সে জমির উপর তাদের মালিকানার অধিকার নাই। এইভাবে আপনারা ফরেষ্ট ভিলেজার সৃষ্টি করেছেন। অনেক সুযোগ সুবিধা আপনারা করেছেন। আর একটি কথা হল আপনারা দেখেছেন নিজ জোতের গাছ কাটার অধিকার ছিল। এখন বন আইনে এই অধিকার বন্ধ হয়ে গেছে। সার্ভে সেটেলমেন্ট যখন আইন করে দেবেন, তখন উহা

কার্য্যকরী করতে হবে। অথচ আপনারা দেখুন, এই আগরতলা সহরের বুকে দেখুন, এই আইন কতটুকু কার্য্যকরী হচ্ছে। আপনারা বলবেন বন সংরক্ষন করা দরকার। কিন্তু কনট্রাক্টারকে বন কাটার জন্য পারমিট দেওয়া হয়। আপনারা বলবেন এটা করা দরকার। কিন্তু এই গ্রামাঞ্চলে কেন এত আইনের কড়াকড়ি? আমি সেদিন দেখেছি; হাওয়াই বাড়ীতে বিরাট জংগল আপনারা ক্লীয়ার করেছেন। আপনারা গিয়ে দেখুন সেই আঠারমুড়া কেটে সেখানে চারাগাছ লাগানোর চেষ্টা চলছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে যে, আমি যখন দেখব আমার রাষ্ট্রের জনসাধারণের অভিযোগ এভাবে ঢাকা দিয়ে এই রাজ্যকে যারা রক্ষা করছে, আজকে তাদের অদৃষ্টে যদি সমাজদ্রোহীর আখ্যা দিয়ে দিই তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে না? সুতরাং যারা এই আইন সৃষ্টি করেছে তারা নিশ্চয়ই সমাজের মংগলের জন্য তা করেননি। এটা আমি বলতে বাধ্য। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Abdul Wazid.

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি, আমার মন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ড এখানে এনেছেন, তাকে সমর্থন করি। আজকে বনবিভাগ নিয়ে যে উগ্র আলোচনা সুরু হয়েছে, তাদের ভবিষ্যত সুরাহা করবার জন্য আমরা যে চিন্তাধারা নিয়ে চলেছি, আমার সন্দেহ হচ্ছে বিরোধী পক্ষ যে ভাবে অগ্রসর হয়েছেন তাতে কুফল দেখা দিতে পারে। বনবিভাগের জন্য যে টাকাটা রাখা হয়েছে তার সংগে ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিটি সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশেষ করে এই যে বনবিভাগের সামান্য সাহায্য করা, এটা ভারতবর্ষে কেন সেটা চীন দেশেও সেটা পাওয়া যাবে না। আমরা প্রতিটি লোককে তাদের জমির উপর তাদের ক্ষমতা এবং তাদের গাছ কাটার অধিকার এবং ল্যাণ্ডলেস যারা আছে, তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করছি। সার্ভে সেটেলমেণ্ট না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেককে সেই সুযোগ দেওয়া যাচ্ছেনা। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হয়েছে। তাদের জন্য বিশেষ চিন্তা করেই এই টাংগিয়া সিসটেম করা হয়েছে এবং হাউসের সামনে এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা দেখছি জুমিয়া ভাইয়েরা আবার তিনমাস পরে সেই জুম কাটছেন। সেটা ত্রিপুরাতে আগে ছিল না। তারা একদিকে টাংগিয়া প্রথায় চাষ করছেন, অন্যদিকে পাহাড়ের ভিতরে জুম করছেন এবং মরশুম অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা হয়। এতে আমাদের অর্থনৈতিক মানদণ্ড ভাল হচ্ছে এবং এর ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। তারপর তাঁরা বলছেন যে জুম প্রথা এখন বন্ধ, তারা যেন আগের মত জুম করতে পারেন। ত্রিপুরাবাসীদের যেটা দেওয়া হচ্ছেনা সেটা হচ্ছে জমি বিক্রয় করার অধিকার। তারপর ফরেষ্ট ভিলেজার হিসাবে সেখানে তাদের সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে করা হচ্ছে, বিভিন্ন ভাবে তাদের সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সদস্য বলেছেন যে তাদের জমির উপর অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে উপজাতি ভাইয়েরা মাটির প্রতি যে মায়া সেটা রাখেন না। তারা হয়ত এটা বিক্রয় করে দিতে পারেন। বর্তমানে আমরা তাদের সেই অধিকার দিচ্ছিনা। কারণ এক বছর পরেই তারা তা বিক্রয় করে চলে যায়। আমরা তাদের মাটির প্রতি ভালবাসার জন্য, তাদের উন্নতির জন্য, তারা যখন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রয়াসী হবেন এবং যখন এটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে তখন নিশ্চয়ই তাদের জমির উপর অধিকার দেওয়া হবে। গতিকেই তারা যে মোশন রাখছেন তা যুক্তিহীন। তিন লক্ষ লোকের মধ্যে তিনটি লোক মারা গেছেন। কিন্তু পারসেনটেজ হিসাবে আমরা বলব এই তিনজন তিন লক্ষের মধ্যে কোন পারসেনটেজেই পড়ে না। এতে দেশে খাদ্যাভাব চলছে এটা আমরা স্বীকার করতে পারি না। তারপর বলেছেন সি, এফ, ও, নাকি বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার চালাচ্ছেন। অন্য দিকে রাস্তাঘাটের কাজ প্রভৃতি এবং প্ল্যানটেশন প্রভৃতির যখন

কাজ আরম্ভ হয় তখন সেই প্ল্যানটেশনের কাজও এই বনবিভাগের করতে হয়। সেই লেবাররা হয়ত অনেকগুলি ফরেষ্টের বিল্ডিং এর কাজ তাড়াতাড়ি নাও করতে পারত। আমাদের কাছে তাঁরা ঠিক ঠিক অভিযোগ দেখান নাই। কিন্তু বাস্তবিক যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের পানিশমেণ্ট দিয়েছেন। সেটা যুক্তিসংগত— সেটা কোন লোক সহ্য করতে পারেন না। তাদের যদি শাস্তি না দেওয়া হয় তবে ঠিক কাজ করা হয় না। আবার বলেছেন শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তাই তার কথা অনুযায়ী বলা যায় যে মাত্র তিনজন লোক-এর বেলায় সি, এফ, ও,র কাজ যুক্তিসংগত হয় নাই। কিন্তুআরও যে ৫০টি লোকের শাস্তি হয়েছে তাদের বেলায় তো দেখা যাচ্ছে যে এটা যুক্তিসংগত হয়েছে। সুতরাং পারসেনটেজ হিসাবে আমার মনে হয় সেটা অবৈধ নয় সেটা লিগেল।

Mr. Speaker :—Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীলুরা অঙ মগ্—মাননীয় স্পীকার স্যার, বন সংরক্ষণ এর উপর যে কাট মোশান তার সমর্থনে আমি বলতে চাই। বন সংরক্ষণের যে উদ্দেশ্য এবং নমুনা, স্পীকার মাধ্যমে আমি হাউসকে সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করব। ত্রিপুরা রাজ্যে সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত কোথায়ও একটু ফাঁক নাই। সমস্ত জায়গায় ফরেষ্ট রিজার্ভ করা হয়েছে। আর অন্য দিকে দেখতে পাই রাস্তা ঘাট ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে এবং হয়েছে এবং আগরতলা থেকে উদয়পুর—সাবরুম প্রত্যেক জায়গায় আমরা অনেক রাস্তা করেছি। এই রাস্তার দুই দিকেই আধ মাইল করে সংরক্ষিত রইল এবং যে সমস্ত জায়গায় নদী, নালা আছে সে সমস্ত জায়গায়ও আধ মাইলের মধ্যে কোন জুম করা নিষিদ্ধ আছে। সুতরাং যে প্রটেক্টেড রিজার্ভ ফরেষ্ট ছাড়া নদী, নালা কেনেল, ছরা, কিছুই থাকতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি এই ভাবে বাদ দিলে জুম কাটার জায়গা রইল কোথায়। বাউনডারি লাইন যা দেখিয়েছেন তার সংগে মাইলেজ মিলালে দেখা যাবে কতটুকু জায়গা বাকী আছে। আমি মনে করি এই রিজার্ভ এর কাজ যা করা হয়েছে, সেটা বিচার বিবেচনা করে সঠিক ভাবে করা হয়নি। এই জোর জুলুমের মাধ্যমে একটা আমলাতন্ত্র এখানে সন্ধান পেয়েছে। সেখানে গতানুগতিক ভাবে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে মিনিষ্ট্রি তথা জনসাধারণ এর প্রভুত ক্ষতি হবে। সে দিকে মিনিষ্ট্রির কোন নজর নেই বললেই চলে। আমি সামান্য একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেব। মুহুরীপুর একটি গ্রাম, লোক সংখ্যা অধিক, শত শত দ্রোণ জোতের জমি রয়ে গেছে এবং ভিলেজের সংখ্যাও কম নয়। মুহুরীপুর তহশীল কাছারী থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে অবস্থিত। তার দুই দিকে, পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে ফরেষ্ট, অর্থাৎ তাদের গরু বাছুর চরাবার মত কোন সংস্থান নাই। চারদিকেই বন। কি করে গ্রামবাসী সেখানে আছে, তাদের কোন চিন্তা না করেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রিজার্ভের ব্যবস্থা করছি। আমি বলতে চাই এটার জন্য সরকার দায়ী। কেন এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে চলেছে তারা কোন ভবিষ্যত চিন্তা না করে—যেভাবে কাজ করে গেলাম তার ফলে—চিন্তা ধারণা না করার ফলে এই ৮।১০ বৎসরে মানুষের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘরের সঙ্গেই ফরেষ্ট করা হয়েছে। তাদের গরু বাছুর চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই ফরেষ্টের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং আইনের বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় এবং জরিমানা দিতে হয়। অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতার মধ্যে ফরেষ্টের এই আক্রমণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক জীবনকে দুর্ব্বিসহ করে তুলেছে। এখানে ঠিক ভাবে বসবাস করাই দায় হয়ে উঠেছে। একদিকে লোকের ঘরে খাওয়া নাই দুর্ভিক্ষ, অনাহার, বিভিন্ন রকমের অভাব

অভিযোগ লেগেই আছে। কাজেই আমি স্পীকারের মাধ্যমে বলতে চাই যাতে বিধানমণ্ডলী এদিক থেকে বিচার বিবেচনা করেন। জনসাধারণ যাতে তাদের নাগরিক অধিকার ঠিক ঠিক মত ভোগ করতে পারে। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে সব কিছু চিন্তা করে যদি বৃক্ষ রোপণের কার্য্যকে বৃদ্ধি করা হয় তাহলে মানুষ সেটাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করবে। কারণ এটা তাদের ভবিষ্যত কার্য্যাবলীকে সহজ ও সুন্দর করবে। কাজেই এটাকে মানুষের ঘৃণার চোখে দেখার কোন কারণ থাকতে পারেন না। যাতে মানুষের কাছে ফরেষ্ট রিজার্ভ ঘৃণার বস্তু হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বন রিজার্ভ করা উচিত। যেখানে জন বসতি ঘন সেখানে কম পক্ষে ৩ মাইল দূরে এবং সেই এরিয়ার মধ্যে কোন বসতবাড়ী নাই, সে সমস্ত জায়গা ফরেষ্ট রিজার্ভ করার উপযুক্ত স্থান বলে আমি মনে করি। কিন্তু তা না করে যদি বসতি বহুল এরিয়াতে রিজার্ভ করা হয় তা হলে ঝামেলা লেগেই থাকে কাজেই আমি সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। যে সমস্ত এরিয়াতে আমরা ব০ রিজার্ভ করেছি সে সমস্ত জায়গায় দেখতে পাই নিকটবর্ত্তী বসতবাড়ীগুলির গরু বাছুর চরে খাওয়ার মত কোন ফিল্ড সেখানে নেই। কাজেই সে সমস্ত ফিল্ড রাখা প্রয়োজন ফরেষ্ট সংকোচন করে। ফরেষ্ট এর মাধ্যমে আমাদের অনেকগুলি বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে। পাহাড়িয়া হিসাবে আমরা যে ভাবে বনের জিনিষ ব্যবহার করবার অধিকার পূর্বে পেয়েছি, সেন্ট্রাল থেকে ধেবর কমিশনের রিপোর্টের পেরা ১২, আইটেম নং ২ থেকে ৩ পর্য্যন্ত যে অধিকার দেওয়া হয়েছে ফরেষ্ট সম্পদ ব্যবহারের জন্য এবং এটা আমাদের উপর আইনগত ভাবে আরোপ করার ফলে যে অধিকার আমরা মহারাজার আমল থেকে ভোগ করে আসছি, সেটা বন্ধ হয়ে যায়। মহারাজার আমলে আমরা একমাত্র শাল বৃক্ষ ছাড়া অন্য যে কোন গাছ আমাদের ঘরবাড়ী করার জন্য বন থেকে ট্রাইবেল হিসাবে পাওয়ার সুবিধা পেতাম। কিন্তু এখন সে সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত। মুহুরীপুর একটা এলাকা, সেখানে বহু রিয়াং আছে। তারা তাদের ঘরবাড়ী করার জন্য বনের গাছ কাটায় অনেক জরিমানা দিয়েছে।

আমার জানা মতে মুহুরিপুরে একজন রিয়াং একটা গোদা গাছ কাটার অপরাধে ৫০ টাকা জরিমানা দিয়েছে। এই হচ্ছে এখন আমাদের অবস্থা।

Mr. Speaker :— **I would request the Hon'ble Minister not to ask a member direct. I would now call on Shri Monoranjan Nath.**

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ড নং ৩১—ফরেষ্ট পেশ করেছেন হাউসের সামনে আমি তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান রেখেছেন তার বিরোধীতা করছি। সময় কম। তবে আমি বিরোধী পক্ষের ২/১টি কথার জবাব প্রথমে দিব। এখানে ত্রিপুরায়, বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা বলেছেন যে, আমাদের বন আছে। ধর্মনগর থেকে আগরতলা আমার ২/১ বার আসাযাওয়া পড়ে। এই রাস্তার চারি পাশে আমি কোন বন দেখতে পাই না। কেবল টিলা দেখতে পাই। কোথাও বন নাই। সে সমস্ত বন কোথায় গেল। কাজেই আমাদের বনের অভাব আছে। বন সম্পদ রক্ষা করার দরকার। আবার তিনি বলেছেন—প্রকারান্তরে বলেছেন যে জুম চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আমি বলব তা বন্ধ করা হয়নি। জুমিয়াদের যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে তাদের জুম করতে দেওয়া হয়। আমরা জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করছি। বর্ত্তমানে প্রায় ১২ হাজার লোককে পুনর্ব্বাসনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, কলোনী স্থাপন করে দিয়েছি কাজেই

তাদের পুনর্ব্বাসনের আমরা চেষ্টা করছি। যতদিন এ কাজ শেষ না হবে ততদিন আমরা জুম কাটা বন্ধ করছিনা। এখানে বলেছেন রিজার্ভ ফরেষ্ট সম্পর্কে এবং অভিযোগ এনেছেন যে অনেকের জমিজমা ফরেষ্টের বাউণ্ডারীর ভিতর নিয়ে নেওয়া হয় এবং অনেক সময় তাদের পরিশ্রম অর্জিত ফসল নিয়ে নেওয়া হয়। সে সম্পর্কে আমি বলব যে সাধারণতঃ রিজার্ভ করার পূর্ব্বে নোটিশ পাবলিস হয়, কাগজে নোটিফিকেশান হয়, নানা জায়গায় সেই সমস্ত নোটিশ টানান হয় এবং তার শুনানীও হয়। যদি কারো বাড়ী বা জমি ফরেষ্ট বাউণ্ডারীর ভিতর পড়ে তাহলে তার শুনানীর ব্যবস্থা আছে। আমার এলাকায় আমি জানি যখন প্রক্লেমেশন করা হয় তখন কোন কোন গৃহস্থের জমি তার ভিতর পড়ে যাওয়ায় তারা আপত্তি দেয়। পরে সে সমস্ত জমি exclude করে দেওয়া হয় এবং তারপর রিজার্ভ করা হয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত জায়গাতে রিজার্ভ করা হয় সে সমস্ত জায়গার ভিতরে লোকের জায়গা জমি পড়তে পারে, কিন্তু তার জন্য কোর্ট প্রভৃতি রয়েছে এবং আপত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই বেআইনি কিছু যদি হয়ে যায় তাহলে আইনের দ্বারা প্রতিকারেব ব্যবস্থা আছে।

এখানে আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে একটা কোরল ভাঙ্গার জন্য জরিমানা দিতে হয়েছে ১০০ টাকা। তা হতে পারে, কারণ আইনে আছে ফরেষ্টের (রিজার্ভ) কোন জিনিষ নষ্ট করলে বা নিলে শাস্তি দিতে হবে। যদিও কোরল একটা অতি সাধারণ জিনিষ, কিন্তু এটাও আইন ভঙ্গের অপরাধের মধ্যে পড়ে। কাজেই আইন ভঙ্গের অপরাধে তাকে শাস্তি দিতে হবে। এমন অন্যায় কিছু হয়নি। আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া অন্যায়, একথা একজন রেস্পন্সিবল মেম্বারের পক্ষে বলা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি না। তারপর বলা হয়েছে যে লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক নিয়ে ফরেষ্ট-এ ঢুকার অপরাধে তাকে ৮০৲ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে। সেটাও আইন সঙ্গত। কারণ রিজার্ভ ফরেষ্টে বন্দুক নয়, একটা দিয়াশলাই নিয়েও যদি কেউ ঢুকে, তবে সেটাও বে-আইনী এবং কাহারও সে অধিকার নাই। কেউ যদি সে আইন ভঙ্গ করে এবং তাকে শাস্তি যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে অন্যায় করা হয়নি। এখানে জোতের গাছ কাটা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমি বলব যে আমাদেব "ল্যাণ্ড রিফরমেশান এ্যাক্টে" জোতের গাছ কাটার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে সেটা এখনও কার্য্যে রূপায়িত হয় নাই। সেটা যাতে তাড়াতাড়ি কার্য্যে রূপায়িত হয় তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত, মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব। তারপর মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম সাহেব যে সমস্ত চার্জ এনেছেন এই সমস্ত চার্জ—এর সত্য মিথ্যা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই তদন্ত করবেন। দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়ার কোন কারণ নাই। তদন্ত করার সুযোগ আছে। আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটার প্রতি দৃষ্টি দিবেন। মাননীয় দীনেশ দেববর্ম্মা বলেছেন যে ১৯২৭ সনে যে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এক্ট করে ফরেষ্টের বাউণ্ডারীর কথা বলা হয়েছে সেটা ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য হয়েছে এবং এটা একটা মানুষ তাড়াবার পলিসি। সে সম্পর্কে আমি বলব যে এটা একটা গভর্ণমেণ্ট পলিসি। মানুষ তাড়াবার জন্য নয়, মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারে, সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে পারে সে জন্য এবং জুমিয়াদের পুর্ব্বাসন দেওয়ার জন্যই এটা করা হয়েছে। কাজেই সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা যুক্তি সঙ্গত এবং আমি বলব ইহা ঠিক মতই করা হয়েছে। আমার সময় অল্প কাজেই বাজেট সমর্থন করে এবং কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমি আসন গ্রহণ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Kumar Choudhury ;

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— অনারএবল স্পীকার স্যার, বন আমাদের প্রয়োজন। বনের কেউ বিরোধিতা করেন না। কিন্তু তাকে কোথায় স্থাপন করতে হবে সে সম্পর্কে নীতি থাকা দরকার। সুস্পষ্ট নীতি না থাকলে পরে মানুষের নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেই অসুবিধা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ত্রিপুরার বন সংরক্ষণ ব্যাপারে। ত্রিপুরায় বন সংরক্ষণ সুপরিকল্পিত ভাবে করা হয়নি। সেটা সুপরিকল্পিত ভাবে করার কথাই আমরা বলছি। দক্ষিণ অঞ্চলে রিজার্ভ ফরেষ্ট যেটা করা হচ্ছে সেখানে সার্ভে করা হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে সেখানে কি পরিমাণ জুমিয়া থাকে তা আপনারা দেখেছেন। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা এবং কি সে ব্যবস্থা তা আমরা দেখতে পাই না। জুমচাষ বন্ধ করলে তারা কি খাবে? জুমচাষ বন্ধ করলেও, তারা বাধ্য হচ্ছে জুম করতে এবং তার জন্য মামলা মোকদ্দমা তাদের করতে হচ্ছে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে তারা বাধ্য হয়ে জুম করে। ইচ্ছা করে কেউ দোষ করে না। মানুষ অপরাধ না করে যাতে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। সাবরুম এলাকায় মাগরুম রেঞ্জ-এ এমন জমি নাই যেখানে জুমিয়ারা চিরাচরিত প্রথানুসারে জুম না করত। তারা এখন সেখানে আছে কিনা মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বাহাদুর উত্তর দিলে আমি উপকৃত হব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব তিনি যেন এইসব বিষয়ে উত্তর দেন—তাতে আমরা উপকৃত হব। বনাঞ্চলে কি ভাবে কাজ হচ্ছে তা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পান। জনসাধারণের জোত জমির উপর নোটীশ দেওয়া হচ্ছে। অথচ মামলার পর দেখা যাচ্ছে যে জোত জমি বলে প্রমানিত হওয়ার পর নোটীশের জোত থেকে রেহাই পাচ্ছে। আপনারা বলে থাকেন যে আমরা forest village করছি। কিন্তু যা করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু। এই forest village গুলিতে আমরা জুমিয়াদের পুরাপুরি পুনর্ব্বাসন দিতে পারছি কই। যে ৫ কানি করে জমি দেওয়ার কথা তাও দেওয়া হয় না, এরকম নিদর্শন পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। Forest permit free of chargeএ দেওয়া হ'লে ভাল হত। কিন্তু তার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা বাজেটে পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা জানি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সেই permit পায় না। আর যদি পায়ও তবে ফরেষ্ট থেকে কোন যে বাঁশ, ছন ইত্যাদি দেওয়া হয় সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। লোকের হয়ত তিনটি ঘর ঝড়ে পড়ে গেছে। তাকে হয়ত ১২টি খুঁটি বা বাঁশ দেওয়া হল এ দিয়ে তিনটি ঘর করা সম্ভব হয় না।

Hon'ble Speaker, Sir, I may kindly be allowed an extension of time by 5 munites.

Mr. Speaker :—I am short of time, one munite allowed.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— Forest areaতে যারা finished goods তৈরী করে তাদের সেই finished goods এর উপরে ২ বার করে duty দিতে হয় প্রথমে যখন বাশ কেটে আনে তখন একবার tax নেওয়া হয় আর একবার finished goods হিসেবে টুকরী ইত্যাদি তৈরী করে বাজারে বিক্রী যখন করা হয়, তখন আবার tax নেওয়া হয়। জোতের গাছ কাটা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে গাছ কাটার অধিকার জোতদারদের আছে। আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করছি সেই অধিকার যেন তাদের থাকে এবং সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

Mr. Speaker :— I would now request the Hon'ble Minister to give his reply as brief as possible.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বনখাতে যে টাকা রাখা হয়েছে সেই বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় আমাদের বনসৃষ্টির যে প্রয়োজন আছে আমি তার উল্লেখ করেছি। ত্রিপুরায় যে বন আছে, এবং সেই বনভূমির পরিমাণ কত, এবং কি অবস্থা সেই চিত্রও আমি এই House এর সামনে তুলে ধরেছি। আমি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করছি।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Minister to omit repetation.

শ্রী মনীন্দ্রলাল ভৌমিক — বনভূমি পূর্ব্বে যা ছিল বর্ত্তমানে তার একটি বড় অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বিলুপ্ত হয়েছে—মাননীয় সদস্যরাও স্বীকার করবেন। এই অবলুপ্তির কারণ ত্রিপুরায় যে জুমিয়ারা আছেন তারা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সময়ে জুম চাষের দ্বারাতেই বনভূমির একটা বিরাট অংশ নষ্ট করে ফেলেছে এবং বনসম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। তার ফলে ভূমি ক্ষয় বৎসরের পর বৎসর বেড়েই চলেছে। এই ভূমি ক্ষয়ের ফলে land slide আমরা বন্ধ করতে পারছি না এবং কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থই তাতে নষ্ট হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা উন্নয়ন মূলক যে পরিকল্পনা নিয়েছি সেই পরিকল্পনার কাজে আমরা অগ্রসর হতে পারছি না। আমাদের অন্যান্য সদস্যরাও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরা একটা hilly place, তার বনভূমি সংরক্ষণ হওয়া উচিত। ত্রিপুরাতে মাত্র ৩৬ ভাগ অর্থাৎ ৩৬% ভূমি Reserved Forest এ protected area হিসাবে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে forest reserve এর জন্য যে নিয়ম রয়েছে বা India Govt. এর যে circular আছে তাতে ভূমির পরিমাণ হল ৬০%। সেই জায়গায় আমরা ৩৬% ভূমি forest reserve এর জন্য রেখেছি এখানকার আদিবাসীদের স্বার্থের এবং জুমিয়াদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে। ত্রিপুরায় যে উপজাতীয় জুমিয়ারা আছেন, আপনারাও জানেন তারা Nomadic। তারা একজায়গায় বেশীদিন বাস করতে চায় না। তাদের জায়গা জমি কিছুই নেই। তারা এক স্থানে দু'তিন বৎসর বাস করে অন্য জায়গায় চলে যায়। তাদের বাঁচাবার জন্য, তাদের অর্থ নৈতিক মান উন্নত করার জন্যই এই পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ এখানে বলা হয়েছে যে উপজাতীয়দের মারবার জন্য এ পরিকল্পনা করা হয়েছে। আপনারা এটাকে একটা ষড়যন্ত্র বলেন কি করে ? আপনারা একটু চিন্তা করলে পারতেন যে, ১৫০০ বর্গমাইল জায়গায় বন সৃষ্টি করা হয়নি বা Reserved forest এর জন্য সংরক্ষিত করা হয়নি। বন সৃষ্টি করলে মানুষই উপকৃত হয়, সেটাতে মানুষের বিরুদ্ধাচরণ হয়না আপনারাও তা জানেন। কাজেই আমরা যে Tangia System প্রবর্ত্তন করেছি, This system is for raising of forest crops. ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ system adopt করা হয়েছে। আমরা Tangia system এ বন সৃষ্টির চেষ্টা করছি, আমাদের দেশের উপজাতীয় জুমিয়াদিগকে Tangia system এ চাষ করতে দেওয়া হয়েছে। তাতে এক একর জমি আবাদের জন্য তাদের ৪৫৲ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, এবং জুমিয়ারা crops করে যাচ্ছে। Forest Reserved Area তে কি ভাবে ৪৫ টাকা per acre দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন। তার ফলে একদিক দিয়ে তারা বন সৃষ্টির জন্য সরকারকে সাহায্য করছে, অন্য দিক দিয়ে তারা নিজেরাও উপকৃত হচ্ছে। অতএব আমাদের যে protected area ৮৩১০ মাইল পরিমিত জায়গা আছে সে জায়গাতে Tangia system এ শস্য উৎপাদনের জন্য জুমিয়াদের দেওয়া হয়। শুধু P. W. D.র যে রাস্তা আছে তার থেকে আধ মাইল এবং যে নদীতে Navigation হয় তার থেকে আধ মাইল দূরে চাষ করতে হয়। কাজেই আপনারা বুঝতে পারবেন

এ system শুধু জুমিয়াদের স্বার্থের জন্য নয় ত্রিপুরার বৃহত্তম স্বার্থের জন্য এই system প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। এই system এ তাদের কোন উপকার হয়না এটা আমি স্বীকার করতে পারব না।

টাঙ্গিয়া সিষ্টেমে যে ফরেষ্ট crops grow করছে তার জমির পরিমাণ যে বৎসরের পর বৎসর বেড়ে চলেছে এটা আমি কম্পারেটিভ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

Area planted on Tangia system in 1963—2,910·76 acres এবং in 1964—4,227 acres কাজেই এই টাঙ্গিয়া সিষ্টেমে আমরা যে ফরেষ্ট বা বন সৃষ্টির চেষ্টা করছি এটা যে ক্রমেই পপুলার হচ্ছে এটা তার প্রমাণ। যদি তারা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান না হতেন তা হলে নিশ্চয়ই তারা এই কাজে এগিয়ে আসতেন না। তারা বলেছেন আমরা এই বন নীতি অনুসরণ করার ফলে ত্রিপুরা থেকে উপজাতিরা চলে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, কিছু সংখ্যক উপজাতি চলে গিয়েছেন সেটা সত্য। এই যে টাঙ্গিয়া সিষ্টেম করা হয়েছে সে কথাটা তাদের ভুল বুঝানো হয়েছিল। যার ফলে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু কোন অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। এক বৎসর যেতে না যেতেই তারা ফিরে এসেছেন। সে খবর বন বিভাগের কর্ম্মচারীরা রাখছেন। সে খবর মাননীয় সদস্যরা জানেন কিনা আমি জানি না। এটা তারা নিজে উপলব্ধি করেছেন। তাই অধিক সংখ্যায় এই টাঙ্গিয়া সিষ্টেমে কাজ করতে এগিয়ে আসছেন। কাজেই সেটা তাদের কল্যাণ করবেনা, তাদের অনিষ্ট করবে—এটা ঠিক মেনে নিতে পারি না। আমি ফেক্টস এণ্ড ফিগারস দিয়ে প্রমাণ করলাম যে টাঙ্গিয়া সিষ্টেমে তারা ভালবাসে। তারপর আমরা জুম বন্ধ করেছি বলেছেন। এই বন্ধ অর্থটা কি আমরা বুঝিনা। যদিও ফরেষ্ট এরিয়াগুলিতে জুম প্রহিবিটেড তবুও প্রটেক্টেড এরিয়াতেও তারা তা করছেই। কাজেই এটা উপজাতি কল্যাণের জন্য। এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট উপজাতিদের কল্যাণের জন্য সাহায্য করেছেন। আমাদের পুনর্ব্বাসনের যে পরিকল্পনা এই পরিকল্পনা ইমপ্লিমেনটেড হচ্ছে by the forest department's activities. কারণ তারা ১ হাজার পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই এক হাজার পরিবারের অতিরিক্ত ৫ হাজার লোক ফরেষ্ট ভিলেজার হিসাবে আছে। সেখানে তারা কি সুযোগ সুবিধা পান মাননীয় সদস্যরা আশা করি অবগত আছেন। তদুপরি ৫ শত টাকা করে জুমিয়া গ্রাণ্ট তারা দুই ইনষ্টলমেণ্টে পাচ্ছেন এবং বনজ বস্তু তারা ফ্রী পাচ্ছেন। বিনা মূল্যে পাচ্ছেন। শুধু তাই নয় সেখানে আমার ফরেষ্ট ভিলেজারদের অর্থনৈতিক মানকে উন্নত করবার জন্য ফরেষ্ট ভিলেজারদের কো-অপারেটিভ স্থাপন করেছি এবং ত্রিপুরা সরকার সেই কো-অপারেটিভ ঋণ মঞ্জুরী করেছেন। শুধু তাই নয়, তাদের ষ্টোরের জন্য তাদের ক্রপ্সের জন্য আমরা তাদের পানীয় জলের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছি। ফরেষ্ট রিজার্ভ এরিয়াতে cashewnut plantation will be their property. আরতারা সামাজিক জীবনেও যাতে উন্নত হতে পারে সেজন্য আমরা তাদের ট্রেঞ্জিষ্টার রেডিও ইত্যাদি দিয়েছি। সেখানে তারা ত্রিপুরার কেন, সমস্ত দুনিয়ার খবর শুনতে পারে, গান বাজনা শুনতে পারে। কাজেই এই ভাবে তাদের সামাজিক জীবন, অর্থ নৈতিক জীবন উন্নত করার কাজ হচ্ছে। অতএব আমরা এই ফরেষ্ট ভিলেজ এ এক হাজার জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দিয়েছি, একথা বলতে পারি। ফরেষ্ট ভিলেজে জমির উপর তাদের কোন সত্ব নাই সত্য কিন্তু বংশ পরম্পরায় তা তারা ভোগ করবে, তাদের কেউ বের করে দিবেনা।

(Red Light)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর দুমিনিট সময় চাই। বলা হয়েছে যে, ফরেষ্ট রোডের মেটাল করার টাকা পেমেণ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আমি যতদূর জানি ফরেষ্ট রোড কোন সময় মেটাল হয় না

সেটা ফুটট্র্যাক। ডাক বাংলো সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, পি, ডব্লিউ, ডি করতে চেয়েছিল। কম খরচেই ছিল এটার সেপসিফিকেশন। পি, ডব্লিউ, ডি,র সেপসিফিকেশন চেয়ে কম। তারপর অন্যান্য কর্ম্মচারী সম্বন্ধে বলা হ'য়ছে, আমাদের সি, এফ, ও একজন Tyrant এ সম্পর্কে অফ হ্যাণ্ড এখানে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি এ বিষয়ে খোঁজ করে দেখব এর কতখানি নির্ভুল আছে। যাহউক মোটামুটি আমার বক্তব্য এই যে আমরা যে বন নীতি অনুসরণ করে চলে যাচ্ছি সেই বন নীতি ত্রিপুরার জনসাধারণ বিশেষ করে জুমিয়াদের কল্যাণের জন্যই। এখানে আমার মোশনের উপর যে কাট মোশন আছে তার কোন যুক্তি নাই। আমি আশাকরি House এই motion সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— The discussion on Demand No. 31 is closed. I would now put the Motions to vote. First I would put the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma.

The question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma that, disapproval of the Policy of extending Tangia system and of banning of Jum cultivation etc.

As many as are of that opinion will please say Ayes. Opposition members :— 'Ayes'

Mr. Speaker :— As many as are of contrary opinion will please say Noes. (Congress Members :—'Noes') "Noes" have it.

I would now put the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 21,88,700/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 31--Forest. As many as are of that opinion will please say Ayes. (Congress members :–'Ayes').

Mr. Speaker :— As many as are of contrary opinion will please say "Noes." (No voice). "Ayes" have it, "Ayes" have it. The demand is passed.

Now we pass on to the next item. I would call on the Hon'ble Minister to move his motion 29—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers.

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসে আমার Demand for grant No. 29 place করছি। Demand for grant No. 29—Privy purses & Allowances of Indian Rulers.

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,10,000/--, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the

31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 29—Privy purses and Allowances of Indian Rulers.

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2—30 P. M.

2-30 p. m.

Mr. Speaker :- Hon'ble Members, I am extremely sorry to draw your kind attention to one point. Though it is high time for us to start the meeting in this afternoon but the meeting could not be started in time as there was no quorum for the meeting : If all the Hon'ble members do not co-operate on this point we cannot bring this Institution in its proper line. So I would earnestly appeal to all the Hon'ble members to see that we may start our business in time.

We have to finish still 4 Demands. The time at our disposal is barely 3 hours. So I would request the Hon'ble members to be brief in their speeches.

I would now call on the Hon'ble Deputy Minister to continue his speech.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—(উপমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই খাতে আমি যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করেছি সেটা হচ্ছে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ পরিবারের যারা রয়েছে, রাজা এবং তার আত্মীয় স্বজন এবং তার অনুগৃহীত যারা তার সেবা করেছেন, তাদের জন্য। তবে মহারাজার জীবিত অবস্থায় যে হারে এই সমস্ত ভাতা ইত্যাদি তার আত্মীয় স্বজনকে, তার অনুগৃহীত লোককে দিতেন ইনটিগ্রেশানের পর সেই হারের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময়ে ভারত সরকার সে সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেন এবং রাজার আত্মীয় স্বজন, যাদের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তাদের আবার দেওয়া আরম্ভ হয়। যে সমস্ত হারে এটা দেওয়া হয়েছে সে হার আবার পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। পূর্ব্বে মহারাজা যে হারে তার আত্মীয় স্বজনকে, অনুগৃহীত লোককে এই ভাতা ইত্যাদি প্রদান করতেন ঠিক সেই হারে বর্ত্তমানে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আজকে এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী চেয়েছি সেটা তারই কাজকে রূপ দেওয়ার জন্য, কাজেই আমি যে দাবী হাউসের মধ্যে রেখেছি সেটা আশা করি হাউস সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :–Shri Dinesh Deb Barma

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "ডিমাণ্ড নং ২৯—প্রিভি পারসেস এণ্ড এলাউয়েনসেস অফ ইণ্ডিয়ান রুলারস" এ সম্পর্কে বাজেটে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, রাজন্য ভাতা মঞ্জুর করার প্রয়োজন আমি অনুভব করতে পারছি না। পারছি না এই কারণে যে, আপনারা জানেন সেই মহারাজার আমলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতীয় আন্দোলনের যে শ্লোগান দেওয়া হত, সে শ্লোগান মহারাজা বরদাস্ত করতে পারতেন না। এই রাজার আমলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নাই। ভারত স্বাধীন হওয়ার ফলে মহারাজার শাসন লোপ পেয়ে যায়। স্বাধীনতার পূর্ব্বে জনশিক্ষার আন্দোলন, ডেমোক্রেটিক মোভমেণ্ট যে হয়েছিল তা তিনি কঠোর হস্তে দমন করার জন্য যে সমস্ত আইন চালু করেছিলেন এটা অত্যন্ত গণতন্ত্র বিরোধী। তখনকার "রতনমণির বিদ্রোহ" দমন করার জন্য যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন সেটা ডেমোক্রেটিক মোভমেণ্টের পরিপন্থী।

কাজেই আজকে আমরা একথা বলছি যে বাজেটে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এই খাতে ব্যয় না করে আমাদের রাজ্যের জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয় করতে পারলে কাজ হবে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি মতামত দিয়েছিলেন, ভুবনেশ্বর কংগ্রেস, জয়পুর এ, আই, সি, সি ড্রাফট কমিটির মিটিংএ যে রিজলিউশান পাশ হয়, সেটা প্রত্যেক ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের নিকট তাদের মতামতের জন্য পাঠান হয়। প্রত্যেক ষ্টেট, যথা উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের "বর্ত্তমানে এই ভাতার প্রয়োজন নাই" এই অভিমত প্রকাশ করেন। কারণ এই রাজন্য ভাতার উপর নির্ভর, রাজারা, তার আত্মীয় স্বজন বা অনুগৃহীত যারা আছেন, তারা করেন না। কারণ তাদের অনেকেই কোন না কোন কাজে নিয়োজিত আছেন। কেউ কেউ বিত্তশালী হয়েছেন ব্যবসা করে এবং অনেকেই সরকারী ডিপার্টমেণ্টে কাজ নিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পদস্থ কর্ম্মচারী হিসাবেও কাজ করছেন। কাজেই এই হিসাবে আমি বলব যে বর্ত্তমানে এই যে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এটা রাখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এই ভাতা তুলে দেওয়ার পক্ষে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Umesh Lal Singh.

শ্রীউমেশ লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমার মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক আনিত ডিমাণ্ড— ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নং ২৯ প্রিভি পারসেস ফর ইণ্ডিয়ান রুলারস, এখানে সংস্থাপন করেছেন তার আমি সমর্থন করছি এবং তাতে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আমি এই বরাদ্দকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা দেখেছি স্বাধীনতার পূর্বে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ৬ শতাধিক রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যগুলি আমাদের দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। দেশে তাদেরই ছিল সার্বভৌমত্ব। তাদের রাজ্যের বাহিরে একটা সম্পর্ক বৃটিশের সংগে ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সর্ব বিষয়ে তাদের যে ক্ষমতা ছিল, তা যারা এই সমস্ত রাজ্যের অধিবাসী, তারা বিশেষভাবে অবগত আছেন। তদের শিক্ষা, আভিজাত্য এবং ধনদৌলত এর জৌলুস প্রচুর ছিল। শুধু তাই নয়, জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব তাঁদের যথেষ্ট ছিল। তখনকার সময় বেশ আধিপত্য নিয়েই সেখানে রাজত্ব করেছিলেন তাঁরা। নিজেদের দেশ, নিজেদের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সৈন্য বিভাগ, আইন বিভাগ নিজেরাই রচনা করতেন এবং মহারাজা এবং নবাব বাহাদুরের কথাই ছিল তখন আইন এবং তার বলে দেশ শাসিত হত। কিন্তু ভারতবর্ষে যখন ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট চলছিল তখনকার সময় ভারতের নেতৃবর্গের সাথে ভারতের রাজন্যবর্গের যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তাতে রাজন্যবর্গ তাদের রাজ্য ভারত বাসীর এই ভেবে নিজেদের রাজ্য ভারতের অংশ হিসাবে মনে করে সামগ্রীক ভাবে চিন্তা করে ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় আমাদের দেশের নেতৃবর্গ একটা বিচার বিবেচনা করে স্থির করলেন যে তাদের রাজত্ব চলে গেলে পরে তাদের যে আভিজাত্য, এবং বাড়ীঘর আছে সেগুলির উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না।

আমাদের দেশের যে রাজন্যবর্গ আছেন তাঁদের সংসার চালাবার জন্য, পরিবার চালাবার জন্য অর্থের দরকার। সে সব দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের Constitution of India এর 291 article অনুযায়ী Privy Purse এ sum for Indian Rulers— এই ধারা অনুসারে এবং তাদের সহিত যে agreement entered into by the Rulers of the Indian State with the Govt. of India before the Constitution came into force, the payment of any sum free of income tax have been allowed to them by the Govt. of India and such sum

shall be charged and paid out of the consolidated fund of India, i. e., the sum so paid to any Ruler shall be exempted from any tax. এই ধারা মতে আমাদের ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার যে রাজন্যবর্গ ছিলেন তাদের ভরণ পোষণের জন্য ২,১০,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছেন। কংগ্রেস সরকার কখনো, আমাদের মনে রাখা উচিত, প্রতিহিংসার আশ্রয় নেন না। জনসাধারণের উপরে বা কংগ্রেস নেতাদের উপরে এই রাজন্যবর্গ কত অন্যায় এবং অত্যাচার করেছেন। কিন্তু তাই বলে কংগ্রেস সরকার তাদের উপর প্রতিহিংসা নেওয়ার চেষ্টা করেন নি। হিংসার আশ্রয় নেওয়া কংগ্রেসের আদর্শ নয়। দেশীয় রাজন্যবর্গও ভারতের নাগরিক। তাদেরও মানুষের মত জীবন ধারণ করতে হবে। রাজারা কখনো মানুষের বাহিরে নন। মানুষের সঙ্গে, ভারতের অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে তাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে।

সে দিক দিয়ে চিন্তা করে ভারত সরকার তাদের মানুষ হিসাবে বাঁচাবার জন্য এ provision রেখেছেন। আমাদের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী বলেছেন মানুষ পাপ করে বটে, পাপকে ঘৃণা করা যায়, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করা করা উচিত নয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত নয়। মানুষের ভাল মন্দ দু'টো গুণই থাকে। তার ভাল গুণকে আমাদের দেখা দরকার। পৃথিবীর মধ্যে এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যে সমস্ত রাষ্ট্রনেতারা এবং অন্য লোকেরাও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করছে। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর হিংসার আশ্রয় কখনও গ্রহণ করেনি; কারণ এটা ভারতবর্ষের আদর্শ নয়। অহিংসাই ভারতের আদর্শ। যদিও এ রাজন্যবর্গ কোন অন্যায় করে থাকেন তাদের পুত্রকন্যা প্রভৃতি সবাই তো অন্যায় করেনি, তারা সকলেই ভারতবর্ষের নাগরিক, ভারতবাসী হিসাবে তাদের মান মর্য্যাদা আছে, বংশ মর্য্যাদা আছে, সেটা তো অস্বীকার করা যায় না। মানুষ হিসাবে তাদের বাঁচবার অধিকার রয়েছে, এ কংগ্রেস রাজত্বে মানুষ হিসাবে তারা জনসাধারণের সাথে স্বাধীন নাগরিকের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। তাই এখানকার বাজেটে মন্ত্রী মহোদয় যে অর্থ বরাদ্দ তাদের জন্য রেখেছেন তা যুক্তিযুক্ত এবং আমি সেটা সমর্থন করি।

Mr. Speaker : I would now call on the Hon'ble Minister to give his reply.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক (উপমন্ত্রী) :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ House এর মঞ্জুরীর জন্য উত্থাপন করেছি তা ভারতের যে রাজন্যবর্গ তাদের অবস্থা বিবেচনা করে তাদের ভাতা দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়, যখন বৃটিশ সরকার এ দেশ থেকে চলে যায় তখনই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ভারতবর্ষে যাঁরা রাজন্যবর্গ আছেন তাঁরা নিজের ইচ্ছা মত ভারতবর্ষ অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারেন অথবা তাঁরা স্বাধীনও থাকতে পারেন। সুখের বিষয় যে সাতশত দেশীয় নৃপতি ছিলেন, তাদের প্রত্যেকে শান্তিপূর্ণ ভাবে আমাদের ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বা ভারত রাষ্ট্রে accession করেছেন, তাদের স্বাধীনতা, নিজেদের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে তাঁরা যে Indian Dominion এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তা প্রশংসনীয়। তাঁরাও চেয়েছেন একটা ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ। এই ৭০০ দেশীয় রাজ্য যদি প্রত্যেকে এক একটা unit হিসাবে থাকত এবং তার ফলে একটা dis-integrity আসত, তাহ'লে ভারতবর্ষের ঐক্য নষ্ট হতো। ত্রিপুরার মহারাজা যারা ছিলেন তাঁরা ত্রিপুরায় তেরশত বৎসরের অধিক রাজত্ব করেছেন, আমরা তাঁদের জন্য ভাতা মঞ্জুর না করলেও পারতাম, এ ত্রিপুরায় যে আয় ছিল ১১ লক্ষের অধিক, আমরা যেই জায়গায় ভাতা মঞ্জুর করছি দুইলক্ষ দশ হাজার টাকা। এটা করা হয়েছে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের

আর্থিক সঙ্গতি রক্ষার জন্ম এবং তাদের উপরে যে নির্ভরশীল আত্মীয় স্বজন ছিল, অথবা মহারাজার দেওয়া যে ভাতা সেই ভাতার উপরেই তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন। গণতান্ত্রিক ভারত সরকার যদি তাদের ভাতা মঞ্জুর না করতেন তা হলে ত্রিপুরার মহারাজা যিনি আছেন শ্রীকীরিট বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর তারই বা কি অবস্থা ঘটত বা তাঁর উপর নির্ভরশীল যে আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরই বা কি অবস্থা ঘটত ? মহারাজার না হয় সঞ্চিত অর্থ আছে তাই দিয়ে তিনি কিছুদিন চলতে পারতেন, কিন্তু তাঁর যে আত্মীয় স্বজন আছে তার মধ্যে যাদের সঞ্চিত অর্থ নেই তাদের আজ আপনারা পথে দেখতে পেতেন। তাদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত থাকতনা। তাদের ভাতা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তা স্থির বিবেচনার পরেই করা হয়েছে। তাদের যদি আজ এ ভাতা থেকে বঞ্চিত করা হতো তা হলে তাদের মধ্যে যারা চাকুরী করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি অথচ যাদের কোন সঞ্চিত অর্থও নাই তাদের কি অবস্থা হতো। যারা চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তারা তো চাকুরী করছেনই। তাছাড়া যারা মহারাজার অনুগৃহীত ছিলেন, যারা মহারাজার সেবা করেছেন এবং মহারাজের নিকট হতে ভাতা পেয়ে থাকতেন, তারাও আজ বিপন্ন। অনেক ঠাকুর লোক আছেন যাদের আমরা আজ বিপন্ন অবস্থায় দেখতে পাই। মহারাজার রাজত্ব কালে এই ঠাকুর লোকরা মহারাজার দেওয়া ভাতার উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। যদি আমরা তাদের ভাতা না দেই তাদের আজ কি অবস্থা হবে ?

মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আজ ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যে হাজার হাজার লোক আছে যারা অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, দুঃখে কষ্টে আছে। সেই দুঃখ কষ্টের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত যদি আমরা এদের ভাতা না দিতাম। এতে মাননীয় সদস্যরা সুখী হতেন কি ? সমগ্র ত্রিপুরায় হাহাকার, দারিদ্রতা, অন্নকষ্ট, মাননীয় সদস্য এ কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করে দেখলেন না যে, যদি আজ এ সাহায্যের ব্যবস্থা না থাকত তা হলে তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হতো। তাদেরও বাঁচবার অধিকার রয়েছে। তারাও ভারতের নাগরিক। তাই আমি মনে করি তাদের জন্য এই যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা সুবিবেচিত এবং এই Demand-এ যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমি আশাকরি use তা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—The discussion on demand No. 29 is closed. I would now put the motion on vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,10,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 29 Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

As many as are of that opinion will please say "Ayes."

Voices :— "Ayes"

Mr. Speaker :— As many as of contrary opinion will please say "Noes."

(None-"Noes")

Ayes have it, Ayes have it.

(motion was passed unanimously)

Now I would pass on to next item. I would now call on the Hon'ble Minister to move his motion on Demand for Grant No. 28—Pension and other Retirement Benefits.

Shri Manindra Lal Bhowmick (Dy. Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 33,100/– (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964). be granled to defray the charges which will come in the course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No 28—Pension and other Retirement Benefits.

এই খাতে আমাদের যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহন করছেন বা করেছেন এবং যারা পেন্সন পাওয়ার অধিকারী তাদের জন্য এই ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুরী করতে চাওয়া হয়েছে। এটা আশা করি মাননীয় সদস্যরা স্বীকার করবেন, এটা খুব ন্যায় সংগত দাবী। এটা বাজেটে রাখতে হবে, কারণ যারা সরকারী কর্মচারী রয়েছে, যাদের কার্যকাল বা বয়স পূর্ণ হয়েছে তাদের অবসর গ্রহণ করতে হয় এবং সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা বৎসরে ৩৩,১০০/- টাকা বরাদ্দ করেছি। আশা করি হাউস সর্বসম্মতিক্রমে এটা গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

শ্রীদীনেশদেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ২৮ সম্পর্কে আমার বলার কিছু নাই। তবে কয়েকটা জিনিষ হাউসের দৃষ্টিতে আনার জন্য বলছি। যদিও এখানে ৩৩,১০০ টাকা দেখানো হয়েছে এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে আজকে যারা সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন, এমন অনেক রিপোর্ট পাওয়া যায় যে রিটায়ারমেণ্ট এর ৩ বছর ৪ বছর পরেও অনেকে পেন্সন পাচ্ছে না। আমি বিশেষ করে প্রাক্তন মহারাণী স্কুলের টিচার শ্রীদেববর্ম্মার কথা বলছি। গত দুই বছর আগে তাঁকে রিটায়ার করে দেওয়া হয় যদিও তাঁর কর্ম্মক্ষমতা যথেষ্ট আছে। তিনি বৃদ্ধ হন নি এবং আমি জানি ওঁনার মেয়াদ আরও ৬ মাস আছে। কি উদ্দেশ্যে তাঁকে রিটায়ার করে দেওয়া হল তা আমি বুঝতে পারছি না। তিনি বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে ঘোরাঘুরি করছেন। যারা বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে কাজ কর্ম করেছেন, আফটার রিটায়ারমেণ্ট যদি তাদের ফাইল ২ বছর ৩ বছর যাবত ঘুরতে থাকে, তাহলে এমন অবস্থা হতে পারে যে ভদ্রলোক মারা যাওয়ার পর তাঁর পেন্সন মঞ্জুরী হবে। এই ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য কনসার্নড মিনিষ্টারের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি। ৫।৬ মাস বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর হতে পারে না।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Gopesh Ranjan Deb.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ২৮— পেন্সন এণ্ড আদার রিটায়ারমেণ্ট বেনিফিটস্ এই যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসের সামনে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেখেছেন তাঁকে আমি সমর্থন করি।

জানি যে, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে যারা বিশ্বস্ততার সহিত চাকরী করেছেন তাদের চাকরীর নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তারা অবসর গ্রহণ করেন এবং তাদের পেন্সন দেওয়া হয় এবং শেষ বয়সে যাদের কর্মক্ষমতা রহিত হয়ে যায় তাদের এটা দেওয়া হয়। মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য বিলম্বের কথা বলেছেন। তার কিছু কারণ আমরা অনুসন্ধান করলে দেখি যে মহারাজার আমলে যারা কর্মচারী ছিল তাদের সার্ভিস বুক ঠিকমত মেন্টেন করা হয় নাই এবং তার জন্য শিলং এ, জি, তে রেফার করা হয়েছে। তার জন্য বিলম্ব হতে পারে। তবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি বলতে চাই তিনি যদি এদিকে দৃষ্টি দেন তাহলে পেন্সন প্রার্থীর কর্মচারীরা সুবিধা পেতে পারে।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Minister to give his reply.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পেন্সনের ব্যাপারে আমাদের সরকার যতশীঘ্র সম্ভব পেন্সনের কেসগুলি ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করছেন। সেই সম্বন্ধে আমি হাউসকে জানাতে চাই যে যাতে সত্বর ফাইনেলাইজ করা হয় সেজন্য ও, এম, এবং ভিজিলেন্স ডিপার্টমেণ্ট তারা প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট থেকে ফোর্টনাইটলি রিপোর্ট নিচ্ছেন এবং যত শীঘ্র ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। তবে যে সমস্ত কর্মচারী চাকলাতে মহারাজার অধীনে কাজ করেছেন এবং যারা প্রি ইন্টিগ্রেশন ষ্টাফ, অন্ততঃ এই দুইটি ক্ষেত্রেই পেন্সন ফাইনেলাইজের ব্যাপারে বিলম্ব হচ্ছে। কারণ তাদের সার্ভিস বুক ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষা করা হয়নি। সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে একটু বিলম্ব হ'চ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে বর্ত্তমানে রেকর্ড ইত্যাদি ঠিক হওয়া সাপেক্ষে এনটিসিপেটরী পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সেটা তারা পেনসন ফাইনেলাইজ না হওয়া পর্য্যন্ত পাবেন। আমাদের বর্ত্তমানে Number of cases of pensions অর্থাৎ যারা রিটায়ার করেছেন, তার সংখ্যা হচ্ছে ৯৯। Number of employees who died ২৯। মোট ১২৮টি পেনসনের কেস ফাইনেলাইজ হয় নি। তবে এইসব কেসেও আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের অনেকেরই সন্ধান পাওয়া যায় না। সেজন্য তাদের যোগাযোগ করে যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর যারা পেন্সন এখন পেয়েছে কিন্তু মঞ্জুর করা হয় নি তাদের কেসও এ, জি থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে, তার জন্যও সরকার চেষ্টা করছেন। সেজন্য ও, এম, এবং ভিজিলেন্স ডিপার্টমেণ্টকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা ফরটনাইটলি রিপোর্ট প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট থেকে নিচ্ছেন। পেন্সনের ব্যাপারে আমাদের সরকারী কর্মচারীদের যাতে অসুবিধা ভোগ করতে না হয় সেদিকে আমাদের সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। কাজেই আমি আশা করব House এই demand সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— Discussion on Demand for Grant No. 28-pension and other Retirement Benefits is closed. I would now put the motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 33,100/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in

course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Denand No. 28-Pension and other Retirement Benefits.

As many as are of that opinion will please say Ayes. (Voices-Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say Noes. (Voices-Noes.)

Ayes have it, Ayes have it. The motion is passed.

Now I would call on the Hon'ble Minister to move his demand for Grant No. 30-Stationery & Printing.

Shri Manindra Lal Bhowmick (Deputy Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নং ৩০ move করছি—মেজর হেড ৬৪—ষ্টেশনারী এণ্ড প্রিণ্টিং।

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,44,200/-, [inclusive of sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 30-Stationery and Printing.

আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে প্রেস রয়েছে সেই প্রেস এবং প্রিণ্টিং বাবত ১৯৬৪ - ৬৫ সালের জন্য যে বরাদ্দ করা হয়েছে সেই বরাদ্দ যুক্তি সংগত, কাজেই আমি মনে করি হাউস এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন। আমাদের যে ষ্টেট প্রেস রয়েছে, ১৯৫৪ সন পর্য্যন্ত প্রেস মেসিনারীজ এবং প্রেস কর্ম্মচারীর সংখ্যা বা প্রেসের অবস্থা একই ছিল। তারপর ১৯৫৯ সালে আমরা এখানকার জন্য একটী প্রিণ্টিং প্রেসের অনুসন্ধান করি এবং একটা প্রিণ্টিং মেসিন যার নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া ফ্রণ্ট ৩৫,০০০৲টাকা ব্যয়ে আনা হয়েছে। সেটেলমেণ্ট অপারেশন এবং পঞ্চায়েত এক্ট এ রাজ্যে যখন চালু হল তখন এ রাজ্যের প্রেসের কাজ অনেক বেড়ে যায়। কাজেই এই প্রেসের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে অনুসারে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর আমরা একটি ২ লক্ষ টাকার ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করি এই প্রেসের জন্য। সেটা হচ্ছে ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। সেই পরিকল্পনা প্রনয়নের পর দিল্লী থেকে একজন ম্যানেজার আসেন ১৯৬১ সালে। বি, কে, রায়, ম্যানেজার গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া প্রেস, এখানে আসেন। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পর তিনি এখানে প্রেস পরিদর্শনে আসেন এবং তিনি এর সম্প্রসারণের প্রয়োজন মনে করে—৯,৪৫,০০০৲ টাকার একটি সুপারিশ করেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে প্রেস স্থানান্তরিত হবে অরুন্ধুতিনগরে একটা জায়গা একোয়ার করার কাজ চলেছে এবং আমরা আশাকরি সেখানে বড় করে প্রেস করে কাজ চলবে।

শ্রীরায়, ম্যানেজার এখান থেকে চলে যাওয়ার পর শ্রী বি, সি, সেন গুপ্তকে কনট্রোলার অফ প্রিণ্টিং এবং প্রেস এখানে সেণ্টার থেকে ডিপুট করা হয় Particularly for the Press for which the scheme was prepared. তারপর তিনি এসে সুপারিশ করে যান যে এই খরচেই এখানে নূতন যে প্রেস করা হচ্ছে

এটা ত্রিপুরার জন্য প্রয়োজন। অতএব আমাদের বর্ত্তমান চাহিদা মেটাতে হলে প্রেসকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার। অবশ্য প্রথম দিকে যখন কাজের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন প্রেসের কাজ ১ সিফ্‌ট, ২ সিফ্‌ট, এবং ৩ সিফ্‌ট পর্য্যন্ত এবং বাইরের প্রেসের কর্ম্মচারী আনিয়েও আমাদের কাজ করাতে হয়েছে অন্ চীপ্ রেট। প্রেসের উপর বর্ত্তমানে কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী। কাজেই নব পরিকল্পনায় প্রেসকে সম্প্রসারণ এবং প্রেসের জন্য অধিক জায়গা একোয়ার করার জন্য বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করেছি আশাকরি সে প্রস্তাব হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atikul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গভর্ণমেণ্ট প্রেস নিয়ে এখানে আলোচনা করতে বসেছি। গভর্ণমেণ্ট প্রেস একটি আমাদের ত্রিপুরায় আছে তার মধ্য দিয়ে সমস্ত কাজ কর্ম্ম হয়ে থাকে। তার ভাল মন্দ আমাদের জানা দরকার। এ সম্পর্কে আমি এখানে কয়েকটি কথা বলছি। গভর্ণমেণ্ট প্রেসের Employeeর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু আমরা কাজ সেই অনুপাতে পাচ্ছি না। আমরা কাজের যদি হিসাব করি তবে কি দেখতে পাই। ১৯৫৮-৫৯ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল--৪০, ১৯৬০-৬১ ছিল ৪০, এবং ১৯৬১-৬২ তে বেড়ে দাঁড়াল—৬৬, কিন্তু ১৯৬০-৬১ আমরা দেখি কাজ হয়েছে ৭৬,৪৩,৯৭৫ ইম্প্রেশান এবং ১৯৬১-৬২তে ৭৩,৭৮,১৫৪ ইম্প্রেশান এবং ওয়ার্কার ছিল সে জায়গায় ৪০ এবং ৬৬ রেসপেক্‌টিভলি। তাহলে দেখতে পাই প্রেসের ইম্প্রেশান বাড়ল না। হিসাব মত ১,১৫,০০,০০০ ইম্প্রেশান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন বাড়ল না তার কোন কারণ আমরা জানতে চেষ্টা করলাম না। আরেকটি কথা হচ্ছে আমরা যদি এখানে আরও মেসিন দিয়ে এখানেই সব কাজ করাতে পারতাম তাহলে আয়টা আমাদের ষ্টেটেই থেকে যেত। কিন্তু এখন যিনি প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন তিনি সব কিছুই বাইরে ছাপানোর জন্য পাঠাতে চান তাতে আমাদের আগরতলা সহরে যে সমস্ত প্রেস রয়েছে তারা কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। আমরা শুনতে পাই এই বাজেটাও নাকি বাইরে পাঠানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এখানকার লোক্যাল ষ্টাফ যারা আছেন তারা বলেছেন আমরা পারব, তাই এটা পাঠানো হয় নি এখানেই ছাপা হয়েছে। হিউজ ওয়ার্ক থাকায়, ভলিয়ুম অব ওয়ার্ক বেশী থাকায় বাইরে পাঠান হয়, না অন্য কিছু কারণ এর ভিতর নিহিত আছে সেটা তদন্ত করা দরকার। আমাদের যদি করাপশান বন্ধ করতে হয় তাহলে টপ্ লেভেল থেকে আসতে হবে। নীচের থেকে করে লাভ হবে না। বর্ত্তমান প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নামে অনেক অভিযোগ আছে। তার সম্পর্কে শ্রী বি, সি, সেন গুপ্ত, কনট্রোলার অফ প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে আমি শুনেছি যে বর্ত্তমান-এ যিনি আছেন প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তিনি কোয়ালিফাইড নন্, তার রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান নেই। প্রিন্টিং বা এ জাতীয় অন্য কোন ডিপ্লোমা তার নেই। প্রেসের কর্ম্মচারীরাও তার উপর সন্তুষ্ট নয়। এতে কাজ সাফার করছে। আমরা জানি সেখানে একটা নেপটিজম চলেছে। তার ফলে সেখানকার কর্ম্মচারী যারা আছেন তারা নিরোৎসাহ হয়ে পড়েছে। সেখানে কিরকম নেপটিজম চলছে তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে দেব। এই প্রেসে প্রায় ১০।১২ জন এমপ্লয়ী দীর্ঘদিন ধরে প্রবেশনার হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা আশা করেছিল যে যখন কম্পজিটার পোষ্ট ফিলআপ করা হবে তখন প্রথম চান্স তারা পাবে। কিন্তু পরে দেখা গেল বাইরে থেকে এই পোষ্ট ফিলআপ করা হয়। শুধু একজন নয়, একাধিক পোষ্ট বাইরে থেকে লোক এনে ফিলআপ করা হয়। অবশ্য তাদের একটা একজামিনেশান এর ব্যবস্থা করা হয়। তার ব্যবস্থা আরও চমৎকার। একই সময়ে পরীক্ষা হল কিন্তু প্রশ্ন পত্র

দু রকমের ছাপা হয়। এক সেট প্রবেশনারদের জন্য আর এক সেট অন্যান্যদের জন্য। একই পরীক্ষার জন্য, একই পোষ্টের জন্য দু-রকম প্রশ্ন পত্র ছাপা হল এটা কি করে সম্ভব আমি বুঝতে পারিনা। তার পর দেখা যায় সেখানে যদি এক দিন বা ২ দিনের জন্য "কেসুয়েল লিভ্" চাওয়া হয় তা হলেও তাদের কাছে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাওয়া হয়। যে কোন কারনেই 'কেসুয়েল লিভ্' চাওয়া হক না কেন তাদের কাছ থেকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাওয়া হয়; তা না হলে ছুটি মঞ্জুর করা হয় না। এটা কোন আইনে আছে কিনা আমি জানি না। এমন সব ঘটনা আমার কাছে আছে যে, ২ দিনের ছুটি চাওয়া হয়েছে এবং তার জন্য মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাওয়া হয়েছে। অসুখ হলে চাওয়া হয় সেটা হয়ত সম্ভব। কিন্তু ফেমিলি এফেয়ারসে ছুটি চাওয়া হলেও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাওয়া, it is a gross injustice to the employees এটা এনকোয়েরী হওয়া দরকার।

(ভয়েস)—নামটা বল্লে ভাল হয়।

Mr. Speaker :— It cannot be disclosed in the House.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকারের নিকট সাবমিট করতে পারেন। যে কোন অভিযোগেই স্পীকারের নিকট নাম দেওয়া উচিত এবং স্পীকার, কনসার্ণ্ড মিনিষ্টারকে তা দিতে পারেন এনকোয়েরীর জন্য। স্পেসিফিক কোন প্রুফ থাকলে পরে সেটা স্পীকারের নিকট সাবমিট করা উচিত বলেই আমি মনে করি।

Mr. Speaker :— Speaker has no machinery or power to enquire in this matter.

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়ান নগেন দত্ত সে ছিল একজন জুনিয়ার কম্পোজিটার। এখানে তার চেয়ে অনেক সিনিয়ার কম্পোজিটার ছিল কিন্তু দেখা গেল সেই নগেন দত্তকে করা হল হেড কম্পোজিটার তার পর তাকে করা হল এসিষ্টেন্ট ফোরম্যান এবং তার এই লিফ্ট মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই হয়ে গেল। সিনিয়ার, এক্সপিরিয়েন্সড এমপ্লয়ী থাকতেও কি করে সে প্রমোশান পেল ? সে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পেটমেন তার জন্যই সহজে এটা হয়ে গেল। কোন সিনিয়ারটি বা অন্য কিছুই তার সম্পর্কে দেখা হয় নি। আরেক জন এমপ্লয়ী ছিল সে ছিল গেষ্টেটনার অপারেটার, তাকে ইঙ্কম্যানে ডিগ্রেড করা হল প্রেসে। তার ফলে সে কমপ্লেন করল। তার এনকোয়েরী শ্রী পি. এস. গুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এন, এস, এসকে দিয়ে করান হ'ল এবং শ্রীগুপ্ত ইঙ্কম্যানের পক্ষেই রিপোর্ট দিলেন। কিন্তু এই রিপোর্ট সম্পর্কে পারসন কনসার্ণডকে কোন কিছু জানান হল না। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাকে সেনসার করলেন, সাসপেণ্ড করলেন, সেই সমস্ত রিপোর্ট রয়েছে কিন্তু তার (ইঙ্কম্যানের) পক্ষে যে এনকোয়েরী রিপোর্ট দেওয়া হল সেটা সে জানতে পারল না। আমি জানি প্রেসে একটা গভর্ণমেণ্ট সাইকেল আছে। নাইট গার্ড আছে বা ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী যারা আছে তারা সেটা অফিসের কাজে যাতে ব্যবহার করতে পারে তার জন্যই সেটা রাখা হয়েছে। কিন্তু কার্য্যত দেখা যায়, আমি যতটুকু জানি, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সেটা পারসন্যাল পারপাসে ইউজ করেন। যদি এটা মাইনর এফেয়ারস তবুও আমাকে প্রভোক করা হয়েছে বলে আমি এখানে বল্লাম। আর একটা ঘটনার কথা এখানে বলব সেটা হল প্রেসে ৫০ রিম কাগজ উধাও হয়ে যায়। প্রেসের যে Store room আছে সেই Store room এ সেই ৫০ রিম কাগজ ছিল, এখন সেখানে এই ৫০ রিম কাগজ পাওয়া যাচ্ছেনা। কাজেই এই অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান বা enquiry হওয়া দরকার। তা না হলে

সেখানে যে অরাজকতা আছে তার সংশোধন হবেনা, Corruption বন্ধ হবেনা এবং এই Corruption বন্ধ না হলে এভাবে বরাবরই সরকারী টাকা নষ্ট হতে থাকবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Karunamay Nath Choudhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে House এ যে Demand উত্থাপন করা হয়েছে for Printing & Stationery তার পক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের এখানে যে Press রয়েছে সেই Press এ যে Machine কিনার দরকার বলে মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন তা না হলে আমার এই বিধান সভা প্রবর্ত্তন হওয়ার পর আমাদের নিজস্ব ছাপার কাজ যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে তার সঙ্কুলান করা সম্ভব হবে না। বর্ত্তমানে সরকারের যে সমস্ত ছাপার কাজ রয়েছে সেই সমস্ত ছাপার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। বাজেট, Stamp ইত্যাদি ছাপাতে হবে। পূর্ব্বে Central Govt. এই সমস্ত ছাপার কাজ বহন করতেন এবং ত্রিপুরার প্রয়োজন মত এ সব জিনিষ সরবরাহ করতেন। ১৯৬৩ সনে ১লা জুলাই হতে, বিধান সভা প্রবর্ত্তন হওয়ার পর থেকে এ সব ছাপার দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে হয়েছে। সেজন্য ত্রিপুরা সরকারের যে ছাপাখানা আছে সেটার সম্প্রসারণ করা দরকার হয়েছে, নূতন মেসিন কিনবার দরকার, তার জন্য দালান ইত্যাদি করা দরকার। অতিরিক্ত কাঁচামাল ইত্যাদির জন্যও টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমরা আশাকরি এ সব কাজ শেষ হলে আমাদের প্রয়োজন মত ছাপার ব্যবস্থা আমাদের প্রেসেই করতে পারব এবং আমার মনে হয় আজকের দিনে বাইরের প্রেস গুলোতে যে সমস্ত ছাপার কাজ করাতে হয় বা বাইরের প্রেসের সাহায্য নিতে হয় সে সব সাহায্য নেওয়ার আর প্রয়োজন হবেনা। আমরা চেষ্টা করব যাতে বাইরের প্রেসে সরকারী কোন কাজ দেওয়া না হয়, তা সম্ভব হবে যদি আমরা আমাদের প্রেসের সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করতে পারি। আমি মনে করি আমাদের যে সরকারী গেজেট আছে তাহা সম্প্রসারণ করা দরকার যাতে এটা একটা সংবাদ পত্রের কাজ করতে পারে এবং সরকারের প্রচারের সাহায্য করে, তার ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত এবং এই গেজেটে ছাপার কাজ আমাদের প্রেসে করতে পারব যদি আমাদের প্রেসের সম্প্রসারণ করতে পারি। এই বলে আমি মূল প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Minister to give his reply.

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— (উপমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাজেটের যে দাবী সম্পর্কে বলেছিলাম সেটা হল আমাদের প্রেসের কাজ ক্রমেই বেড়ে চলছে এবং এই প্রেসের আরও উন্নতি করবার জন্য যে ৯,৯৯,০০০ টাকার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সে কথাই আমি বলব। মাননীয় সদস্য বলেছেন আমাদের প্রেস থাকা সত্ত্বেও আমরা বাইরে থেকে ছাপার কাজ করাই এবং Press Superintendent এর স্বার্থ এখানে রয়েছে। বাইরে থেকে যে ছাপার কাজ করানো হয় তার উত্তরে আমি একথা বলতে চাই যে আমাদের প্রেসের কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং ক্রমেই আরও বাড়বে। প্রেসের কাজ বর্ত্তমানে এক shift থেকে দুই shift, দুই shift থেকে তিন shiftএ করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে আমাদের কাজের যে চাহিদা তা আমাদের প্রেস মেটাতে সক্ষম হচ্ছেনা। আমাদের অনেক কাজ আছে যা অত্যন্ত জরুরী এবং দ্রুতভাবে শেষ করা দরকার। আমাদের প্রেসে অনেক কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাপা করে দিতে হয়। যেমন আমাদের বাজেট ছাপার কাজটা বাইরের প্রেস থেকে ছাপা করে আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই প্রেসের যে Press Superintendent আছেন তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ কাজ করে দিতে পারবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, এবং তিনি ঠিক ঠিক ভাবে

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজেট ছাপানোর ব্যবস্থাও করেছেন। অতএব এই কাজ বাইরের প্রেসে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে নাই। আমার যতটুকু জানা আছে আমাদের কাজের পরিমাণ এত বেশী বেড়ে যাচ্ছে যে তারফলে বাইরের প্রেসে ছাপার কাজ দিতে হচ্ছে একথা আমি অস্বীকার করি না। এই জন্যই প্রেস সম্প্রসারণ করার জন্য বিশেষ দাবী আনা হয়েছে এবং আশাকরি আমাদের এই রাজ্যের সরকারী ছাপার কাজ এই প্রেসের মারফত করা যাবে। এই প্রেসের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম সাহেব কতগুলি অভিযোগ এনেছেন, Compositor দের চাকুরীর ব্যাপারে। Press এর Probationer Compositor দের চাকুরীতে promotion না দিয়ে বাহির থেকে Compositor এর post এ লোক নিয়োগ করা হয়েছে। কাজ দ্রুত গতিতে চালাতে হলে অনেক সময় সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন হয় এবং সুদক্ষ লোক বাইর থেকে নিতে হয়। Probationer Compositor যারা আছে তারা Probationer বলেই যে সুদক্ষ কর্মী বা Compositor হবে তা আমি মনে করি না। তারপর তিনি বলেছেন যে, নিয়োগের ব্যাপারে যে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে Probationer দের ব্যাপারে একপ্রকার প্রশ্নপত্র এবং বাহিরের কর্মপ্রার্থীদের জন্য অন্য রকম প্রশ্নপত্র করা হয়েছে। এই বিষয় আমি খোঁজ করে দেখব। তবে কর্ম যখন একই রকমের প্রশ্নপত্রও একই standard এর হওয়া উচিত। তারপর তিনি বলেছেন casual Leave এর ব্যাপারে Press Superintendent employee দের নিকট medical Certificate চান। এমন ক্ষেত্রে medical Certificate চাইবেন এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আর একটা কথা তিনি বলেছেন যে Shri Nagendra Chandra Dutta নামে একজন Press কর্ম্মী junior compositor থেকে promotion পেয়ে একেবারে foreman হয়ে গেছে। তাতে অনেক কর্ম্মীকে supersede করেছে এই ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল এই যে promotion এর বেলায় শুধু seniority র প্রশ্নটাই বিবেচনা করা হয় না, Experience, Efficiency and seniority এই তিনটি বিষয়ই বিবেচনা করা হয়। Seniority, experience ও efficieny এই তিনটি factorই বিবেচনা করা হয়েছে কিনা আমি তা অনুসন্ধান করব। প্রেসের একটা Bi-cycle আছে। সেটা Press Suptt. নিজে ব্যবহার করছেন অন্য কর্ম্মীদের বিশেষ করে Night guard দের ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না। এটা মাননীয় সদস্য বলেছেন Cycle is meant for the man who goes on duty for distribution of Gazette etc. তখন Supdt. তার personal use ইহা ব্যবহার করেন সেটা হয়ত dutyতে আসবার পথে নিজের অন্য কিছু কাজ করে আসলেন বা বাজার থেকে কিছু নিয়ে এলেন এটা অত্যন্ত নগণ্য ব্যাপার। অনেক সময় হয় তার রাত্র হয়ে যায় বাড়ী ফিরতে হয়ত তার ঠিক কাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য বা যে ওভার টাইম ওয়ার্ক হচ্ছে তা সুপারভাইজ করার জন্য তাকে রাত্রেও আসতে হতে পারে। সেটা যদি তিনি সরকারী কাজেই ব্যবহার করে থাকেন তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই This is a very triffling matter. এটা নিয়ে হাউসে আলাপ করা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে। তারপর ৫০ রীম কাগজ উধাও হয়ে গেছে প্রেস থেকে এটা অত্যন্ত ভয়াবহ ঘটনা। এটা যদি হত তাহলে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব থানায় এজাহার দিতেন।

(এ ভয়েস: · সুপারিনটেনডেন্ট বাবু যদি করে থাকেন)

আপনারা তা বলতে পারেন। তবে একজনের বিরুদ্ধে বিনা ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি না। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন দুর্নীতি টপ টু বটম। আমরাও দুর্নীতি দমন করতে চাই। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে এটা আমি অস্বীকার করি না। তবে আমি মনে করি এটার জন্য বিরোধী

দলের সহযোগীতার প্রয়োজন। তারা যেমন দুর্নীতি চান না, আমরাও দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে চাই। আমি আশা করব বিরোধী দলের সদস্যরাও এই ব্যাপারে সরকারী দলের সঙ্গে সহযোগীতা করবেন। যা হোক আমি যে ডিমানড্ হাউসে পেশ করেছি আশা করি হাউস এটা গ্রহণ করবেন। এটা ত্রিপুরার স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন। প্রেসকে আমরা আরও শক্তিশালী এবং ভাল করে গড়ে তুলতে চাই।

Mr. Speaker :—The discussion is closed. I would now put it to vote. The question is that a sum not exceeding Rs. 13,44,200/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 30-Stationery and Printing.

As many as are of that opinion will please say Ayes. (Voices :—Ayes). As many as are of contrary opinion will please say Noes. (No voice). "Ayes" have it. Ayes have it. The demand is passed.

I would now pass on to the next item. I would call on the Hon'ble Minister to move his motion on Demand for grant No. 19.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক (উপমন্ত্রী) — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ডিমাণ্ড ফর গ্রান্ট নং ১৯ মুভ করছি।

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,27,200/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 19—Co-operation.

ত্রিপুরা রাজ্যে সমবায়ের আন্দোলন বিগত ১০ বছর যাবত চলেছে। এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৩৭ টি কো- অপারেটিভ স্থাপন হয়েছে। তার মধ্যে ৩৭৪ টি হচ্ছে ক্রেডিট কো-অপারেটিভ। এই ক্রেডিট কো-অপারেটিভ শর্ট টার্ম এবং মিডিয়াম টার্ম। এই ক্রেডিট আমাদের এগ্রিকালচারেল পপুলেশান যারা রয়েছে তাদের দিচ্ছে। এ পর্য্যন্ত যত কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে, তার মারফৎ ২৪ পারসেন্ট এগ্রিকালচারেল পপুলেশনকে ক্রেডিট দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি গুলি শর্ট টার্ম এবং মিডিয়াম টার্ম লোন আমাদের কৃষকদিগকে দিচ্ছেন। At the end of 1962-63 যে ক্রেডিট দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ ১৭,২৭,০০ টাকা। তাছাড়া এখানে মারকেটিং সোসাইটি রয়েছে। যে মারকেটিং সোসাইটি এগ্রিকালচারেল ডিল করছে এবং এ পর্য্যন্ত ১৮,৬৯,০০০ টাকা এগ্রিকালচারেল প্রডিউসেস তারা ডিল করেছেন। গ্রান্টস্ সোসাইটি এপর্য্যন্ত ডিল করেছেন ৭,৯৩,০০০ টাকা upto the end of 1963. কাজেই সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিকে আরও ডেভালাপড্ করার প্রয়োজন, যাতে আমাদের কৃষকরা ফেয়ার প্রাইস পান সেই উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত কো-অপারেটিভ স্থাপিত হয়েছে। আমি আশা করব যে এই আন্দোলন ত্রিপুরায় ক্রমে ক্রমে জোরদার হবে এবং অর্থ নৈতিক বৈষম্য ক্রমে ক্রমে

দূরীভূত হবে এবং আমরা যে সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য গ্রহণ করেছি এই সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে সমবায় সমিতির যে আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের যে লক্ষ্য মাত্রা স্থির করার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কো-অপারেটিভ সোসাইটি করেছিলাম, আজকে এই দীর্ঘ ১০ বছর পরে যদি আমরা সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করি তাহলে পরে আজকে আমাদের আশ্চর্য্য না হয়ে উপায় নাই। কারণ জিনিষটার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে যাই হয়ে থাকুক না কেন ত্রিপুরা রাজ্যে এই কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে সমাজের একটা শক্তি এবং দেশের একটা শক্তি হিসাবে অর্থ নৈতিক সঙ্কটকে লাঘব করার উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত করা হয়েছে। এই বাজেটে তার জন্য ৫,২৭,২০০৲ টাকা খরচ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তারপরে কো-অপারেটিভ ইনস্পেক্টার, ইউ. ডি. ক্লার্ক ইত্যাদি নানারকম কর্ম্মচারী রেখে লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে খরচ করি। মুখ্য মন্ত্রী বাজেট ডিসকাসন করতে গিয়ে এমন কোন সঠিক পন্থা এখানে উল্লেখ করতে পারেননি যে. আমাদের ৬৩৭টি কো-অপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে এত পাবসেণ্ট কো-অপারেটিভ রাজ্যের কল্যাণে এই উন্নতি করেছে। যদি নানা দিকে লক্ষ্য করে দেখি, সেই মারকেটিং সোসাইটিকে, মালটিপারপাস সোসাইটি. ক্রেডিট সোসাইটি কত নাম আছে, কিন্তু আজকে এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে আমার দেশের জনসাধারণ কতটুকু বেনিফিট পেয়েছে তা আমাদের দেখা দরকার। শুধু শুধু বাজেট করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করলে কো-অপারেটিভের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌছুতে কতদিন লাগবে আমি তা বলতে পারি না। এমন কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটি নাই যে শহরের, গ্রামের জনসাধারণকে উপকৃত করে। এই ধরণের কোন রিপোর্টও কেউ উপস্থিত করেননি এবং করবার কোন সুযোগ আছে বলেও আমি মনে করি না। এই মারকেটিং সোসাইটি নামকোয়াস্তে রেজেষ্ট্রি করে ছিল। এই মারকেটিং সোসাইটী করা হয়েছে, যাতে তাব মাধ্যমে সস্তায় জিনিষপত্র খরিদ করা যায় এবং জনসাধারণ—দেশের গরীব জনসাধারণ মারকেটিং সোসাইটির মারফত কিছু সুযোগ সুবিধা পায়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে, অন্যান্য ডিভিশনে আছে কিনা আমি জানি না। আমার এলাকায় এই মারকেটিং সোসাইটি নাই। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলব, গত অক্টোবর মাসে ভয়াবহ সাইক্লোন যা ত্রিপুরা রাজ্যে হয়ে যায়, তার ফলে হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি এই পীড়িত জনসাধারণকে কোন দিক দিয়ে সাহায্য করছেন তার হিসাব আমরা পাইনা। আপনারা জানেন কৃষকের প্রথম ফসল পেডি (ধান) এবং ২য় ফসল পাট, সবই সেই সাইক্লোনে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কত মন ধান কো-অপারেটিভ থেকে দিয়েছে এই পীড়িত জনসাধারণকে, তার হিসাব আমরা পাইনা। আমরা জানি কৃষক নিরুপায় হয়ে মহাজনের কাছ থেকে কেউ ৮/১০/১২ মণ করে ধান দাদন হিসাবে অগ্রীম নেয়। কিন্তু এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি কি করেছে? এই যে ফসলগুলি নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য একটা অডিট পার্টি সেখানে অডিট করতে যায়। কিন্তু কত ঘাটতি সে জায়গায় হয়েছে তার কোন খোলাখুলি হিসাব সেই ডিপার্টমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত দেয়নি। সেটা কেন ফাইলের মধ্যে আটক থাকে তা আমি বুঝতে পারিনা। এভাবে কো-অপারেটিভ সোসাইটি হাজার হাজার টাকা ভাঙ্গে। অডিট করতে যখন যায় কাজ বুঝাপড়া করার জন্য, তখন তারা কোন কাজ করেনা এবং সেই কাজ থেকে বিরত থাকে। এই সোসাইটী যদি পীড়িতদের ঠিক ঠিক সহায়তা বা সাহায্য করতে না পারে তাহলে এ টাকা খরচ করে এই সোসাইটি রাখার কি অর্থ থাকতে পারে? এ

ব্যাপারে শুনেছি কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীর নামে কেস্ হয়েছে কিন্তু তার ফলে কেউ ছাটাই হয়েছে বলে কোন নজির পাওয়া যায় না। তার যে কি রেজাল্ট তা আমরা আজও জানতে পারিনি। কাজেই আমি বলব জনসাধারণের এই অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সেলস্ এণ্ড পারচেজ-এর মধ্যে যে গাফিলতি সেটা দূর করে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে জনসাধারণ যাতে লাভবান হতে পারে তার চেষ্টা করা দরকার।

আমি আগেও বলেছি যে কত উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি, কতকিছু পরিকল্পনা করে, বিড়ি পরিকল্পনা করে, ঢেঁকি পরিকল্পনা করে, পাম্পিং মেশীন পরিকল্পনা ইত্যাদি কো-অপারেটিভ সোসাইটি করে দেওয়া হল। কিন্তু আজকে সেই বিড়ি বলুন, ঢেঁকি বলুন কোনখানে কোন কিছু দেখতে পাইনা। এগুলি কোথায় যে চলে গেল তার কোন পাত্তা পাওয়া যায়না গ্রাম অঞ্চলে, সাবডিভিশানে বড় বড় কলোনী আছে সেখানে কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটি টিকেনা এই হল অবস্থা। আমি জানি যে এই সমস্ত সোসাইটিগুলির সেক্রেটারী, কোথাও রিলিফ সুপারভাইসার, কোথাও ডি. আর. ও, নিয়োজিত হন। এইভাবে কো-অপারেটিভ সোসাইটি করা হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ট্রাইবেল কলোনীগুলিতে যে সমস্ত সোসাইটি আছে সেখানে সুপারভাইজার বা ডি. আর. ও কোনদিকে কিভাবে যে টাকা নিয়ে যায় সেটা জনসাধারণের পক্ষে বুঝা অত্যন্ত কঠিন। এভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে। আমাদের জনসাধারণের উপকারের কাজে কতটুকু আমরা এসমস্ত টাকা লাগাতে পারছি সে দিকে কো-অপারেটিভ-গুলির কোন দৃষ্টি নেই। সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। অনেক কো-অপারেটিভ আছে সেখানে তাঁতের কাপড় বুনে বাজারে বিক্রী করা হয়। কিন্তু আমি দেখেছি এটাও প্রায় অচল হয়ে গেছে কারণ সুতার লাইসেন্স তারা রেগুলারলি পাচ্ছেনা এবং তাদের যে পারসেণ্টেজের এমাউণ্ট, যেমন ওয়ান টু টেন টাইমস্ অর্থাৎ ১ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে, সেটা ঠিক ঠিক ভাবে যাতে কার্য্যকরী হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা দরকার। আমরা যে উদ্দেশ্যে জাতীয় উন্নয়ন সমাজের উন্নয়ন, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য এসমস্ত কো-অপারেটীভ করি তাতে আমার জনসাধারণের উপকার বা দেশের উন্নয়ন যদি না হয় তাহলে এসমস্ত কো-অপারেটিভ তুলে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর যদি রাখতে হয় তাহলে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কড়াকড়ি ভাবে এই সমস্ত দুর্নিতিকর রাস্তা বন্ধ করে ঠিক ঠিক ভাবে এগুলি মেণ্টেইন করা দরকার। এই বলেই আমি কো-অপারেটিভের উপর আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীহ্লুরা অাঙ মগ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি আমাদের সব জায়গায়ই কো-অপারে-টিভ সোসাইটী রয়েছে। কিন্তু সমস্ত জায়গার কো-অপারেটিভগুলি আজকে কি অবস্থায় আছে, এগুলি কি অচল না সচল অবস্থায় আছে তার কোন রিপোর্ট আমাদের সামনে নাই। কারণ আমরা দেখি যে, কো-অপারেটিভগুলি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা করেছি সে উদ্দেশ্যে সেটা পরিচালিত হয়নি। আজ সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি প্রায় তালা বন্ধ অবস্থায় আছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র কয়েকটি ছাড়া প্রায় সমস্ত সোসাইটীগুলিই তালা মারা অবস্থায় আছে। বিলোনীয়া গান্ধীজী সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি নামে একটী সোসাইটী আছে। সেটাকে সরকার থেকে ৮৬,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শেয়ার বিক্রী করে বিভিন্ন ভাবে তার মূলধন প্রায় ১ লক্ষ টাকা দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই কো-অপারেটিভ যে আজ কোথায় গেল তার কোন হদিস নাই। সেখানে আজ কোন কাজ কর্ম হচ্ছেনা, এই যে অবস্থা সেই

সোসাইটির, তার কোন তদন্ত হয়েছে বলে আমরা জানিনা। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যে সমস্ত স্কীম করা হয়েছে সে সমস্ত স্কীমের সবগুলিই আজ ফেলিওর। কারণ সে সমস্ত সোসাইটিগুলির মধ্যে যারা পরিচালক রয়েছেন—ডি. আর. ও এবং সেখানকার সুপারভাইজার, তারা তাদের ইচ্ছামত এই সমস্ত পরিচালনার কাজ করে থাকেন। এবং খেয়ালখুসীমত টাকা ব্যয় করেন। সুতরাং আমরা বলতে চাই আমাদের টাকাগুলি লুটের বাজারের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সরকার-এর তরফ থেকে সরকারী টাকা দিয়ে সেখানে একটা দুর্নীতির বাজার খুলে দেওয়া হয়েছে কাজেই সরকার তার কোন হিসাবনিকাশ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। নিজেদের লোক এবং নিজেদের সংগঠনকে যাতে শক্তিশালী করা যায় ঠিক সেভাবে সরকার তাদের লোকগুলি সেখানে রাখেন এবং সেভাবে সেটা পরিচালিত হয়। পরে দেখা গেল এই সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি এবং যেগুলি আমরা সংস্থাপন করেছিলাম সেগুলির টাকা মিসইউজ হয়ে গেছে। তারা আমাদের ঘুমিয়ে রেখে এ সমস্ত স্কীমগুলিকে বানচাল করে দিলেন। এই হল অবস্থা। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলির যে নমুনা তার সম্পর্কে আমি এখানে বলব। কলসীতে একটি ঋণদান সমিতি যে রয়েছে সেটারও একই অবস্থা; তার কোন হিসাবনিকাশ নেওয়া হচ্ছে না এবং যারা শেয়ার হোল্ডার আছেন তারাও ঠিক সে ভাবে সমবায় সমিতি থেকে ফেসিলিটি পাচ্ছেনা এই হল সমবায় সমিতিগুলির অবস্থা। বগাফায় যে কনসিউমারস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে তা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে তার কোন হদিস আমরা পাইনা। কাজেই স্পীকার মাধ্যমে আমাদের যে পরিকল্পনা আছে এবং বানচালের পথে চলেছে, সেগুলোকে পুনর্জীবিত করার জন্য প্রচেষ্টা যাতে করা হয় তার জন্য অনুরোধ রাখব। আমরা এখানে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছি কাজেই আমাদের সে দিক দিয়ে দায়িত্ব হবে এইসব কো-অপারেটিভগুলির যাতে তদন্ত হয় এবং যারা এ সমস্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী, তাদের যাতে শাস্তি দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা, যাতে ভবিষ্যতে এরূপ অন্যায় সুযোগ অন্যান্যরা গ্রহণ করতে না পারে। তাই আমি স্পীকার মাধ্যমে মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বাহাদুরকে অনুরোধ করব। আমরা যে ভাবে আজ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি সেটা জনসাধারণের কাছে আজ হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে কো-অপারেটিভের নাম শুনলেই কান খাড়া করে তোলে। আমরা যে পলিসি নিয়ে আজ কো-অপারেটিভ করছি তার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হচ্ছে কিন্তু মানুষের উপকার কিছুই হচ্ছে না। আমরা বাজেট করে ২।৩।৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করছি এক একটা কো-অপারেটিভের পেছনে। কিন্তু তার থেকে যদি সে ভাবে মুনাফা না হয়, লাভবান না হই, তাহলে আমি বলব যে, বাজেটে যে বরাদ্দ রুলিং পার্টি রেখেছেন সেটা নিজেদের মানুষ পোষনের জন্য রাখা হয়েছে। এই কো-অপারেটিভগুলিতে কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম নয়। সমস্তগুলি কো-অপারেটিভ তত্ত্বাবধানের জন্য আমাদের প্রচুর কর্ম্মচারী রয়েছেন এবং কর্ম্মচারীদের জন্য যে বেতন ধরা আছে এই খাতে সেটার পরিমাণও কম নয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে এই খাতে ২৩,৬০০ টাকা এবং অন্যান্য ব্যাপারে যে খরচ ধরা হয়েছে সে সমস্ত হিসাব করলে দেখা যাবে যে প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তাই আমি বলতে চাই এই সমস্ত অফিসারের পোষ্ট ক্রিয়েট করা আছে এবং প্রত্যেক বছর তাদের খাইয়ে রেখে আমাদের কি লাভ হচ্ছে সেটা দেখা দরকার। তাই আমি বলব পরিকল্পনা যদি ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকরী করতে হয় তাহলে কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে যাতে নির্দেশ দেওয়া থাকে এবং কো-অপারেটিভগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হতে পারে তার উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। এবং কমিটির সদস্য বা শেয়ার হোল্ডার যারা আছেন কো-অপারেটিভ মাধ্যমে যাতে

ঠিক ঠিক ভাবে কাজ বুঝে নিতে পারেন সেই দিক থেকে শিক্ষা থাকা দরকার। সেই শিক্ষার অভাব আছে বলেই আজ আমাদের কো-অপারেটিভগুলির এই দুরবস্থা। যে যে ভাবে পারছে লুট করে নিচ্ছে। এটা একটা প্রহসনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে সব টেকনিকেল গলদ এ সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিতে আছে সেগুলি যাতে দূর করা হয়। ঠিক ঠিক ভাবে যাতে কো-অপারেটিভগুলো পরিচালিত হয় এবং তদন্ত হয় সব জায়গায় তার জন্যও স্পীকার মাধ্যমে আমি আবেদন রাখছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Chandra Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সামনে যে ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে—ডিমাণ্ড নং ১৯ সেটা আমি সমর্থন করি। আমি এ সম্পর্কে বলতে চাই যে বাজেট আলোচনা করলে দেখতে পাই তার (পেজ নং ২০০) যে এপীক্স কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক তার এগেইনস্টে ১৭ হাজার টাকা ধরা আছে। সে কো-অপারেটিভ সোসাইটি একবার ঋণ নিয়ে পুনঃ ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছে। এই যে একবার ঋণ নিয়ে পুনঃ ঋণ নেওয়ার প্রথা সেটা বন্ধ করা দরকার। একবার ডিপার্টমেণ্টে ঋণের দরখাস্ত করে প্রথমে সরকার থেকে ঋণ নিয়েছে। তারপর আবার ব্যাঙ্কের ক্রেডিটে তারা ঋণ নেন। ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল না থাকায় চলতি বৎসরে আবার ঋণ দেয়। চলতি বৎসরে যে গো-ডাউন কনস্ট্রাকশানের জন্য সমগ্র ত্রিপুরার জন্য ৫৬ হাজার ৩ শত টাকা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে দেখা যায় যে, যে সমস্ত এলাকায় কৃষকের এক মণ ধানও রাখবার মত অবস্থা নাই সে সমস্ত এলাকার জন্য বহু টাকা খরচ করে গো-ডাউন করা হয়েছে। তার দৃষ্টান্তও এই ত্রিপুরায় আছে। যে সব এলাকায় কোন কৃষক ধান বা পাট গো-ডাউনে রাখতে পারে না, সেই এলাকার জন্য ১০ হাজার টাকা গো-ডাউন কনস্ট্রাকশানের জন্য মঞ্জুর হয়েছে। এই যে সোসাইটি যার মারফত এটা হচ্ছে সে সোসাইটির মধ্যে বড় ভাই চেয়ারম্যান, ছোট ভাই সেক্রেটারী এভাবে তাদের কাজ চলছে। তার মধ্যে যারা নিরীহ লোক আছেন, তারা সমিতির মধ্যে স্থান লাভ করতে পারেনি। নাম আমি বলতে পারতাম কিন্তু বললাম না। তবে আমি এই সমিতির প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কো-অপারেটিভের ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি রয়েছে। তারা একবার কো-অপারেটিভ থেকে ঋণ নিবে, আবার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিবে, এই সব ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া দরকার। মাননীয় সদস্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে সব কো-অপারেটিভ দ্বারা জনসাধারণের কোন উন্নতি হচ্ছে না, সেই সব কো-অপারেটিভ রাখা উচিত নয়। কো-অপারেটিভ উঠিয়ে দেওয়ার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি কো-অপারেটিভ এর খাতে যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫,২৭,২০০৲ তা ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা চিন্তা করলে ঠিক ঠিক বরাদ্দ করা হয়েছে বলে মনে হবে। আর একটা কথা মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা বলেছেন যে এর ফলে কতক লোক বেনিফিটেড হয়েছে সেই বিষয়ে মাননীয় সদস্যের আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি কতগুলি কো-অপারেটিভ দেখেছি যেমন একটা আছে কমলপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটি, তাতে অনেক লোক উপকৃত হয়েছে। তবে আমি বলছি কৃষকদের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই অর্থ প্রচারের জন্য ব্যয় না করে কৃষকের উপকারে লাগানো হউক, প্রচারের দরকার নাই। যে সব কো-অপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে ত্রুটি আছে সেইগুলি উঠে যাবে, সরকার চেষ্টা করলেও তা রাখতে পারবে না। যেখানে চুরি হচ্ছে, যেখানে সেক্রেটারী এবং চেয়ারম্যান মিলে চুরি করছেন এবং তাদের জেল হয়েছে, সেইসব সোসাইটি বন্ধ হয়ে যাওয়া

ভাল বলেই আমি নিশ্চয়ই মনে করি। আমি দেখেছি কমলপুরে কয়েকটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে তার মাধ্যমে তারা পাট কিনছেন, কৃষকদের নায্য মূল্য দিচ্ছেন এবং তাতে অনেক কৃষক লাভবান হচ্ছে। সেটা হল কমলপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটি। সেই সোসাইটি কৃষকদের ঋণ দিয়েছিল মহাজনের উৎপাত হতে রেহাই পাওয়ার জন্য। কিন্তু সরকারের ক্রটির কথা যেমন আমরা বলি, আমাদের নিজেদের ক্রটির কথাও আমাদের জানা দরকার। কাজেই কৃষকরা কোন উপকার পায় না একথা সত্য নয়। তবে কৃষকদের দুঃখ অনেক বেশী। তবে সরকারের বা কো-অপারেটিভের দেওয়ার একটা সীমা আছে। একবারের জায়গায় দুইবার ঋণ দেওয়া হল, সেই ঋণ ফেরত না দিয়ে যদি তৃতীয়বার ঋণ চায়, তখন দিবে কি করে? হালাহালিতে যে একটি কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি আছে সেটা কৃষকদের পাটের নায্য মূল্য পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করছে এবং কৃষকরা তাতে উপকৃত হচ্ছে। কৃষকদের মহাজনদের নিকট হতে যে ঋণ নেওয়ার রীতি ছিল সেটা বন্ধ করার জন্য এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং মার্কেটিং সোসাইটি দাদন ঋণ দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তন করেছে। কিন্তু এমন পরিবার আছে যারা এই দাদন ঋণ নিয়ে আর ফেরত দিতে পারেনি। তাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি দ্বিতীয়বার দাদন ঋণ দিচ্ছেন। কিন্তু তৃতীয়বার এই দাদন ঋণ দেওয়া হয় না। মাননীয় সদস্য বলেছেন অডিটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি টাকা তছরুপ করে। আমি বলব যে টি, টি, সি, এর প্রাক্তন সদস্য শ্রীধর্ম্ম রায় দেববর্ম্মা একটি কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান ছিলেন। আর সেক্রেটারী ছিলেন তাঁহাদের লালসেনা বাহিনীর কমেণ্ডার শ্রীমঙ্গল দেববর্ম্মা। তাঁরা সেই সেলেমা কো-অপারেটিভের টাকা তছরুপ করে ধৃত হয়েছিলেন। কাজেই সরকার কো-অপারেটিভ স্থাপন করেছেন নিজেদের লোকদের জন্য, কংগ্রেসের লোকদের জন্য, এ কথা ঠিক নয়। ত্রিপুরার বহু জায়গায় কো-অপারেটিভ হয়েছে এবং সেখানে কংগ্রেসের লোকও আছে আবার কমিউনিষ্টদের লোকও আছে। কমিউনিষ্টরা কাদা ছিটায়, আর কংগ্রেসের গায়ে লাগে। আমরা শুনে সুখী হতাম যদি কমিউনিষ্টদের মধ্যে যারা কো-অপারেটিভ চালায়, তার মধ্যে একটিও ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তারপর উদ্বাস্তু কো-অপারেটীভ এর কথা বলেছেন। উদ্বাস্তু কো-অপারেটিভগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ সেখানে রিহেবিলিটেশন অফিসার, সুপারভাইজার ইন্সপেক্টর রয়েছেন তথাকার চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারী হয়ে। তা সত্বেও সেইগুলি নষ্ট হয় কেন? আমি আমার মহকুমায় দেখেছি কয়েকটা কো-অপারেটিভকে ৪০/৫০/৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অল্প অংশই বস্তুত টিকে আছে। অথচ সেই সব উদ্বাস্তু কো-অপারেটিভগুলিতে অফিসাররা উদ্বাস্তুদেরই এই টাকা নষ্ট হওয়ার জন্য দোষারোপ করেছেন। কিন্তু উদ্বাস্তুরা মূর্খ লোক তাদের দোষ আছে, তাদের অনেকের শিক্ষার অভাব রয়েছে। তারা কো-অপারেটিভের টাকা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে নাই, নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু পরিচালনায় যারা ছিলেন তারা অনেকে গেজেটেট্ অফিসার, সুপারভাইজার, ইন্সপেক্টার তারা শিক্ষিত ব্যক্তি। উদ্বাস্তুরা অনেকেই অল্প শিক্ষিত বা অৰ্দ্ধ শিক্ষিত। কিন্তু পরিচালনায় যারা ছিলেন এই অফিসারদের মধ্যে আমি দেখেছি অনেকেই গ্রেজুয়েট এবং তারা অনেক বৎসর চাকুরী করার পর এই পদ অলংকৃত করছেন। তাঁরাও এইসব কাজে কোন ভাল রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারেন নি। কমলপুরে সুপারভাইজার যিনি, তিনিই উদ্বাস্তু কো-অপারেটীভের সেক্রেটারী ছিলেন এবং তিনি ডিফালকেশন কেসে এরেষ্ট হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে কেস চলছে।

আইনের আওতায় সকলকেই পড়তে হবে। সে কংগ্রেসই হউক আর কমিউনিষ্টই হউক। দুই তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা এই কো-অপারেটিভের জন্য বহু টাকা খরচ করেছি কিন্তু অগ্রগতি অতি সামান্য। তাই এ বিষয়ে আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেসব কো-অপারেটিভ নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলি বাতিল করে দেওয়া হউক এবং যেগুলি চলতে পারে এবং চলার সম্ভাবনা আছে সেইগুলিকে পুনর্জীবিত করা হউক।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রী আতিকুল ইসলাম— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কো-অপারেটিভ সম্পর্কে বলতে গেলে আমি বলব আমাদের কো-অপারেটিভগুলিতে যতদূর সম্ভব গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোল হতে মুক্ত রাখা দরকার। এইসব কো-অপারেটিভগুলিতে ডেমোক্রেসি থাকা দরকার। এই কো-অপারেটিভ গুলির ম্যানেজার প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্ট থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়। ফলে তাকে গভর্ণমেণ্টের মুখের দিকে চেয়েই কাজ করতে হয়। তার যে এপয়েণ্টমেণ্ট অথরিটী রয়েছে সেইদিকে দেখেই তাকে কাজকর্ম করতে হয়। ফলে কো-অপারেটিভ এর কাজকর্ম ঠিক মত চলে না। এই ম্যানেজার এপয়েণ্ট করার কাজ প্রথমদিকে কো-অপারেটিভের উপর দেওয়া উচিত। আমাদের যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে সেই ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ প্রাইমারী সোসাইটিকে দেওয়া হয় সেই ঋণগুলি দেওয়া হয় একবৎসরের জন্য। এক বৎসর পরে সেই প্রাইমারী সোসাইটীগুলি এই ঋণের টাকা কালেকশন করে ঋণ ফেরৎ দিতে পারে না। ফলে তাদের এই ঋণ পরিশোধ করতে হয় তাদের সেই পেইড-আপ কেপিটেল হ'তে। তার ফলে তাদের যে পেইড-আপ কেপিটেল ফাণ্ড আছে তা একজষ্ট হয়ে যায়। তাই এই ঋণ যাতে দীর্ঘ মেয়াদী লোন হিসাবে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ এই এক বৎসরে ঋণ পরিশোধ করা থিয়রেটীকেলী সম্ভব হতে পারে, কিন্তু প্রেক্টিকেলী সম্ভব হয় না। এই একবৎসরের ঋণ দিয়ে প্রাইমারী সোসাইটি গুলি আর তা কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতে পারে না। ফলে এইগুলি টিকে থাকতে পারে না। তাই আমি দেখেছি অন্ততঃ ১৫০টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি সরকার থেকে লিকুইডেটেড করে দেওয়া হয়েছে। অনেক টাকা সেখানে নষ্ট হয়েছে।

কো-অপারেটিভ রি-এপয়েণ্টমেণ্ট সম্পর্কে আমি দুটি সাজেসান দিলাম। আমাদের যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সে ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডিরেক্টারস্-এর ইলেকশান হওয়ার কথা ছিল জানুয়ারী ১৯৬৪। যখন ইলেকশান হবে তখন চেয়ারম্যান ইলেকশানে উপস্থিত থাকতে হবে। এখন চেয়ারম্যান সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় ছিলেন সেটার চেয়ারম্যান। তিনি সেদিন এম. বি. বি. কলেজে স্পোর্টস্ দেখছিলেন। ফলে ইলেকশান সেদিন হলনা। এখন নিয়ম হচ্ছে প্রতিবছর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর নির্বাচন হতে হবে নতুবা তারা **primary society** কে **loan** দিতে পারবে না। এবার এখন পর্য্যন্ত নির্বাচন হয়নি। **Primary Society**গুলি টাকার জন্য আসছে কিন্তু টাকা পাচ্ছে না। এই একটা সাংঘাতিক অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। আমি একটা কথা জানতে চাই যে যদি কোন অফিসারের বিরুদ্ধে কোন তহবিল তছরূপের অভিযোগ থাকে তবে তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা চলে কিনা? তিনি হলেন প্রবোধ কর, সেক্রেটারী, যোগেন্দ্রনগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির। তিনি এক্স-অফিসিও সুপারভাইজার। তার বিরুদ্ধে দুইলক্ষ টাকার তহবিল তছরূপের অভিযোগ চলল। চীফ সেক্রেটারী রমণ এটার তদন্ত করলেন এবং তাকে ট্রেন্সফার করা হল ধর্মনগরে। সে লিভ নিল এবং পদত্যাগ করল। তার

পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হল -- এটা কি করে সম্ভব? যদি পাবলিক money তছরূপের পরেও আমরা তাদের কাছ থেকে টাকা না নিই এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা আশ্চর্য্যের বিষয়।

ত্রিপুরার ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি বলে একটা সোসাইটি আছে, এই সোসাইটি সরকার থেকে যথারীতি লোনও নেয়। এটার চেয়ারম্যান আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত। কিন্তু এই **transport co-operative** আজ পর্য্যন্ত **transport** এর কিছুই করেনি এবং আরও চমৎকার কথা এই যে আজ পর্য্যন্ত এর কোন অডিট হয়নি। আমি শুনেছি এই co-operative এর টাকা নাকি অন্য ভাবে খরচ করা হচ্ছে। মন্ত্রী চেয়ারম্যান বলেই কি এত দুষ্কর্ম এত নির্বিবাদে চলেছে। এই একটা অবস্থাকে চলতে দেওয়া যায় না। সেন্ট্রাল মার্কেটিং সোসাইটি যার নাম আমরা পালটে করেছি "এপেক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি" নামটা কেন করা হয়েছে জানিনা। তার ডিউটি হচ্ছে পাট কেনা এবং প্রাইমারী সোসাইটি মারফত পাট কিনবে এই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু আমি জানি প্রাইমারী সোসাইটি মারফত পাট কিনা হয় না। এপেক্স co-operative নিজে যে নিম্ন দরে পাট কিনার কথা, তারা তার চেয়েও কম দরে পাট কিনেন। কিন্তু সরকার থেকে উচ্চ দরই আদায় করে। Apex এর যিনি Administrator তার personal assests এর একটা হিসাব নিন। এনকোয়ারী করলে দেখবেন যে এডমিনিষ্ট্রেটর হওয়ার পর তিনি ফলে কি হয়েছেন এবং আগে তিনি কি ছিলেন। তার নাম জয় শংকর ভট্টাচার্য্য। হি ওয়াজ এ ইনস্পেক্টার অব দি কো-অপারেটিভ, নাউ হি ইজ ফাংশানিং এজ দি এডমিনিষ্ট্রেটর অব এপেক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী। সে কো-অপারেটীভ ফাংশান করে কি করে না আমরা কিছু বলতে পারব না। আমাদের পারপাস হচ্ছে ডেমোক্রেসিকে গ্রামে নেওয়া কিন্তু গ্রামে যাচ্ছে বুরোক্রেসী। কাজেই এদিকে আমাদের এটেনশান থাকা উচিত। যদি সেদিকে আমাদের এটেনশান না থাকে তাহলে এটাকে আমরা কিছুতেই বন্ধ করতে পারব না। এইটুকু বলেই আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Krishnadas Bhattacherjee.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কো-অপারেশন সম্পর্কিত যে বাজেটটি এখানে পেশ করা হয়েছে, এটাকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় সদস্যগণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি সম্বন্ধে একটা ফাণ্ডামেণ্টাল মিষ্টেক করেছেন, সেটা হচ্ছে কো-অপারেটিভ সোসাইটী সাকসেস অর ফেইলুর এর জন্য তারা সরকারকেই দায়ী করছেন। কো-অপারেটিভ সোসাইটি একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান এই ভাবে তারা সরকারকে দায়ী করেছেন। রেজিষ্ট্রার অব জয়েণ্ট ষ্টক কেম্পানীর এরা যেমন করে - তারা ১শো জন লোক বা হাজার জন লোক একত্রিত হয়ে সেই কোম্পানীগুলি ফরম করে এবং কোম্পানী গুলি সাকসেস এবং ফেল্যুর এর জন্য কোম্পানী যারা চালায় তারাই দায়ী হবেন সরকার দায়ী হবে না। রেজিষ্টারী কর্তৃপক্ষ কিন্তু তার সরাসরি দায়িত্ব নেন; তার ভিতর কোন সরকারী কমিটি নাই। ঠিক সেই রকমই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলোর সাকসেস বা ফেল্যুরের দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের নয়। তবে দেশের হাতে জনগণের হাতে, দেশের জনগণের স্বার্থের জন্য প্রথম অবস্থাতে যে সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন—অর্থদ্বারা এবং টেকনিকেল এডভাইস দ্বারা যে টুকু সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন, এটা দিচ্ছেন সরকার দয়া করে। কারণ কো-অপারেটীভ আমাদের এখানে গড়ে ওঠেনি, সেজন্য সরকার সাহায্য দিচ্ছেন। বহুদিন আগে আমরা একটা শুনেছিলাম যে বৃটীশ আমলে একজন সাহেব এসেছিল কাছাড়ে এবং বললেন যে কো-অপারেটীভ সোসাইটি করুন কাছাড়ের লোকদের এই কথা বললেন। তিনি ছিলেন শিলচরে। তিনি খুব চেষ্টা করলেন এ ব্যাপারে। কিন্তু কতদিন পরে তিনি বললেন যে এখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি করার

দরকার নেই। কারণ এখানে লোকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেনি। কাজেই আমাদের কো-অপারেটিভ এর মনোবৃত্তি নেই। আমি আগে বলেছিলাম যে ইণ্ডাষ্ট্রি রাতারাতি গড়ে উঠতে পারেনা। আর জোর করে তা করা যায় না। তা হলে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে উঠতে না পারার কারণের সঙ্গে এটার একটা পার্থক্য আছে। এই জিনিষটার নামই দেওয়া হয়েছিল কো-অপারেশন বা সহযোগিতা। আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা যদি না থাকে তাহলে এই সমবায় সমিতিগুলি কৃতকার্য্য হবে এটা আমরা কোন দিনই আশা করতে পারি না। এর মত একটা দৃষ্টান্ত কোথায় মিলে না। আমরা পারস্পরিক সহায়তা ছাড়া চলতে পারি না। বাইরের লোকের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা তো দুরের কথা আমাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তাদের সঙ্গে যে মিলে মিশে চলার একটা প্রবৃত্তি সেটাও পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মনোবৃত্তি কি সমবায়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না সমবায়ের প্রতিকূলে ধাবিত হচ্ছে সেটা আমাদের বিচার করা প্রয়োজন। দেখা যাবে আমাদের যে মনোবৃত্তি তা সমবায়ের অনুকূলে নয়। সে জন্য আমাদের মনোবৃত্তিটা গড়ে তোলার দরকার প্রথমে। কো-অপারেটিভ সোসাইটি করতে গিয়ে বহু লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং ত্রিপুরাতে আমাদের কো-অপারেটিভ মনোবৃত্তি নাই। তারপর গভর্ণমেণ্টেরও এতে কনট্রোল থাকা উচিত। ঠিক সেই ভাবেই কো-অপারেটিভ তাদের সদস্যদের মনোনীত লোক দ্বারা চালানো উচিত। গভর্ণমেণ্টের কনট্রোল আছে বলেই কো-অপারেটিভগুলি ফেইল পড়ছে না। এমন অনেক কো-অপারেটিভ আছে যে নষ্ট হয়ে গেছে। এমন ভাবে policy form করা হয় সে policyর জন্য অনেক টাকা loss হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের control থাকার দরুণই ফেইল করার প্রশ্ন উঠছে। আমাদের success হওয়ার মত মনোবৃত্তি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। একটা কো-অপারেটিভ খুললেই loan পাওয়া যাবে এই মনোবৃত্তি নিয়ে যদি আমরা কো-অপারেটিভ খুলি তাহলে আমাদের কো-অপারেটিভ কোন দিনই successful হবে না।

সেই মনোবৃত্তি কি করে আসবে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন এবং সেটা বিচার করা দরকার। সেটা Local condition এর উপর নির্ভর করে। Local মানুষের মনোবৃত্তি কেমন তার উপর নির্ভর করে সেটা। একদিনে সেটা হবে না। মানুষকে educated করলে পরে সে মনোবৃত্তি কিছুটা আসতে পারে। আজকে যখন দেখব জিনিষ পত্রের প্রচুর আমাদের দরকার, বড় কাজে তখনই আমাদের প্রেরণা আসতে পারে এবং আমরা Co-operative করি তাহলে জিনিষপত্র সস্তায় পাব কাজেই দেখে ঠেকে আমরা শিখি মানুষের চেতনা এবং কাজে stability তখনই আসে। আমেরিকাতে এক সময় একসঙ্গে সহস্র সহস্র ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছিল এবং আস্তে আস্তে সেগুলি বেশ কিছুদিন চলল এবং পরে প্রায় সবগুলিই নষ্ট হয়ে গেল। এগুলি বুদবুদের মতই গড়ে উঠেছিল পরে আবার বুদবুদের মতই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশী ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে। এই গড়া ভাঙ্গার ভিতর দিয়েই তারা আজ stable condition এ এসে গেছে। তেমন বড় বড় Industry Commercial institution যে সমস্ত গড়ে উঠেছে সেগুলিও এক chanceএ গড়ে উঠেনি। সব দেশেই এ সমস্ত আস্তে আস্তে করে গড়ে উঠেছে। অনেক নষ্ট হয়েছে আবার গড়া হয়েছে। এভাবে যখন stable conditionএ পৌছেছে তখনই এগুলি stand করে গেছে। তেমনি আমাদের ত্রিপুরাতেও অন্যান্য দেশের মতই অবস্থা। জিনিষটা এবং Policy টা আমরা তেমন বুঝি না, এবং আমরা দেখে ঠেকে যখন শিখব তখন আস্তে আস্তে আমরা stability র দিকে এগিয়ে যাব। সুতরাং সেদিক থেকে Co-operative এর একটা movement চলেছে। তার অর্থই হল যে একটা movement র ভিতর দিয়ে এটাকে দাঁড় করান। তার মধ্য দিয়ে

অনেকে মার খাবে। কাজেই সমবায় মনোবৃত্তিটা যাতে গড়ে উঠে তার চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে লোকের যে প্রতিকূল মনোবৃত্তি খাড়ছে, কার্য্যে যাতে এটা প্রশ্রয় না পায় সেদিক থেকে সরকারকে সচেতন হওয়া দরকার। বলা হয়েছে Co-operativeএর হিসাব নিকাশের কথা। সেটার হিসাব নিকাশ এখানে পেশ করা উচিত। কিন্তু আমি এটা ঠিক বলে মনে করিনা। ত্রিপুরাতে প্রথম যেসমস্ত Co-operative গড়ে উঠেছিল সেগুলি দেখবার মত staff ছিল না। Co-operativeএর একটা Audit Deptt. আছে; সে Deptt. থেকে audit করা হয়। এই Co-operativeএর Audit Deptt. properly manned হয়েছে মাত্র কয়েক বৎসর হল। বৃটিশ আমলে যেগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলির কোন Auditor ছিল না। সে দিকে দেখা যায় বহুদিন ধরে প্রায় ৫।৬ বছর ধরে pending কাজ পড়ে আছে। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে যে যতদিন যাচ্ছে ততই কাজে অসুবিধা বেড়ে যাচ্ছে। আজকে Registrar কড়াকড়ি আইন করে দিয়েছেন যে December থেকে ৩০শে Januaryর মধ্যে সমস্ত audit করতে হবে এবং হিসাব নিকাশ submit করতে হবে কিন্তু কার্য্যে তা অগ্রসর হচ্ছে না। Co-operativeগুলির ২।৪ বছরের পূর্ব্বের কাজ জমে গেছে। সেগুলি সুষ্ঠুভাবে scrutiny করার পর যখন কোন চুরির case ধরা পড়ল তখন দেখা গেল চোর পালিয়ে গেছে। এইসব ক্ষেত্রে regular inspection হলে পরে এই সমস্ত difficulty হতে পারে না। Inspection, audit ইত্যাদি ব্যাপারে কড়াকড়ি করা দরকার। যদি এই সমস্ত caseগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধরা যায় এবং Remit করা যায় তাহলে Co-o perative failure হবে না। তাদের ভয় থাকবে যে audit আসছে ২।১ মাস পর। এই একটা check দেওয়া যায়। বর্ত্তমান Co-operativeগুলি রক্ষা করতে হলে regular inspectionএর প্রয়োজন। আরেকটা suggestion দিয়েছেন মাননীয় আতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে ১ বছরের জন্য যে loan দেওয়া হয় সেটা ঠিক নয়। তার ফলে loan আদায় হয়না ইত্যাদি। দীর্ঘমেয়াদী লোন Agriculturistদের দেওয়ার সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী। কারণ তাদের লোন দেওয়া হয় দাদনের মত। দাদন পেয়ে তারা loser হয় কারণ interest বসে যায়। Co-operative মারফত দাদনের মত তাহাদের loan দেওয়া হচ্ছে, Cropsএর উপর আমরা তাদের loan দিলাম অর্থাৎ তাদের crops পাকতে ২ বৎসর লাগেনা। কাজেই আমরা দীর্ঘমেয়াদী loan দিলে টাকাটা আরও মার খাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

তবে যদি কোন development প্লেন হয় তাহলে সেটা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে কিংবা কোন বৎসর যদি ফেইলিউর অফ ক্রপস হয় তাহলে তাকে সেটা ২ বছরের জন্ত মেয়াদে করা যেতে পারে এবং এটা এক্সেপশানেল কেস। কাজেই এটা জেনারেল রুলে পড়েনা। কাজেই এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদি লোন দেওয়া কোন মতেই উচিত নয় unless and until it is a loan for development purpose. এই একটা জিনিষ। আরেকটা অভিযোগ আছে যে তহবিল তছরুপ করেছেন কোন এক ভদ্রলোক রিলিফ সুপারভাইজার ওনার রেজিগনেশান এক্সেপ্ট হয়েছে এক্স এ রিলিফ সুপারভাইজার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটি। এখানে আমি একটু লিগ্যাল সাইড থেকে বলব যে কো-অপারেটিভ সোসাইটির সেক্রেটারী বা মেম্বার রিলিফ সুপারভাইজার হতে পারেন। কারণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি হচ্ছে একটা separate entity এটার সংগে গভর্ণমেন্ট পোষ্টের সংগে কোন সংযোগ আছে বলে আমি মনে করিনা। তাকে যে সেক্রেটারীর পোষ্ট কো-অপারেটিভ থেকে দেওয়া হয়েছে সেটা গভর্ণমেন্ট থেকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং তার রেজিগনেশান-এর সম্বন্ধে কো-অপারেটিভ সোসাইটি কি করবেন না করবেন সেটা ডিফারেন্ট থিংগ। তারা সেটা এক্সেপট করতেও পারেন নাও করতে পারেন বা স্থগিত রাখতে পারেন।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পয়েণ্ট অফ অর্ডার। যার নাম এখানে উত্থাপন করেছেন তিনি একজন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। সুতরাং যতটুকু আমার মনে হয়, যেহেতু তিনি সুপারভাইজার অফ এ রিলিফ কলোনী ছিলেন তিনি সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। নাম প্রকাশ না করলে হয়ত অন্যরকম দাঁড়াত। যেহেতু নাম প্রকাশ করা হয়েছে এবং তিনি সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন সেহেতু এটা সরকারী পোষ্ট নয় এসম্পর্কে রুলিং থাকা দরকার।

Mr. Speaker :—The gentleman was—I think, elected as a Secretary of the Society. But simply because he held the particular Govt post which was something like an ex-officio but the procedure was that the Govt. did not appoint him. He was appointed or elected by the Society itself So I think my ruling should be that the post was practically a post of an ex-officio. No doubt, he was not appointed by the Govt It may be the intention of the Relief Department that the Supervisor or the Relief Officer should be the secretary of the organisation, Practically we see it in almost all the Relief Co-operative Societies. But what was the thing is that, he was quite right in saying this. But it was not a Govt. appointment. But he was elected by the Society.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটাই রুলিং দিয়েছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। অর্থাৎ কো-অপারেটীভ সোসাইটী হল একটা সেপারেট entity and he was appointed by the Co-operative Society সুতরাং গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী সেটার সেক্রেটারী হওয়ার কোন বাধা আছে বলে আমার মনে হয়না এবং কো-অপারেটীভ-এর টাকা তছরুপ হওয়ার সংগে গভর্ণমেণ্টটের কোন যোগাযোগ নাই। অন্যান্য ক্ষেত্রে টাকা তছরুপের ব্যাপারে কো-অপারেটীভ যে একশান নিয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তাই নেওয়া হয়েছে। এটাই আমার ধারণা। আরেকটী কথা বলা হয়েছে ট্রেন্সপোর্ট কো-অপারেটীভ সোসাইটী সম্পর্কে। এটার নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ এটার চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুখময় সেন গুপ্ত। তবে মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব্বে তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। এটা এখন ইন একটীভ অবস্থায় আছে এবং অন্যান্য কো-অপারেটীভ সোসাইটী-গুলি যে কারণে ইন একটীভ হয়ে আছে সেটাও এই কারণেই ইন একটিভ হয়ে আছে। তার জন্য বিশেষ করে এটার নাম উল্লেখ করা ঠিক নয়। আমার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে কেন না ত্রিপুরায় একটা consumers' কো-অপারেটীভ খোলা হয় এবং আমাকে ধরে নিয়ে সেটার মধ্যে চেয়ারম্যান করা হল। আরও অভিজ্ঞ লোক ছিল সেখানে, কিন্তু আমাকেই চেয়ারম্যান করা হল। কিছুদিন পর দেখা গেল যে আমাদের যে মনোবৃত্তি তাতে আমার পক্ষে কো-অপারেটীভ সোসাইটী কনট্রোল করা সম্ভব হলনা। বাধ্য হয়ে আমি সেটা ছেড়ে এলাম। পরে এটা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এমনও কারণ থাকতে পারে যার জন্য শ্রীসেন গুপ্ত কিছু করতে পারছেনা। এক জনের দ্বারা কো-অপারেটীভ সোসাইটী চলতে পারে না। প্রত্যেক মেম্বার-এর কো-অপারেশান থাকা দরকার। পরস্পরের সহযোগিতা থাকা দরকার এটা না থাকলে ঠিকমত সে সোসাইটীর কার্য্য চালান একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। ট্রেন্সপোর্ট কো-অপারেটীভ সোসাইটী সম্ভবতঃ এই কারণেই ইনএকটীভ অবস্থায় আছে। তার জন্য পার্টিকুলারলি চেয়ারম্যান বা কোন মেম্বার দায়ী নন।

Mr. Speaker:— I would now call on the Hon'ble Minister to give his reply.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের এই ত্রিপুরাতে বোম্বে কো-অপারেটিভ সোসাইটি এক্ট এক্সটেণ্ডেড করা হয়েছে। ত্রিপুরায় বিগত ১০ বৎসর যাবত এই ব্যাপারে আন্দোলন চলে আসছে। তবে এই সমবায় সমিতি করা হয়েছে তার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য হল আমাদের সমাজের মধ্যে যে অর্থ নৈতিক বৈষম্য রয়েছে এই বৈষম্য দূর করা। আমাদের মধ্যে যে দারিদ্রতা রয়েছে তা যাতে দূর হতে পারে তার জন্য এই প্রচেষ্টা। এটার সাথে সাথে যে সমস্ত সমবায় সমিতি ফেল করেছে তার চালনার মধ্যে রয়েছে ত্রুটী এবং অসাধুতা। মোট কথা হল, আমরা সমবায়ে বিশ্বাসী নই। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন না ঘটবে ততদিন পর্য্যন্ত আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে বলে আমরা হতাশ হব না। ফেলিয়োরস আর দি পিলারস অব সাক্সেস্। তাই এই কয়টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি ব্যর্থ হয়েছে বলে এই প্রচেষ্টায় বিরত হওয়া উচিত হবে না। ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে পারলেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারব। যে সব কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলি ফেল পড়েছে তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই বলে বলা হয়েছে। কিন্তু আমার যতটা খবর আছে তাতে দেখতে পাই ৪১টি কো-অপারেটিভ সোসাইটির বিরুদ্ধে এম্বেসেলমেণ্ট কেস আছে এবং সমিতির সেক্রেটারী প্রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত ইহাতে জড়িত। কাজেই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি পরিচালনার ত্রুটীর জন্য এবং অসাধুতার জন্যই এইগুলি নষ্ট হয়েছে। তবে এইগুলিকে পুনর্জিবিত করার একটা চেষ্টা করতে হবে। তবে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যারা এই সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়েছেন তাদের বলছি যে এই ব্যর্থতার জন্য আমরা সেই আন্দোলন থেকে বিরত থাকব না। আমরা সেই ভুল, ত্রুটী, গলদ যেগুলি রয়েছে সেইগুলি দূর করার চেষ্টা করব। মাননীয় সদস্যদের নিকট আবেদন রাখব যেন সমস্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলিতে এডুকেটিভ প্রপাগাণ্ডা করেন, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য। যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে যে এই অকৃতকার্য্যতার জন্য নৈরাশ্য পোষণ করা উচিত নয় বরং চেষ্টা করে এগুলি দূর করা উচিত। অতএব কো-অপারেশনের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা সমর্থন করে সমবায় আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য সমবেত প্রচেষ্টায় লেগে যান।

Mr. Speaker :—The discussion on the Demand for Grant No. 19 — Co-operation is closed. I would now put the motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs 5,27,200/ , [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 19—Co-operation.

AS MANY AS ARE OF THAT OPINION WILL PLEASE SAY 'AYES'

Voices—'Ayes'

Mr. Speaker :—AS MANY AS OF CONTRARY OPINION WILL PLEASE SAY—'NOES'

No Voice.

Mr. Speaker :—'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The House stands adjourned till 11 A. M. to-morrow, the 8th April, 1964.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE UNION TERRITORIES ACT.

8TH APRIL, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Wednesday, the 8th April, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, Two Deputy Ministers Deputy Speaker and fourteen Members.

Mr. Speaker :—I suppose the Hon'ble Members have got the list of Business for to-day. First item in the list of business is Oath or Affirmation. Any member who has not made an Oath may kindly do so. There is no such member.

Next Item is question--To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned.

STARRED QUESTIONS

No. 14—asked by Shri Sunil Ch. Dutta, M. L A.

No. 15—asked by Shri Sunil Ch. Dutta, M. L. A.

No. 20—asked by Shri Atiqul Islam, M. L. A.

No. 3—asked by Shri Bulu Kuki, M. L. A,

No. 1—asked by Shri Bulu Kuki, M. L. A.

No 11—asked by Shri Monchor Ali, M. L. A.

There is also an Unstarred question No. 16—asked by Shri Sunil Ch. Dutta, Member. to be answered to-day. The Hon'ble Minister may please lay the answer on the Table.

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Ch. Dutta to please call out his number.

Shri Sunil Dutta :—No. 14 Sir.

Shri M. L. Bhowmick :—Starred question No. 14, Regarding Provision & surrender of Funds for construction & maintenance of A. A. Road & other Inter Sub-divisional connecting Roads.

QUESTION :	REPLY :
The total amount of money that has been allotted for construction & maintenance of Assam—Agartala Road and other Inter-Sub-divisional connecting Roads ; and the amount that has been spent within the current financial year and the amount which has been surrendered.	Stated below.

Category of Roads	ORIGINAL WORKS			MAINTENANCE		
	Amount allotted	Amount likely to be spent	Surrender (—)	Amount allotted	Amount likely to be spent	Surrender
Assam-Agartala Road	24,72,500/-	20,63,000/-	(-) 4,09,500/-	9,89,000/-	11,01,600/	No surrender.
Inter-Sub-divisional connecting Road.	47,65,900/-	40,11,400/-	(-) 7,54,500/-	8,47,400/-	9,17,600/-	No surrender.

Shri Sunil Ch. Dutta :—I have got supplementary questions.

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister, your answers are over.

Shri M. L. Bhomick :—Yes, my answers are over.

Shri Sunil Ch. Dutta :—এই দুইটা Itemএ দেখা যায় যে কয়েক লক্ষ টাকা surrender করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি কেন এই টাকা surrender করা হ'ল ? বেশ কয়েক লক্ষ টাকা surrender দেখা যায়। আপনি এখানে বলেছেন, একটাতে ২৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা আর অন্যটিতে ৪৭ লক্ষ থাকার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই surrenderএর কারণটি কি ?

Shri. M. L. Bhowmick :—আচ্ছা, I am giving you the reply for surrender. First যেখানে surrender করা হয়েছে ৪,০৯,৫০০ টাকা against Assam—Agartala Road for non-availability of Land required for widening the Road, from mile 0 to mile 16 সে জায়গায় কারণ হচ্ছে non-completion of land acquisition proceedings although initiated

by the P, W. D. Deptt. well in advance. This is my reply against surrender. Then also far late receipt of sanction to the estimate for improvement of A A Road, although estimate for the same was sent to the competent authority quite long back. As a matter of fact the sanction to the estimate was received by the Govt. only an 9. 12. 63

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথায় মনে হয় একমাত্র সদর ডিভিসনে 0 mile হতে 16 মাইল পর্য্যন্ত কেবল সদর ডিভিসনেই টাকা খরচ করা হয় নাই না অন্য ডিভিসনেও এরূপ হয়েছে কি ? অন্য ডিভিসনেও টাকা surrender করা হয়েছে কিনা ? না শুধু মাত্র একটি ডিভিসনেই টাকা surrender করা হল।

Shri M. L. Bhowmick—No, only on this road from 0 to 16 miles.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত তাহলে আমি কি একথাই বুঝব যে ৭ আর ৪ এই ১১ লক্ষ টাকা একটি ডিভিসন unspent রেখেছে। এই Estimate sanction দেরী হওয়ার জন্য কে দায়ী মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি ?

Shri M. L. Bhowmick—The estimate for the sanction was sent well in advance, but the delay was made—I do not know who is responsible for it. This delay was made in sanctioning the estimate by the Ministry of Communication and Transport.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—আমাদের P.W. Department এর কয়েকটা division আছে। আমাদের সেই division গুলির re-organisationএর কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না ?

Shri M. L. Bhowmick—This question is under consideration of the Government.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—এমন কোন প্রস্তাব আছে কি যে আমাদের P.W D. বিভাগকে Road, Building এবং Bridge divisionএ বিভাগ করার জন্য অর্থাৎ separate division create করার জন্য কোনও proposal সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmick—At present there is no such proposal

Mr. Speaker—Then I would call on Shri Sunil Chandra Dutta again for his second question,

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—Question No. 15.

Shri M. L. Bhowmick :—

Regd :—Budget provision for Minor and Major Irrigation and the amount expected to be spent during the current financial year.

QUESTION :—

The amount of project-wise amount of budget provision for Minor & Major Irrigation for the current financial year and the amount of money actually spent ?

REPLY :—

There is no Major Irrigation project in this State. Some Minor Irrigation projects have been undertaken during the year ; projectwise budget provision and amount expected to be spent are as below :—

Project/ Scheme	Budget provision	Amount expected to be spent.
1	2	3
Divesion Scheme	1,89,100/-	2,70,800/-
Lift Schemes	2,09,600/-	6,800/-
Tubcwells	54,500/-	38,800/-
Tank	500/-	—
Reclamation Scheme	1,20,800/-	61,200/-
	5,74,500/-	3,77,600/-

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তরে দেখা যায় যে, ২,০৯,০০০৲ টাকার মধ্যে আমরা ৬,০০০ টাকা খরচ করতে পারব। এই খরচ না করতে পারার জন্য কারা দায়ী ?

Shri M. L. Bhowick —Regarding Lift irrigation Scheme Govt. consider it to be un-economical one. As implementation of such uneconomical scheme will not only be unwise but will not be much helpful to the people for whom it is made. So, the amount of money spent under this head is no doubt small because Govt. is thinking that this is not useful for the poor people for whom the scheme is made.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— তাহলে কি এই কথাই বুঝব যে এই Scheme এর রচনাতেই ভুল হয়েছে। আমি যতদূর জানি যে আমাদের একটা irrigation এর Engineering division আছে। আমাদের এই সব officer রা করেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—Where, where is that Scheme, in your sub-division ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— That is anywhere in Tripura The scheme was meant for Tripura, for the upliftment of the people of Tripura. Why such scheme is made Why—

Sri M.L. Bhowmik :—I am giving you the reply that the Govt. is thinking that the Scheme is not economical ; so Govt. may revise the scheme and whether the scheme should be adopted at all is under consideration.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কে এর জন্য দায়ী ? Who is responsible for such scheme which cannot be implemented in Tripura ?

Sri M.L. Bhowmik :— This reply cannot be given off hand

Mr. Speaker :— Minister wants notice ?

Sri S. L. Bhowmik : – Yes, I want a notice.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে তদন্তের আশ্বাস দিতে পারেন কি ? যদি কেউ দোষী থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

Sri M. L. Bhowmik :— Yes, I may assure the House that enquiry may be held as to who are responsible for not successfully undertaking the Scheme.

Mr. Speaker :— Now I call on Sri Atiqul Islam.

Sri Atiqul Islam :—No 20

Sri M. L. Bhowmik :—Question No. 20 regarding goldsmiths who have been unemployed due to Gold Control Order in Tripura.

QUESTION	ANSWER
(a) Total number of goldsmiths who had to close their shops or get unemployed as a result of promulgation of the gold control order in Tripura.	(a) 802
(b) What is the scheme for their rehabilitation and employment ?	(b) Schemes for the following are under preparation :— 1) grant of educational assistance to their children; 2) providing technical training facilities to their children as well as themselves if they wish to give up the profession of goldsmithss; 3) grant of land and loans for settlement in agriculture and loans for other productive purposes ; 4) settlement in industry.
(c) The number of such families who applied for financial assistance.	(c) 54
(d) The number of families who received such assistance.	(d) 2
(e) The total amount of money spent for the distressed goldsmiths.	(e) Rs. 10,000/-
(f) Whether any unemployed distressed goldsmith died due to starvation.	(f) No.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— No Supplementary.

Mr. Speaker :— Then I would call on Sri Bulu Kuki to call out the number of his question.

Sri Bulu Kuki :— Question No 3

Sri M L. Bhowmick :— Regarding question No. 3 information are being collected.

Bulu Kuki :— Question No. 1.

Sri M. L. Bhowmick :- Started question No. 1 regarding agricultural loan to the peasant of Amarpur Sub-division.

QUESTION	ANSWER
(a) Whether the Govt. has given any agricultural loan to the peasants of Amarpur Sub-division during the period after the cyclone and flood devastation of October, 1963.	(a) Yes.
(b) If so, what amount of loan has been given and to how many peasants and of which areas under Amarpur Sub division.	(b) Rs. 8,140/- to 61 peasants of Birganj and Amarpur areas under Amarpur Sub-division.
(c) Whether the Govt contemplates to give agricultural loan to all the petitioners who were affected by cyclone and flood in Amarpur Sub-division.	(c) No.

Sri Bulu Kuki :— No Supplementary.

Mr. Speaker :— There is another question given notice of by Sri Monchor Ali M. L A. but, I find he is absent.

Sri Sunil Ch. Dutta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীমোনছুর আলী আজ অনুপস্থিত তার পক্ষে আমাকে এই প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ দেওয়া হউক।

Mr. Speaker— Yes, the Hon'ble Member may.

Shri Sunil Ch. Dutta— Starred question No. 11.

Shri M. L. Bhowmik— Starred question No. 11 regardiug acquisition of land in Sonamura Sub-division for rehabilitation of refugees and for construction of roads and buildings by the P. W. D.

QUESTION	ANSWER
(a) How much quantity of land of how many people have been acquired for rehabilitation of refugees and for construction of roads and buildings etc. by the P. W. D. in Sonamura Sub-division during the period from the year 1950 to 1963.	(a) 1, 801, 78 acres of land belonging to 2, 045 persons have been acquired.
(b) whether owners of those lands have been given. full compensation money, if so, what is the total amount given	(b) No

Shri Sunil Ch. Dutta— The amount aotually paid to the owner.

Shri M. L. Bhowmik— No, no amount was paid to the owners.

Shri Sunil Ch. Dutta :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি যে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্য্যন্ত জমি খাস করে কাউকে ক্ষতি পূরণ দিলাম না, একথা কি আমার বুঝতে হবে।

Sri M. L. Bhowmik :— হ্যাঁ, এই বলছি, এই আমার Reply.

Shri Sunil Ch Dutta :— আমরা ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্যান্ত Sonamura Sub-Division ও অন্যান্য টাউনে জমি খাস করলাম, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য—কিন্তু আমরা কাউকে এক পয়সাও দেই নি— কেন দেওয়া হয় নি ?

Shri M. L. Bhowmick : — You want to know the reason for non-payment of compensation money. First of all for non-receipt of nationality verification report.

2) Non-appearance of the heirs of the deceased awardees.

3) Non-receipt of the succession certificate from the heirs of the deceased awardees.

4) Compensation being claimed by the parties other than the awardees.

5) In case of joint award one or more persons are Pak-Nationals. The awardees who are Indian Nationals could not produce any documentary evidence in respect of their respective shares in the awarded amount.

6) Non-submission of guardianship certificate in case of minor awardees.

7) Non-appearance of awardees having not satisfied with the rate of compensation awarded.

8) In some road cases payment of compensation was totally held up for the change of the alignment after acquisition of land. Necessary enquiry has been made in all such cases and steps are being taken to release the un-utilised land from acquisition.

Shri Sunil Ch. Dutta :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের উত্তর হতে আমাকে এই বুঝতে হবে যে Sonamura Sub-Division এ যারা বাস করেন তারা পাকিস্তানী, ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক এবং তাদের সকলকেই Nationality Certificate produce করতে হবে।

Shri M. L. Bhowmick :— Yes, in receiving the payment of compensation money every one is to produce Nationality Certificate ?

Shri S. Dutta :— তের বৎসরের মধ্যে আমরা কাউকে একটি পয়সা ক্ষতি পূরণ দিতে পারিনি অথচ অনেকের ধানের জমি মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জবাব খুব Convincing বলে মনে হচ্ছেনা।

Shri M. L. Bhowmick :— What can be done if the party can not produce Nationality Certificate.

Mr. Speaker :— No, No, no discussion please. Whatever a member has to know, he may put it in question form.

Shri S. Dutta :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন আমরা ১৮০০০ একর জমি খাস করেছি কিন্তু একটি পয়সাও ক্ষতি পূরণ দিতে পারিনি এর জন্য কোন কর্ম্মচারী কি দায়ী ?

Shri M. L Bhowmick :—No one is responsible for non-payment of compensation money.

Shri Atiqul Islam :— যাদের জমি খাস করা হয়েছে তারা কি সব পাকিস্তানী ?

Shri M. L. Bhowmick :— No they are all Indian Nationals. Even Indian Nationals are asked to produce Nationality Certificate in case of payment of compensation money.

Shri Atiqul Islam :— যাদের জমি খাস করা হয়েছে তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যে তারা একেবারে ভূমিহীন হয়েছেন ?

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Member to ask question in this form "মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি" ? "Will the Hon'ble Minister say" ?

Shri Atiqul Islam :— আমি কি আবার বলব ?

Mr. Speaker :— No need.

Shri M. L. Bhowmick :—Not a single man has been made landless.

Mr. Dy Speaker :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় Compensationএর টাকা কি তা হলে Surrender or deposited in the court করা হল ?

Shri M. L. Bhowmick :— Two or three persons are claiming the award. The question will be decided by the Court who is the owner of the land. This question of title is to be decided by the Court. So some money may be deposited in the Court.

Shri Karunamoy Nath Choudhury :—May I know from the Hon'ble Minister, if the money has been invested in a profitable fund for the benefit of the people from whom the land has been acquired.

Shri M. L Bhowmick :—As far as I know there is no such case.

Mr. Speaker :—I shall now call on Shri M. L. Bhowmick to lay on the table the reply to the unstarred question No. 16. (The Minister laid on the table the following reply :

Unstarred Question No. 16-by Shri Sunil Chandra Dutta, M.L A.

QUESTION :	REPLY :
Whether there is any amount outstanding due to the Contractor's bills upto 31st March 1963 ?	Yes.
If so, what is the amount against each item of works and what are the reasons for such delay,	Statement over leaf,

STATEMENT OF UNSTARRED QUESTION NO. 16.

Statement of the bills for works completed upto 31.3.63 but final payment not yet made.

Nature of Works 1	Nos. of Bills 2	Amount 3	Reason for delay in finalisation 4
Building Works	6 Nos.	11,146/-	Due to sudden death of the Contractor the payment is held up for want of succession certificate.
-do-	2 Nos.	4,120 -	Works were not done according to specification as a result cement mortar was sent to Alipur Test House. The test result has been received recently & the rate required to be reduced, for which action has been initiated. The amount is likely to be reduced.
-do-	4 Nos.	26,008/-	There was dispute regarding mortar used in work which was sent to Alipur Test House for testing. The result has recently been received & the bills are being finalised.
S. P. T. Bridge Works	1 No.	3.319/-	There is a dispute regarding quality of timber used which has been referred to D. F. O., Kailashahar for verification. The amount will vary depending on result of verification.
Building Works Carpet Works on Roads	3 Nos. 1 No.	1,316/- 1,191/-	Bills passed finally but payment is not received by the Contractors.

1	2	3	4
Building Works S. P. T. Bridge Works	6 Nos. 1 No.	20,709/- 463/-	These are very old cases involving execution additional/ substituted work not covered by Agreements. Settlement of rates for such items of work, old records have to be invariably consulted.
			Out of seven works under this category, in respect of 3 works amounting to Rs. 8,290/-. Rates for addional/ substituted items have been recently sanctioned & cases will be finalised shortly. In respect of remaining 4 cases action is in hand.
Building Works S. P. T. Bridge Works	1 No. 1 No.	650/- 249/-	The Contractor could not complete the work in time and applied for extension late. These bills are now under finalisation.
Carriage of materials	1 No.	15,000/-	There is dispute regarding rates to be paid to the Contractor as the Contractor violated certain terms of the contract. Matter is under consideration.
Building Works	1 No.	2,150/-	The Contractor is not accepting payment and is insisting on his claim which was since rejected.
Building Works	1 No.	295/-	Contractor's claim regarding the work is under investigation. The amount may vary according to findings.

1	2	3	4
Building Works	1 No.	1,997/-	Rates for additional items of works done could not be finalised as the original agreement which pertains to a 10 years old case could not be traced out even in A. G's Office. No amount will be actually payable to the Contractor due to oustanding amounts in respect of other works.
R. C. C. Slab Culverts	1 No.	5,792/-	The Work was abandoned by the Contractor & did not resume the same inspite ef persuation & the tender was rescinded. The balance work shall have to be completed at the original contractor's cost in terms of his agreement & concequently till then his contract cannot be finalised.
Repairs to Roads	2 Nos.	2,297/-	Final bill has since been prepared but for want of acceptance by the Contractor it cannot be paid.
Building Works	4 Nos	11,014/-	The Contractor took too much time for rectification of defective works. This has been done now & cases are being finalised.
Constn of Spurs	4 Nos	205/-	Due to discrepancy in total quantity of timber supplied & their utilisation in work which is under investigation.
Carriage of materials	1 No.	3,450/-	The Contractors have not singed the agreements inspite of persuation ; in absence of which final bill' cannot be paid.
Providing Tube-well	1 No.	289/-	
Road Works	2 Nos.	834/-	

1	2	3	4
Building Works	1 No.	1,215/-	Disputes have been referred to Arbitration/Cou ts payment held up pending decision of Arbitrator/Court.
Road Works	1 No	4,946/-	
Building Works	2 Nos.	1,435/-	Payment held up under attachment orders.
Supply of Bricks	1 No.	5,078/-	These cases are under finalisation
Repairs to Bridges	1 No.	4,381/-	
Building Works	1 No.	2,670/-	
Building Works	1 No.	71/-	The Contractor has been asked to return surplus depart-mantal materials which has not been done so far. The value of such materials will have to be recoverd from him if not returned & in which case no amount shall be payable to Contractor.
Building Works	1 No.	165/-	There is dispute about quantity of materials issued to the Contractor by this Department. This is under investigation. The amount may vary as a result thereof.
Supply of Timber	1 No.	16,000/-	The bill could not be finalised as the Contractor did not complete the work in time & he has submitted application for extension of time on 30 3.64 only. There is dispute over rate of supply of timber also in respect of some quantity
Water Supply Works to Buildings	1 No.	1,428/-	The Contractor could not arrange for testing of the Pipe Line earlier. This has now been done & the case is being finalised.
		1,49,823/-	

Mr. Speaker :—All the questions are exhausted. I shall now pass on to next item. Govt. Business legislation.

GOVERNMENT BUSINESS

LEGISLATION

Appropriation Bill, 1964 (Bill No. 3 of 1964)

To-day the Appropriation Bill, 1964 (Bill No. 3 of 1964) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Deputy Minister in-charge of Finance to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Manindra Lal Bhowmick:- (Deputy Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation Bill 1964 (Bill No 3 of 1964).

Mr. Speaker — Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Deputy Minister-in-charge of Finance for leave to introduce the Appropriation Bill, 1964 (Bill No 3 of 1964),

As many as of that opinion will please say 'AYES'

Voice—'AYES'

As many as of contrary opinion will please say 'NOES'

None—'NOES'

Mr. Speaker :—'AYES' have it. 'AYES' have it.

The leave to introduce the Appropriation Bill, 1964 (Bill No. 3 of 1964) is granted.

Mr. Secretary :—A Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Tripura for the services of the financial year 1964-65.

Mr. Speaker :—I shall call the Hon'ble Deputy Minister-in-charge of Finance to move his motion to introduce the appropriation Bill, 1964 (Bill No. 3 of 1964)

Shri Manindra Lal Bhowmick (Dy. Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move to introduce the Appropriation Bill, 1964 (Bill No. 3 of 1964).

Mr. Speaker :—The question is that the Appropriation Bill, 1964 (Bill No 3 of 1964) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voice—'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

None—'NOES'

Mr. Speaker :—'AYES' have it, 'AYES' have it.

The Appropriation Bill. 1964 (Bill No. 3 of 1964) is introduced.

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, the 9th April, 1964.

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING.
TRIPURA GOVERNMENT PRESS. AGARTALA. TRIPURA.